ইয়োরোপে
ভারতীয় বিপ্লবের সাধনা

ডাঃ অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য

পপুলার লাইব্রেরী
১৯৫/১বি, বিধান সরণী কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রথম সংস্করণ
ভাদ্র ১৩৬৫

প্রচ্ছদশিল্পী
রেবতীভূষণ

প্রকাশক :
শ্রীসুনীলকুমার ঘোষ এম. এ.
পপুলার লাইব্রেরীর পক্ষে
১৯৫/১বি, বিধান সরণী,
কলিকাতা-৭০০০০৬

মুদ্রাকর :
শ্রীসতীশচন্দ্র সিকদার
বন্দনা ইম্প্রেশন প্রাঃ লিঃ
৯এ, মনমোহন বসু স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৬

মুখবন্ধ

ডাঃ অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য ইয়োরোপে ছাত্রাবস্থায় অবস্থানকালে যেসব জাতীয়তাবাদীদের সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং যাকিছু করেছেন তা তাঁর এই স্মৃতিকথায় লিপিবদ্ধ করেছেন। যিনি যা জানেন তা লিখে যান, ইহাই বাঞ্ছনীয় এবং এতদ্দ্বারা পরবর্তী ইতিহাস লেখকের মাল-মসলা সংগ্রহে সহায়তা করবে। আজকাল বাঙ্গলায় বিপ্লবান্দোলনের ইতিহাস বলে অনেক বৃহৎ বৃহৎ পুস্তক বের হচ্ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, এসব পুস্তক হয় দলগত পক্ষপাতদুষ্ট বা 'অহং'-ভাব বিশেষভাবে পরিস্ফুট। অনেকেই বলতে চান তাঁরা বিপ্লব আন্দোলনের হয় স্রষ্টা না হয় সারথী। কিন্তু ঐ সমাজতাত্ত্বিক তথ্য তাঁরা কি অবগত নন যে কোন ব্যাপারই একা সংঘঠিত হয় না। একটা রাজনৈতিক-সামাজিক কারণে লোকের অবিদিত মনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। তাই ফুটে উঠে প্রকাশ্যে লোকের কর্মের মধ্য দিয়ে। যিনি এই চাঞ্চল্যকে সমূর্ত করতে পারেন তিনিই হন প্রবক্তা। আর যিনি এই রাজনৈতিক-সামাজিক চাঞ্চল্যকে অভিলষিত পথে নিয়ে যেতে পারেন তিনিই হন নেতা।

মহাপুরুষ লেনিন বলে গেছেন, "বিপ্লব সৃষ্টি হয় না, ইহা আসে। ঢেউয়ের মতন আসে। সামাজিক চাঞ্চল্য লোকের মনে তরঙ্গ উত্তোলিত করে প্রবাহ সৃষ্টি করে। এই প্রবাহকে ঈপ্সিত কাজে লাগাতে পারেন যিনি তিনিই নেতা। সজন্য বলি, 'আমিই বিপ্লববহ্নি সৃষ্টি করেছি" বা "আমিই সারথী হয়ে তা চালালাম" বলে অহমিকা প্রদর্শন করা হাস্যাস্পদ ব্যাপার হয়। মনে পড়ে, প্রথম জগতব্যাপী যুদ্ধের পর, যখন অনেক ভূতপূর্ব "অন্তরীণ" যুবক শিক্ষার্থে ইয়োরোপে যান, তখন আমার কানে আসে যে, আন্দামানফেরৎ প্রথম দলের কয়েকজন কয়েদমুক্ত বিপ্লবী দেশে ফিরে নিজেদের অতীত কর্মের উপর বিদ্রূপ ও ও উপহাস করতে থাকেন। তাঁদের কথার অর্থ—এই ছেলেখেলা আমরাই করেছি এবং আমরা এখন বিজ্ঞ হয়ে তা বন্ধ করে দিয়েছি, অতএব তথাকথিত বিপ্লব আর হবে না। এতে অনেক বিশিষ্ট আন্দামানফেরৎ বৈপ্লবিক বিশেষভাবে মর্মাহত হন। আমারও তদ্রূপ অবস্থা হয়। মনে হল, এই যে দেশে ও বিদেশে এত বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা, স্বার্থত্যাগ ও আত্মত্যাগ সবই কি কলিকাতার কয়েকটি অপক্ব মস্তিষ্ক তরুণের তুবড়ীবাজীর খেলা মাত্র! অন্ধ অহমিকাপূর্ণ মানব নিজেকে একটি গণ্ডীর মধ্যে আবেষ্টন করে তাকেই জগত মনে করে। কিন্তু তৎপরের বাঙ্গলা ও ভারতের বিপ্লব আন্দোলন উপরোক্তদের মন্তব্যের বিপক্ষেই

সাক্ষ্য প্রদান করে। পুনঃ এই প্রকারের হাসিঠাট্টায় বাধ্য হয়েই আমার 'অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস' বের হয়। আর আজও নানা ব্যক্তি নানা দৃষ্টিভঙ্গীতে লোকান্তরালের ব্যাপারকে লোকের গোচরীভূত করছেন।

এতদিন সাম্রাজ্যবাদীর চাপে সত্য ভালভাবে প্রকাশিত হয় নাই। অনেকেই আত্মগোপন করে থাকতেন। সকল কর্মীর নামও প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। যাঁরা বৈপ্লবিক কর্মের সাথে সহানুভূতিশীল তাঁরাও ভয়ে ভয়ে কথা কইতেন, মনের ভাব মনেই রাখতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি ঘটনা উল্লেখ করব। ১৯৩০ খৃস্টাব্দের পরে কোন এক পার্কে বেড়াবার সময় একজন প্রৌঢ় বাঙ্গালী ব্যারিস্টারের সঙ্গে আমার আলাপ হয় এবং কদিন এক সঙ্গে তথায় পদচারণা করি। পরে ১৯৩৫ খৃস্টাব্দে আমি দক্ষিণ কলকাতার এক রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি, দেখি তিনি কাগজ নিয়ে আসছেন। আমার তথায় দাঁড়াবার কারণ জিজ্ঞেস করার পর তিনি বললেন, চলুন, আমি নূতন বাড়ি করেছি, দেখবেন চলুন। বলে আমার হাত ধরে তাঁর বাড়ি নিয়ে গেলেন। বাড়ি দেখিয়ে আমায় এক প্লেট সন্দেশ খেতে দিলেন। খাবার সময় আমার কানে কানে বললেন, "আমি বীরেন চট্টোপাধ্যায়কে জানতাম। প্যারিসে ম্যাডাম কামার সাথে সাক্ষাৎ করেছি।" তারপর এল অমলেট, টোস্ট ও চা। এতক্ষণে বুঝলাম এত আদর আপ্যায়নের মূল কোথায়। ভয়ে লোকে প্রাণের কথা খুলে বলতে পারেনি।

স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারা বিভিন্ন প্রকারে যায়। কখনও তা আইন সভায় শাসকশ্রেণীর বিপক্ষাচরণে পর্যবসিত হয়। আবার কখনও কখনও মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে সন্ত্রাসবাদের কার্য করে অত্যাচারের প্রতিশোধ নেয় এবং বিপ্লবের আয়োজন করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বৈপ্লবিক ইটালীর মহামনা ম্যাটসিনি বলেছেন, "অস্ত্র ব্যবহারে বঞ্চিত স্বদেশপ্রেমের কাছে সন্ত্রাসবাদই শেষ অস্ত্র।" এইজন্যই ভারতেও নরমপন্থীদের ব্যর্থতা ও গরমপন্থীদের বকবকানির অসারতার ফলে নিপীড়িত লোকদের প্রতিভূ হয়ে তরুণরা সন্ত্রাসবাদ গ্রহণ করেন। ইহা কারো সখের খামখেয়ালীপ্রসূত নয়। লোকের অবিদিত মনের কোঠায় তা ছিল বলে জাগ্রত হয়ে সন্ত্রাসবাদ অথবা বৈপ্লবিক আন্দোলনের ধারাবাহিক অনুষ্ঠানসমূহে সমূর্ত হয়ে উঠেছিল।

বিপ্লব আন্দোলন রুশে এবং ইয়োরোপে নানাভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এদেশেও তাই। এই আন্দোলন কখনও অহিংসভাবে, কখনও সহিংসভাবে অনুষ্ঠিত হয়। ইয়োরোপের জাতীয় আন্দোলনগুলি সহিংসভাবেই হয়েছে

কিন্তু সামাজিক ও শ্রমিক আন্দোলনগুলি অহিংসভাবে হয়েছিল। এই অহিংস আন্দোলন একটি নূতন পন্থায় পরিচালিত হয়। ইয়োরোপের এনার্কিস্টদের অবশেষে দিব্যজ্ঞান হয় যে, ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদ প্রয়োগ দ্বারা শ্রেণীগত রাষ্ট্রের অবসান হবেনা। তখন তাঁরা ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদ (Individual Terrorism) ত্যাগ করে সমাজগত সন্ত্রাসবাদ (Mass terrorism) প্রয়োগ করতে লাগলেন। এই প্রণালীর মধ্যে পড়ে বয়কট (বর্জন), ষ্ট্রাইক (ধর্মঘট), ও প্যাসিব-রেজিস্টেন্স (নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ)। এইগুলিই বর্তমানের এনার্কিস্ট যারা 'সিণ্ডিকালিস্ট' বলে আজ নিজেদের পরিচয় দেয় তাঁদের শেষ অস্ত্র। তন্মধ্যে প্রধান নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ।

ভারতে মহাত্মা গান্ধী সিণ্ডিকালিস্টদের এইসব পন্থা স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রয়োগ করেন। আইন বাঁচিয়ে মানুষ অহিংস হতে পারে বটে, কিন্তু মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে তা অহিংস নয়। নিজের ইচ্ছা অন্যলোকের বা লোকসমষ্টির উপর ফলান অহিংস নয়। ইয়োরোপের কোন কোন মনিষী এর বিপক্ষে বলেন যে এও সন্ত্রাসবাদ। যাই হোক, অহিংসবাদ ও হিংসাবাদ উভয় প্রণালীই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রয়োগ করা হয়েছিল। এইজন্য এক পন্থাকে উচ্চাসন দেওয়া এবং অন্য পন্থাকে নিন্দা বা ঘৃণা করা, এতে কেবল শ্রেণীগত পক্ষপাতদুষ্টতা প্রকাশ পায়।

ডাঃ ভট্টাচার্য তাঁর বিদেশের অভিজ্ঞতা এই পুস্তকে বিবৃত করেছেন। এতদিন সাম্রাজ্যবাদের চাপে সব ধামাচাপা ছিল। আজও যে সে অবস্থা অতীত হয়েছে, তা মনে হয় না। কারণ, বৈপ্লবিক সম্পর্কীয় ফিলম্ বা নাটক স্বদেশী সেন্সরের কাঁচিতে কর্তিত হয় বলে শোনা যায়। এই জন্যেই ৺কামিনী ভট্টাচার্য মহাশয়ের স্বদেশীযুগের গান 'শাসন-সংযত কণ্ঠ জননী গাহিতে পারি না গান।" সতত মনে হয়। কিন্তু, গ্রীক পুরাণের মাইদাস রাজার গল্পের ন্যায়, সত্য তথ্য গোপন করার জন্যে রাজার চাকরকে মাটিতে পুঁতে ফেলা সত্ত্বেও তার চিৎকার মাটি ফুঁড়ে বের হল—"মাইদাস রাজার গাধার কান।" তদ্রূপ, ঘৃণা, উপেক্ষা ও সেন্সরের কাঁচি সত্ত্বেও দেশের ছেলেমেয়েদের স্বার্থত্যাগ ও আত্মত্যাগের কথা আজ দেশের আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। দেশের লোকের কার্যকারিতা শক্তি (Race capacity) এতদ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে। তদ্রূপ, বিদেশে ল্যাঙ্গা, ফকির, ছেঁড়া কাপড় পরা, কপর্দকশূন্য তরুণ ও যুবক ছাত্রদের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য স্বার্থত্যাগ ও আত্মাহুতি জাতীয় ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট অধ্যায়। ইহাকে অস্বীকার করা যায় না। মাটি ফুঁড়ে তা বের হচ্ছে। এই যুবকেরা যে বৈদেশিক গভর্ণমেণ্টসমূহের সাথে সহযোগিতা করে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত ছিলেন তা আন্তর্জাতিক ইতিহাসের একটি অঙ্গ। রুশ বৈপ্লবিক নেতা

ট্রটস্কি তাঁর In Defence of Terrorism পুস্তকে মুরুব্বিয়ানা করে বলেছেন "ভারতীয় ও ইজিপ্টের জাতীয়তাবাদীরা যে জার্মান কাইজার গভর্ণমেণ্টের সাহায্য নিয়েছিল তা তারা ভুল করেছিল, কারণ এই গভর্ণমেণ্ট সাম্রাজ্যবাদী।" কিন্তু আমি এ বিষয়ে জার্মান কম্যুনিস্ট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা কার্ল লিবক্লেস্টকে সাক্ষাৎকালে বলেছিলাম, "ইংরাজ আমাদের পরাধীন করে রেখেছে, অতএব তারা আমাদের শত্রু, ইংরেজের শত্রু আমাদের মিত্র।" উত্তরে লিবক্লেস্ট মহোদয় বলেন, "আমি ইহা বুঝি।" হিটলারও তার আত্মজীবনীতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে কটাক্ষ করে লিখেছেন, উদ্দেশ্য ইংরেজপ্রীতি দেখানো, কিন্তু নিজেই পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতীয়দের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টায় সহায়তা করেন। সুভাষচন্দ্র বসুকে নেতা বলে মেনে নিয়েছিল এবং যে সংঘ তথায় গঠিত হয় তাতে কোন কোন প্রবাসী পুরাতন ভারতীয় কমিটির সভ্যও তার সাথে সহযোগিতা করেন। আসল কথা, রাজনীতি ক্ষেত্রে "গরজ বড বালাই" প্রধান মন্ত্র।

আমেরিকা স্বাধীনতাসমরকালে ফ্রান্স ও স্পেনের সাহায্য নিয়েছিল, ইটালীও ফ্রান্সের সাহায্য পেয়েছিল। গ্রীসও সর্ব ইয়োরোপীয়দের এবং রাষ্ট্রসমূহের সাহায্য পেয়েছিল। আর স্বয়ং লেনিন ও তাঁর দলবলকে কাইজার গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে রুশে গিয়ে বিপ্লব করতে হয়েছিল। ভারতীয়দের তাহলে অপরাধ কি? ১৯১৭ সালে জার্মান গভর্ণমেণ্টের বিশ্বস্ত ব্রেজিলের এক ভদ্রলোক আমাদের বলেছিলেন: "যুদ্ধের পূর্বে দুজন ভারতীয় বৈপ্লবিক সেণ্টপিটার্সবার্গে ভারতের স্বাধীনতাপ্রচেষ্টায় সাহায্যপ্রার্থী হয়ে রুশ গভর্ণমেণ্টের কাছে যাতায়াত করেছিলেন। তা শুনে আমি তথাকার জার্মান গভর্ণমেণ্টের রাজ-প্রতিনিধির দৃষ্টি আকর্ষণ করি। কিন্তু তিনি এ ব্যাপারকে উপেক্ষা করেন। এই দুই বৈপ্লবিক কে এবং কোথা থেকে এসেছিলেন তা আজও আমাদের অজ্ঞাত। তদ্রূপ যুদ্ধের প্রারম্ভে আমেরিকাস্থ ভারতীয় বিপ্লবীরাও জার্মান গভর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রার্থী হন। এসব কথা আমি অন্যত্র বিবৃত করেছি। এক্ষণে, বিদেশস্থিত ভারতীয় বিপ্লবীদের কার্যকলাপ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। অন্যান্য লোক দ্বারাও এ বিষয়ে অনুসন্ধান চলছে। শুনেছিলাম খোদ গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে এক পুস্তক লিখাবেন এবং তার জন্যে বিদেশ থেকে মাল-মশলা সংগৃহীত হচ্ছে। ১৮৫৭ সাল থেকে স্বাধীনতাপ্রাপ্তি পর্যন্ত একটাই ইতিহাস দুই খণ্ডে বেরোবার কথা ছিল। তার সংক্ষিপ্তসার (Synopsis) প্রস্তুতও হয়েছিল কিন্তু শুনছি, জানিনা কোন অজ্ঞাত কারণে, উপস্থিত তা স্থগিত আছে।

ডাঃ ভট্টাচার্য নিজে বৈদেশিক কর্মীদের বিষয় যা জানেন তাই এবং নিজে যা

করেছেন তাই এই বইয়ে বিবৃত করেছেন। এই বই বিদেশে বৈপ্লবিক কার্যাবলী-সম্পর্কিত সংবাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করবে। তবে দু-এক স্থানে সামান্য ভুলভ্রান্তি আছে যথা, তিনি সিদ্দিককে তুর্কী প্রেরণ করেছেন। ডাঃ সিদ্দিক গোড়াতে বার্লিন কমিটির সভ্য হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তারপর অধ্যাপক হরউইচের কাছে আরবী পড়তে ব্যাপৃত থাকেন এবং কোন এক সময়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করে শিক্ষাকর্মে নিজেকে নিযুক্ত করেন। তুর্কীতে অন্যান্য লোকেরা গিয়েছিলেন যথা, তারকনাথ দাস, বীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, ত্রিমূল আচারিয়া, ল্যাডলিপ্রসাদ বর্মা, কেদারনাথ, কেরসাম্প, বসন্ত সিং। এঁদের মধ্যে কেদারনাথ, কেরসাম্প ও বসন্ত সিংকে ইরানে ইংরেজরা নিহত করে। এইস্থলে আরও গুটিকতক কথা বলতে চাই। আমীন বলে এক যুবক প্যারিসে আত্মহত্যা করে। অতএব তার ভাবতে রাজসাক্ষী হওয়া সম্ভব হয় না। ১৯১২ সালে কৃষ্ণবর্মার সোশিওলজিস্ট কাগজে সে সংবাদ বের হয়। পরে ১৯১৫ সালে বার্লিনে চট্টোপাধ্যায়ের কাছে তার মৃত্যুর কারণ জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, আমীন ক্ষোভে আত্মহত্যা করে। আমি ১৯১৫ সালের মে মাসে বার্লিনে উপনীত হই। লণ্ডনে সাভারকরকে জেল থেকে উদ্ধার করবার কথা হয়। কিন্তু যাঁর উপর তদ্বিরের ভার ছিল, তিনি ফিরে এসে এক Cock and Bull story বলেন যে, রাস্তার লোক তার কাছ থেকে টাকা কেড়ে নিয়েছে, ইত্যাদি। চট্টোপাধ্যায় ইহা আমাকে বলেন। তৎপর, চট্টোপাধ্যায়কে আমি বলি : আমার ১৯০৭ সালে জেলের পর আমার মাকে মহিলা সংঘ অভিনন্দন দিবার কালে, উত্তরস্বরূপ আমার মা বলেন, "ভূপেনের কাজ সবে আরম্ভ হয়েছে, আমি তাকে দেশের কার্যে দিলাম।" আর তোমার ভগ্নী সরোজিনী তোমার বাপের জবানবন্দী দিয়া গভর্ণমেণ্টকে চিঠি পাঠায় যে, তোমার কার্যের সহিত কোন সহানুভূতি নাই। তোমাকে কোন অর্থ সাহায্যও দেওয়া হয় না। ইহাতে চট্টোপাধ্যায় বলে : আমার তৃতীয় ভগ্নীর সহিত ফ্রান্সে সাক্ষাৎকালীন তিনি বলেন, বাবা এবম্প্রকারের কোন জবানবন্দী দেন নাই। উহা সরোজিনীর স্বকপোলকল্পিত। উহাতে বিশ্বাস করিও না, ইত্যাদি। যুদ্ধের অবসানের পরে, চট্টোপাধ্যায় তাঁর পিতার শেষ যে বাণী লোকমুখে শুনেছিলেন তা এই : "আমার জ্যেষ্ঠপুত্রকে বোলো, সে যে পথ নিয়েছে, সেই পথেই যেন থাকে। ইহা চট্টোপাধ্যায় আমাকে বলেছিলেন। অলমিতি বিস্তরেন। ইতি

৩নং গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৬
১১।৯।১৯৫৮

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

গ্রন্থকারের বক্তব্য

স্বদেশীযুগে শুনিতে পাই যে ১৮৫৭ সালের অক্টোবর মাসে Prince Dilip Singh ইয়োরোপে গিয়া ভারতবর্ষকে বৃটিশ বন্ধন-মুক্ত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। কিন্তু আমরা ইয়োরোপে গিয়া ইহার প্রবাদমাত্র শুনিয়াছি, কোন ঐতিহাসিক তথ্য আমরা কাগজপত্রে আবিষ্কার করিতে সক্ষম হই নাই। বাগ্মীবর বিপিনচন্দ্র পাল, ম্যাডাম ভিকাজী কামা, শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা ও অন্যান্য বয়োঃজ্যেষ্ঠ বিপ্লবীগণ বলেন যে তাঁহারাও এরূপ প্রবাদ শুনিয়াছেন। সম্প্রতি ১৯৫৪ সালের ১৫ই আগস্টের স্বাধীনতাসংখ্যা বসুমতীতে স্বর্গীয় তারানাথ রায় Pr'nce D lip Singh-এর উক্ত প্রচেষ্টা-নিদর্শক ১৮৮৬ সালের প্রচারিত একখানা ঘোষণাপত্রের অনুলিপি প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমরা উক্ত ঘোষণাপত্রের কোন অনুলিপি কোথাও দেখি নাই। সুতরাং "ইয়োরোপে ভারতীয় বিপ্লবের সাধনা" গ্রন্থে উক্ত Dillp Singh সম্পর্কে কোন আলোচনা করি নাই। এই গ্রন্থে বর্তমান শতাব্দীর প্রথমভাগ হইতে পণ্ডিত শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মাকেই ইয়োরোপে প্রথম ভারতীয় বিপ্লববাদী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।

এই পুস্তক সংকলনে আমার পরম স্নেহভাজন কল্যাণীয়া কুমারী ক্ষমা সেন, বি-এ, ও আমার কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া অরুনিমা নানাভাবে সাহায্য করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত অপর দুইটি স্নেহভাজন তরুণ শ্রীমান সমরেন্দ্রনাথ পাল ও তাহার ভ্রাতা শ্রীমান অধীরেন্দ্রনাথ পাল আমাকে আমার বৃদ্ধবয়সে প্রায় দৃষ্টিশক্তিহীন অবস্থায় সর্বতোভাবে সাহায্য না করিলে আমার এই পুস্তক সংকলন দুরূহ হইত।

রিষড়া
১৩ই সেপ্টেম্বর
১৯৫৮

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য

দ্বিতীয় মুদ্রণ সম্পর্কে

ইয়োরোপে ভারতীয় বিপ্লবের সাধনা বইটি বহুদিন যাবত ছাপা নাই। অথচ ইয়োরোপে ভারতীয় বিপ্লবীদের সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানতে হলে এই বইটির প্রয়োজন অসাধারণ।

অনেকেই ইতিমধ্যে ভারতীয়দের বিদেশে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ইতিহাস রচনা করেছেন এবং ভবিষ্যতেও অনেকে করবেন। ডাঃ অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্যের বইটি ইয়োরোপে ভারতীয়গণের বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপের তথ্যনিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য মাল-মসলা সরবরাহ করে ভবিষ্যৎ ইতিহাস প্রণেতাদের সহায়ক হবে—এ কথা মনে রেখেই প্রায় কুড়ি বছর পরে এই বইয়ের পুনর্মুদ্রণ হলো।

১৩।৩।৩৯ প্রকাশক

সূচীপত্র

ইয়োরোপে প্রথম ভারতীয় বিপ্লববাদী

পণ্ডিত শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা

১৯০৫ খৃস্টাব্দের প্রথমদিকে সাপ্তাহিক "হিতবাদী" পত্রিকায় একটি ক্ষুদ্র সংবাদ প্রকাশিত হয়। সংবাদটি ছিল বিশ্বদূত রয়টার প্রেরিত। তার শিরোনামা ও মর্ম ছিল নিম্নরূপ :

> অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষার প্রাক্তন অধ্যাপক পণ্ডিত শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা লণ্ডনে "ভারতীয় হোমরুল সোসাইটি" প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই সমিতির উদ্দেশ্য ভারতবর্ষে "হোমরুল" প্রবর্তন করা। আয়ার্লণ্ডের হোমরুল আন্দোলন হইতেই সম্ভবতঃ পণ্ডিতজী ইহার অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছেন। তিনি নিজেই এই সমিতির সভাপতি।

"হিতবাদী" সম্পাদক দেশপ্রেমিক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয় বিপুল উৎসাহ নিয়া সেকালে ভারতে প্রায় অপরিচিত পণ্ডিত কৃষ্ণবর্মা সম্পর্কে লেখনী চালনা করিয়া ভারতে হোমরুল প্রবর্তনের চেষ্টা যে খুবই ন্যায়সঙ্গত ও অবশ্য কর্তব্যকাজ তাহা প্রচার করেন। শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মার এই উদ্যম যে খুবই প্রশংসনীয় এবং তিনি যে দেশবাসীর অকুণ্ঠ শুভেচ্ছা, সহানুভূতি ও সর্বপ্রকার সাহায্য পাওয়ার যোগ্য স্পষ্টভাষায় একথা ঘোষণা করেন।

"হিতবাদী" পত্রিকায় এই সংবাদ প্রকাশ এবং সম্পাদকীয় স্তম্ভে এই উদ্যমের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তখনও স্বদেশী আন্দোলন পূর্ণোদ্যমে আত্মপ্রকাশ করে নাই। কিন্তু বঙ্গ বিভাগ প্রস্তাবের প্রতিবাদে বাংলার আকাশ বাতাস তখন ধূমায়িত হইতে শুরু হইয়াছে—সর্বত্র প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হইতেছে। ঠিক তেমনই একটি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয় ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে। ছাত্র মহলে "হোমরুল সোসাইটি" গঠন করা সম্পর্কে আলোচনা হইল কিন্তু ইহাকে বাস্তব রূপদান করা সম্ভব হইল না। কারণ সে সময়ে যে সব সভা সমিতি হইতে দেশ-সেবামূলক কাজ চালান হইত তাহার মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের "সেবক-সেনা" ব্যতীত অপর সবগুলিই ছিল রাজনীতি-বর্জিত, যথা, 'সুনীতিসঞ্চারিণী সভা', 'আনন্দদায়িনী সভা' 'সুমতিদায়িনী সভা' ইত্যাদি। ছাত্রদের "হোমরুল সোসাইটি" গঠনের উদ্যমকে বয়োজ্যেষ্ঠগণ সমর্থন করিলেন না।

"ইণ্ডিয়ান সোশিওলজিস্ট" পত্রিকা

১৯০৬ খৃস্টাব্দে বরিশালে "বেঙ্গল প্রভিন্সিয়েল কনফারেন্স" ভাঙ্গিয়া যাইবার পর, বাগ্মীবর বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিক প্রমুখ নেতৃবৃন্দ কয়েকজন উৎসাহী তরুণ দেশকর্মীসহ পূর্ববঙ্গে চরমপন্থী (Extremist) মতবাদ, জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে প্রচার করিবার অভিপ্রায়ে গমন করেন। রাজা সুবোধচন্দ্র ব্যতীত অন্য সকলে চাঁদপুর, নোয়াখালি ও কুমিল্লায় সভা করিয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়াবাসীর আমন্ত্রণে মে মাসের মধ্যভাগে সেখানে গিয়াছিলেন। উক্তদলে জাতীয় সঙ্গীতের গায়ক ছিলেন শ্রীউল্লাসকর দত্ত। দুই বৎসর পরে তিনি মাণিকতলা বোমার মামলা ও আলীপুর বোমার মামলায় দণ্ডিত হইয়া আন্দামানে নির্বাসিত হন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এক মহতী জনসভায় বিপিনচন্দ্র ভাষণ দিলেন। তাঁহার ভাষণে শ্রোতৃমণ্ডলী মুগ্ধ হইল। অভূতপূর্ব উদ্দীপনার সৃষ্টি হইল। এতবড় বিরাট সভা ব্রাহ্মণবাড়িয়া সহরে ইতিপূর্বে আর হয় নাই। সভার উদ্বোধনে শ্রীউল্লাসকর কয়েকজন তরুণ সহ বিপিনচন্দ্র রচিত সঙ্গীত গাহিলেন।

"বাজায়োনা আর মোহন বাঁশী
রুদ্র রূপে ভীম বেশে প্রকাশ পরাণে আসি।"

ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস রচিত সঙ্গীত

"আমরা চাইনা তব শিক্ষা—
আমরা পেয়েছি নব দীক্ষা।" ও গীত হইল।

পর দিন প্রভাতে শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব আমাদের কয়েকজন অত্যুৎসাহী তরুণকে ডাকিয়া নিয়া দেখাইলেন শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক পত্রিকা "ইণ্ডিয়ান সোশিওলজিস্ট"। এক বৎসর পূর্ব হইতেই এই পত্রিকাখানি লণ্ডনে প্রকাশিত হইতেছিল। আমরা কয়েকটি সংখ্যা দেখিলাম, কিন্তু তৎকালে socio-political প্রবন্ধগুলির মর্ম উপলব্ধি করার মত ইংরেজী জ্ঞান আমাদের ছিলনা। শ্রীউল্লাসকর দত্ত কয়েকটি অংশ পাঠ করিয়া শুনাইলেন এবং বুঝাইয়া দিলেন। প্রবন্ধ গুলিতে স্পষ্ট ভাষায় অটোক্রেসী, ব্যুরোক্রেসী এবং ডেস-পটিসমের একমাত্র প্রতিকার যে প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্স তাহার উল্লেখ ছিল। ১৯০৫ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর সংখ্যায় Parallel Government প্রতিষ্ঠার পক্ষে যুক্তি ছিল। আমরা উল্লসিত হইলাম, জাতীয় ভাবের এক নূতন দৃশ্য আমাদের সামনে উদ্ঘাটিত হইল।

শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা কে ?

যখন ভারতে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের দামামা বাজিয়া উঠিয়াছে, ব্রিটিশের দর্প ও দম্ভ চূর্ণ করার জন্য সমগ্র ভারতের অগণিত বীর সেনানী বদ্ধ পরিকর, ঠিক সেই সময়ে, ১৮৫৭ খৃস্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর ভারতের পশ্চিম উপকূলে, কচ্ছ রাজ্যের (Cutch) মান্দাভী গ্রামের এক দরিদ্র ভাঁসালী (Vansali) পরিবারে শ্যামাজী জন্মগ্রহণ করেন। মান্দাভীর প্রাথমিক বিদ্যালয়েই তাঁহার শিক্ষা শুরু হয়, তারপর কচ্ছ স্টেটের রাজধানী ভুজের ইংরেজী বিদ্যালয়ে তিনি অধ্যয়ন করেন। ১৮৬৭ খৃস্টাব্দে দরিদ্র মেধাবী শ্যামাজীর মাতৃ-বিয়োগ হইল, পিতা বোম্বাই সহরে একটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে কাজ করিয়া সামান্য অর্থোপার্জন করিতেন। সেই সময়ে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাঁহার মাতামহী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তথাপি শ্যামাজীর পিতা পুত্রকে বোম্বাই নিয়া শিক্ষা-দানের জন্য উদগ্রীব রহিলেন। কিন্তু অর্থাভাবে তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ করিতে পারিতেছিলেন না। পরে মথুরাদাস লাভাজী নামীয় জনৈক পরহিতব্রতী ভাটিয়া ব্যবসায়ীর অর্থানুকূল্যে পুত্রকে বোম্বাই নিয়া উইলসন হাইস্কুলে ভর্তি করিলেন।

শ্যামাজী উক্ত স্কুলের পরীক্ষাসমূহে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আত্মীয় স্বজন ও শিক্ষকগণকে মুগ্ধ করিতে সক্ষম হইলেন। তাঁহার পৃষ্ঠপোষক মথুরাদাস ভাটিয়া সম্প্রদায়ের পুরুষানুক্রমিক পুরোহিত বংশের শাস্ত্রী বিশ্বনাথকে অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে বিশ্বনাথের প্রতিষ্ঠিত "সংস্কৃত পাঠশালায়" সংস্কৃত অধ্যয়নের সুযোগ করিয়া দিলেন।

উইলসন স্কুলে যেমন তিনি সহপাঠীদের মধ্যে সর্বোত্তম ছাত্র বলিয়া প্রশংসিত হইতেছিলেন সংস্কৃত পাঠশালায়ও তিনি কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া পণ্ডিতগণের প্রশংসাভাজন হইলেন। প্রকৃতপক্ষে এই সংস্কৃত পাঠশালায় সংস্কৃতে জ্ঞান অর্জন করিয়াই তিনি ভবিষ্যৎ জীবনে বহুবিধ সুযোগ সুবিধা লাভ করেন; কালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক পদে সমাসীন হইয়া ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হন।

শ্যামাজী "গোকুলদাস কাহানদাস পারেখ" বৃত্তি লাভ করিলেন এবং এজন্য তাঁহাকে "এলফিনস্টোন হাইস্কুলে" ভর্তি হইতে হইল। এই স্কুলে সত্বরই তাঁহার কৃতিত্ব তাঁহাকে বোম্বাইয়ের এক প্রসিদ্ধ ধনী শেঠ ছাবলদাসের পরিবারের সহিত পরিচিত হওয়ার সুযোগ দিল। উক্ত শেঠজীর পুত্র রামদাস ছিল শ্যামাজীর সহপাঠী, সে শ্যামাজীকে নিজ পরিবারে নিয়া তাহার পিতা

মাতার নিকট তাহাদের শ্রেণীর সর্বোত্তম ছাত্র বলিয়া পরিচিত করিল। তাহাতেই শ্যামাজীকে জামাতারূপে বরণ করার আকাঙ্ক্ষা শেঠ ছাবলদাস এবং তাঁহার পত্নীর অন্তঃকরণে জাগিয়া উঠিল। শেঠজী ১৮৭৫ খৃস্টাব্দে অষ্টাদশ বৎসর বয়স্ক শ্যামাজীর সঙ্গে ষোড়শী বর্ষিয়া কন্যা ভানুমতির বিবাহ দিলেন।

ইতিমধ্যে শ্যামাজীর সংস্কৃত জ্ঞান বোম্বাইয়ের সমাজ সংস্কারকদল, বিশেষভাবে ভাটিয়া সম্প্রদায়ের ধনী ও সম্মানী নায়ক মাধবদাস ও রঘুনাথ দাস ও তাঁহার সহকর্মীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ কবিল। তাঁহারা বিধবা-বিবাহ সম্পর্কে শাস্ত্রীয় অনুশাসনেব প্রকৃত ব্যাখ্যা কবাব জন্য তাঁহাব সাহায্যপ্রার্থী হইলেন এবং ইহাতে শ্যামাজীর খ্যাতি বোম্বাই অঞ্চলে প্রচারিত হইল। তিনি বিদ্বজ্জনমণ্ডলী ও সমাজ সংস্কাবকগণেব সঙ্গে সংস্কৃতশাস্ত্র সম্পর্কে আলোচনা এবং বাক্‌বিতণ্ডার সুযোগ পাইলেন। ১৮৭৫ খৃস্টাব্দেই অক্সফোর্ডেব সংস্কৃতের অধ্যাপক বিখ্যাত মনিয়ার উইলিয়মস প্রথমবার ভারতবর্ষে আগমন কবেন। শ্যামাজীব শাস্ত্র-জ্ঞানেব পবিচয় পাইয়া তিনি পবম পবিতুষ্ট হইলেন এবং দুই বৎসবেব মধ্যে তাঁহাকে অক্সফোর্ডে তাঁহার সহকাবীরূপে গ্রহণ কবিবেন বলিয়া আশ্বাস দিলেন।

আর্যসমাজ

১৮৭৫ খৃস্টাব্দের ১০ই এপ্রিল স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বোম্বাইয়ে তাঁহাব ধর্ম ও সমাজ সংস্কারমূলক মহান্ প্রতিষ্ঠান "আর্য সমাজে"ব উদ্বোধন করেন। সেই সময়ে স্বামীজীর সহিত শ্যামাজীর শাস্ত্রালোচনা হইল। স্বামীজী আলোচনায় মুগ্ধ হইলেন।

১৮৭৬ খৃস্টাব্দে সহসা শ্যামাজী কঠিন চক্ষুরোগে আক্রান্ত হইলেন, ফলে পড়াশোনা বন্ধ করিতে হইল, তথাপি তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতে উপস্থিত হইলেন। কোন একটি বিষয়ে অকৃতকার্য হওয়ায় স্কুলে অধ্যয়ন বন্ধ করিয়া দিলেন। তবু তিনি নিরাশ হইলেন না, গভীর অভিনিবেশ সহকারে শাস্ত্রালোচনা করিতে লাগিলেন।

স্বামী দয়ানন্দ এবং তাঁহার অনুগামীগণ পূর্ব বৎসরেই শ্যামাজীকে তাঁহাদের বেদধর্মের প্রচারকরূপে নিযুক্ত করার জন্য, এমন কি আজীবন কর্মীরূপে গ্রহণ করার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু শ্যামাজী ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেওয়ার জন্য উদগ্রীব থাকায় তাঁহাদের প্রস্তাবে রাজী হন নাই। এক্ষণে পুনরায় ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় কৃতকার্য হইয়া কলেজে ভর্তি হওয়ার চেয়ে

আর্যসমাজের প্রচার কার্যোপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে সংস্কৃত শাস্ত্রের প্রাচীনপন্থী এবং সনাতনী পণ্ডিতগণের সংস্পর্শে আসিয়া নিজের অর্জিত জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। ১৮৭৬ খৃস্টাব্দের শেষভাগ হইতে ১৮৭৮ খৃস্টাব্দের প্রথম ভাগ পর্যন্ত তিনি ধর্ম ও সমাজ সংস্কার বিষয়ে সংস্কৃতে বক্তৃতা দিবার জন্য নানা স্থানে গমন করিলেন। তাঁহার সংস্কৃত ভাষণ ও শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় পাইয়া দেশের পণ্ডিতমণ্ডলী স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাঁহার খ্যাতি দেশে বিদেশে, বিশেষভাবে অক্সফোর্ডে অধ্যাপক মনিয়ার উইলিয়মস্‌এর কানে পৌঁছিল। তিনি তাঁহাকে অক্সফোর্ডে গিয়া তাঁহার সহকারীরূপে কাজ করিবার জন্য আহ্বান করিলেন।

ইংলণ্ডে শ্যামাজী

১৮৭৯ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসের শেষদিকে শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা "এস, এস, ইণ্ডিয়া" স্টীমারযোগে ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। এপ্রিল মাসের মধ্যভাগে তিনি অক্সফোর্ডে উপস্থিত হইলেন। তথায় একটি প্রাথমিক টেস্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অধ্যাপক মনিয়ার উইলিয়মসের সাহায্যে অক্সফোর্ডে আণ্ডার গ্রাজুয়েটরূপে সুবিখ্যাত "বেলিওল কলেজে" ভর্তি হইলেন। তারপর ব্যারিস্টার হওয়ার তীব্র আকাঙ্খা নিয়া তিনি "ইনার টেম্পল ইনস্ অব কোর্টে"ও ভর্তি হইলেন।

২১শে জুন অধ্যাপক মনিয়ার উইলিয়মস শ্যামাজীর সহযোগিতায় অক্সফোর্ডে একটি "ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট এণ্ড লাইব্রেরী" স্থাপনের উদ্যোগ করিলেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে বোম্বাইয়ের গভর্ণর স্যার রিচার্ড টেম্পলকে উক্ত ইনস্টিটিউটের অনারারী সেক্রেটারী হওয়ার জন্য এক পত্রে অনুরোধ জানাইলেন। অধ্যাপক উক্ত পত্রেই শ্যামাজীর নিজ দেশ কচ্ছ স্টেটের পলিটিকেল এজেন্ট দ্বারা স্টেট হইতে শ্যামাজীর জন্য একটি বৃত্তি মঞ্জুর করাইবার কথাও উল্লেখ করিলেন।

কচ্ছ স্টেট পরবর্তী সেপ্টেম্বর মাস হইতে তিন বৎসরের জন্য বার্ষিক ১০০ পাউণ্ড বৃত্তি মঞ্জুর করিল, ফলে শ্যামাজীর অর্থাভাবজনিত উদ্বেগ ঘুচিয়া গেল। তিনি অধ্যাপক মনিয়ারের সহকারীরূপে যে অর্থ পাইতেছিলেন তাঁহার উপর এই বৃত্তি পাওয়ায় বোম্বাই হইতে আনীত অর্থ ব্যাঙ্কেই রহিয়া গেল।

অক্সফোর্ডে কৃতিত্ব

অক্সফোর্ডে তাঁহার কৃতিত্ব আরও অর্থাগমের উপায় করিয়া দিল। কতিপয় ইংরাজ ছাত্র তাঁহার সংস্কৃত জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া তাঁহার নিকটে সংস্কৃত শিক্ষা

করিতে আরম্ভ করিলেন এবং তিনিও তাঁহাদের নিকট হইতে ল্যাটিন ও গ্রীক শিক্ষা করিতে লাগিলেন। ঐ ছাত্রগণ হইতে তাঁহার আয় বার্ষিক প্রায় দেড়শত পাউণ্ডে দাঁড়াইল।

কঠোর পরিশ্রমী, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন শ্যামাজী অপরিসীম উচ্চাভিলাষী ছিলেন। তিনি প্রত্যহ গভীর রাত্রি পর্যন্ত অধ্যয়ন করিতেন। অধ্যাপক মনিয়ার উইলিয়মসের সংগৃহীত প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথিসমূহের পাঠোদ্ধার, বেদ-ধর্ম সম্পর্কে বিবিধ গ্রন্থের ভাষ্য প্রকাশ এবং ইংরেজ ছাত্রগণকে শিক্ষাদান প্রভৃতি তাঁহার দৈনিক কার্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রয়েল এসিয়াটিক এবং প্রাচ্য ভাষাবিদগণের সমিতি সমূহে বেদভাষ্য সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়া তিনি ইংলণ্ডে খ্যাতি লাভ করিলেন এবং ১৮৮৩ খৃস্টাব্দে অক্সফোর্ডের বি, এ, উপাধিতে ভূষিত হইলেন। তাহার পরই তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত, মারাঠি ও গুজরাটি ভাষার লেক্চারার নিযুক্ত হইলেন।

ওরিয়েন্টাল কংগ্রেস

ইতিপূর্বে ১৮৮১ খৃস্টাব্দে ভারতসচিব শ্যামাজীকে ভারতের সংস্কৃত পণ্ডিতগণের প্রতিনিধিরূপে বার্লিনে অনুষ্ঠিত ওরিয়েণ্টাল কংগ্রেসে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি তথায় "ভারতে সংস্কৃত একটি জীবন্ত ভাষা" সম্পর্কে অভিভাষণ দিয়া বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলাগত বিদ্বজ্জনমণ্ডলীকে স্তম্ভিত করিয়া দিলেন। তাঁহারা তরুণ ভারতীয় পণ্ডিতের বহু তথ্যপূর্ণ জ্ঞানগম্ভীর ভাষণ শুনিয়া উপলব্ধি করিলেন প্রাচ্য আকাশে উদীয়মান এই ভাস্কর সত্বরই মধ্যাহ্ন গগনে উপনীত হইয়া সমগ্র ধরাতল উদ্ভাসিত করিবেন।

ভারতসচিব শ্যামাজীর সাফল্যে এমনই প্রীত হইলেন যে ১৮৮৩ খৃস্টাব্দে হল্যাণ্ডের লাইডেনে (Leyden) আহূত ওরিয়েণ্টাল কংগ্রেসেও তাঁহাকেই ভারতের প্রতিনিধিত্ব করিতে প্রেরণ করিলেন। তথায়ও শ্যামাজী তাঁহার জ্ঞান গরিমায় ভারত এমন কি সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গৌরব বৃদ্ধি করিলেন। কংগ্রেসে যোগদানকারী বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার কৃতিত্বের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন।

শ্যামাজীই হইলেন অক্সফোর্ডের প্রথম ভারতীয় গ্র্যাজুয়েট, যিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করার সম্মান লাভ করিলেন। তিনি ১৮৮৩ খৃস্টাব্দের শেষভাগে ভারত অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং স্বদেশে মাত্র তিনমাসকাল অবস্থান করিয়া ১৮৮৪ খৃস্টাব্দে মার্চ মাসে তাঁহার পত্নী ভানুমতীসহ ব্যারিস্টারী পরীক্ষা দিবার জন্য ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

ব্যারিস্টার হইয়া দেশে আগমন

১৮৮৪ খৃস্টাব্দেব শেষ দিকে ব্যারিস্টাবী পবীক্ষায় কৃতকার্য হইয়া শ্যামাজী স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং ১৮৮৫ খৃস্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারী বোম্বাই হাই-কোর্টে আইন ব্যবসা কবাব জন্য ভর্তি হইলেন। কিন্তু আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত না হইয়া কোন একটি দেশীয় বাজ্যেব কার্যে যোগ দিতে অভিলাষী হইলেন।

রাটলামেব নৃপতি (Rutlam,) ১৯শে ফেব্রুযাবী তাঁহাকে দেওয়ান পদে নিযুক্ত করিলেন। শ্যামাজী তথায় ১৮৮৮ খৃস্টাব্দেব মে মাস পর্যন্ত ছিলেন। স্বাস্থ্যহানি হওয়ায় পদ ত্যাগ কবিযা বোম্বাইয়ে ফিবিয়া গেলেন। কয়েক মাস পবেই তিনি রাজপুতনাব দেশীয বাজ্য সমূহের মধ্যস্থলে অবস্থিত আজমীব কোর্টে ব্যবসা আবম্ভ কবিলেন। ব্যবসায়ে তাঁহাব পসার জন্মিল, যশ চাবিদিকে ছডাইযা পডিল। তিনি অর্জিত অর্থ বিভিন্ন প্রকার ব্যবসা বাণিজ্যে নিয়োগ কবিয়া বিত্তশালী হইয়া উঠিলেন তথাপি তাঁহার আকাঙ্খা ছিল কোনো একটি উঁচুদবেব দেশীয় রাজ্যেব দেওয়ান পদে অধিষ্ঠিত হইয়া বাজ্যেব অধিপতি এবং জনসাধাবণেব প্রভূত কল্যাণ সাধন কবা।

১৮৯২ সালেব ২১শে ডিসেম্বব তিনি ইতিহাসখ্যাত উদয়পুব রাজ্যের কাউন্সিল অব স্টেটেব অন্যতম মেম্বাব নিযুক্ত হইলেন এবং ১৮৯৩ সালেব প্রথম দিকেই কার্যভাব গ্রহণ কবিলেন। কিন্তু উদয়পুবেব উদারহৃদয় মহারাণা তাঁহাকে নিযুক্ত কবার পব তিনি কাথিওয়াডেব সর্বশ্রেষ্ঠ স্টেট জুনাগডেব দেওয়ানীপদ পাইতে পারেন এরূপ অবগত হইয়া শ্যামাজীকে এক বৎসরেব পূর্ণবেতনসহ বিদায মঞ্জুব কবিলেন। যে কোনো সময়ে শ্যামাজী পুনরায় কার্যে যোগ দিতে পাবিবেন তাহাও জানাইয়া দিলেন।

১৮৯৫ সালেব ৬ই ফেব্রুযাবী শ্যামাজী জুনাগড স্টেটের দেওয়ান পদে নিযুক্ত হইলেন কিন্তু সত্বরই তিনি উপলব্ধি করিলেন যে এক উদারহৃদয় রাজপুত শাসকের অধীনে কার্য কবা আব স্বেচ্ছাতন্ত্রী মোসলেম অধিপতিব অধীনে কার্য করার মধ্যে গুরুতব প্রভেদ বহিয়াছে। দুই বৎসরেব কর্মজীবনে তাঁহার বিবিধ প্রকার তিক্ত অভিজ্ঞতা জন্মিল। রাজ্যেব পরিচালকমণ্ডলীব মধ্যে ঈর্ষা, দ্বেষ, কলহ, ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধিব জন্য নিয়ত ষড়যন্ত্র প্রভৃতিব প্রমাণ পাইয়া ১৮৯৭ সালেব মধ্যভাগে তিনি দেওয়ান পদে ইস্তফা দিলেন এবং পুনবায় ইংলণ্ড যাত্রার সংকল্প করিলেন।

প্রথমতঃ তিনমাসেব জন্য তিনি ইংলণ্ড গমন কবিলেন পরে বোম্বাই প্রত্যাবর্তন করিয়া চিবকালেব জন্য সস্ত্রীক ১৮৯৭ সালের নভেম্বর মাসে লণ্ডন প্রস্থান করিলেন।

লণ্ডনে কর্মজীবন

কি কারণে তিনি অকস্মাৎ ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া লণ্ডনে চলিয়া গেলেন তাহা তখন কাহারও বোধগম্য হইল না। দশ বৎসর পর, ১৯০৭ সালে শ্যামাজী তাঁহার "ইণ্ডিয়ান সোশিওলজিষ্ট" পত্রিকার জুলাই সংখ্যায় প্যারিস হইতে লিখিলেন, "১৮৯৭ সালে নাটু-ভ্রাতাগণের গ্রেপ্তার এবং তিলকের মামলার সময় আমার প্রত্যয় হয় যে ব্রিটিশ ভারতে ব্যক্তি স্বাধীনতার কোন মূল্য নাই, সংবাদ পত্রেরও স্বাধীনতা নাই, ব্রিটিশ জস্টিসও একটা ভাঁওতা মাত্র, সুতরাং আমি আমার স্বদেশ ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডবাসী হইলাম। আবার সম্প্রতি যখন লক্ষ্য করিলাম যে ইংলণ্ডে আমার পক্ষে নির্বিঘ্নে ও নিরাপদে বাস করা সম্ভবপর নহে তখনই ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিযা প্যারিসে আসিয়া আমার কর্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিলাম।"

লণ্ডনে উপনীত হইয়া শ্যামাজী 'ইনাব টেম্পল" রেসিডেনশিয়েল চেম্বারে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন! এখানেই তাঁহার রাজনৈতিক কর্মের সূচনা হইল। এখানেই তিনি দার্শনিক হার্বাট স্পেনসার এবং অন্যান্য উদাব মতাবলম্বী মনীষী-গণের মতবাদের এক জ্ঞানচক্র স্থাপন করিলেন।

শ্রীসর্দ্দারসিং রাণা

১৮৯৮ সালে কাথিওয়াড়ের এক আইন অধ্যয়নার্থী যুবক শ্রীসর্দ্দারসিং রাণা তাঁহার সঙ্গে পরিচিত হইলেন এবং তৎকালীন ভারতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক কার্যাবলীর আলাপ আলোচনা করিলেন। আমাদের সঙ্গে প্যারিসে শ্রীরাণার পরিচয় হয় ১৯১৩ সালে। তিনি বর্ত্তমানে সৌরাষ্ট্রের লিম্বদি (Limbdi) স্টেটে তাঁহার পিতৃপিতামহের বাড়িতে বাস করিতেছেন। তাঁহার বর্ত্তমান বয়স ৮৯ বৎসর। সম্ভবতঃ তিনিই ইউরোপে ভারতের দ্বিতীয় বিপ্লবী ছিলেন এবং বর্ত্তমানে সমগ্র ভারতের প্রবীণতম বিপ্লবী।

সেই সময় চিকাগো (Chicago) "পার্লিয়ামেণ্ট অব রিলিজিয়নে" যোগ দিয়া ফিরিবার পথে ভারতীয় প্রতিনিধি বীরচাঁদ গান্ধী শ্যামাজীর চেম্বারে উপস্থিত হইলেন। মিঃ জে, এম, পারিখ প্রমুখ কতিপয় ভারতীয় বন্ধুরা আসিয়া মিলিত হইলেন। হার্বাট স্পেনসারের যুক্তিবাদ (Rationalism) এবং ভারতীয় রাজনীতিই আলোচনার মূল বিষয় ছিল। শ্যামাজী কংগ্রেসের নীতি ও পন্থার বিরুদ্ধে বালগঙ্গাধর তিলকের জাতীয়তাবাদের সমর্থক ছিলেন। তিনি

লণ্ডনের "ব্রিটিশ কমিটী অব ইণ্ডিয়ান ন্যাশনেল কংগ্রেস"এর সহিত সহযোগিতা করিতেন না। তাঁহার কাজ ছিল ব্রিটিশ সমাজতন্ত্রী, আইরিশ গণতন্ত্রী এবং যাঁহারা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম চালাইতেছিল তাঁহাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করা।

ভারতীয় কংগ্রেসসেবিগণ যখন ব্রিটিশ সম্রাজ্ঞীর প্রতি রাজভক্তি নিবেদন করিতেছিলেন, সে সময়ে শ্যামাজী বিশ্বের পদদলিত জাতি সমূহের দুর্গত নরনারীর শোচনীয় অবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য উদ্ঘাটন কার্যে ব্যাপৃত রহিলেন। তাঁহার ক্ষুদ্র গৃহ সবসময়েই সব দেশের সংস্কারবাদী, আশাবাদী পুরুষগণের মিলন ক্ষেত্র ছিল।

গান্ধী নীতির বিরোধিতা

১৮৯৯ সালে এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে শ্যামাজীর বিবেকবুদ্ধি ও নির্ভীকতার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া গেল। দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভাল প্রজাতন্ত্রের জোহানেসবার্গের সন্নিকটে যখন স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হইল তখনই ব্রিটিশের চিরন্তন দুর্দমনীয় প্রলোভন জাগিয়া উঠিল। যদিও মাত্র ১৫ বৎসর পূর্বে, ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট উক্ত ট্রান্সভাল স্টেটের স্বাধীন সত্তা স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন, তথাপি তাহাদের ক্রমবর্ধমান চাপ এতই অসহনীয় হইয়া উঠিল যে প্রেসিডেন্ট জেনারেল ক্রুগার (Krueger) ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন।

ট্রান্সভ্যালের বুয়রগণ, এমন কি ফ্রিস্টেটের বুয়রগণ সম্মিলিতভাবে ব্রিটিশ উপনিবেশ নাটাল এবং কেইপ কলোনীতে দুর্বার আক্রমণ চালাইল। ব্রিটিশ সেনানী ও নাগরিকগণ বুয়রের আক্রমণ প্রতিহত করিতে পারিলনা, সমগ্র পৃথিবীতে চমক ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। জার্মান কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম এক টেলিগ্রামে জেনারেল ক্রুগারের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিলেন।

স্বাধীনতাকামী আইরিশগণ বুয়রগণের কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য স্বেচ্ছাসৈনিক বাহিনী প্রেরণ করিলেন। মধ্য ইউরোপ, আমেরিকা এবং পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব প্রবল হইতে প্রবলতর হইল। ইংলণ্ডের বিরোধীদল সমূহের সমর্থক জনসাধারণ রক্ষণশীল মন্ত্রীসভার কার্যের তীব্র প্রতিবাদ শুরু করিল। প্রধান মন্ত্রীর বিরুদ্ধে সর্বত্র বিক্ষোভ সৃষ্টি হইল।

ঠিক এমনই সময়ে নাটাল অধিবাসী মিঃ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (পরবর্তী কালে মহাত্মা গান্ধী) যিনি নাটালে ব্যারিস্টারী করিতেছিলেন এবং যথেষ্ট মান

সম্মানের অধিকারী হইযাছিলেন, এক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করিয়া ব্রিটিশের মান ইজ্জত বক্ষাব জন্য বণক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। ইহাতে বুয়র সেনাপতি জেনারেল বোথা এবং অন্যান্য বুয়র সেনাপতিগণ ব্যথিত হইলেন, ক্ষুব্ধ হইলেন।

এই সংবাদ পাইয়া পণ্ডিত শ্যামাজী ক্ষিপ্ত প্রায হইয়া উঠিলেন, যে জাতি অন্যায় ভাবে ভাবতবর্ষ অধিকাব কবিয়া নির্বিচাব শাসন ও নির্লজ্জ শোষণে ভাবতবর্ষকে নিঃস্ব কবিয়াছে, ধ্বংসেব পথে টানিযা আনিয়াছে, আজ যখন ক্ষুদ্র একটা জাতিকে পদানত কবার জন্য সেই ব্রিটিশ বদ্ধপবিকব হইযাছে, সেই সময়ে ব্রিটিশেব সাহায্যে গান্ধীজী যে কার্যে ব্রতী হইয়াছেন তাহা যে সম্পূর্ণ অবিবেচনাপ্রসূত ও ন্যাযধর্ম বিবর্জিত তাহা ঘোষণা কবিতে শ্যামাজী দ্বিধা কবিলেন না। প্রকৃত পক্ষে এই সময হইতেই শ্যামাজী উগ্র হইতে উগ্রতব জাতীযতাবাদীতে পবিণত হইলেন।

আমেবিকায় আইবিশ প্রজাতন্ত্রীদলের মুখপত্র "গেইলিক আমেবিকান" মন্তব্য কবিলেন, "নাটালেব ভাবতীয়গণেব আচবণ এতটা নিন্দার্হ যে তাহা ভাষায প্রকাশ কবা চলে না। তাঁহাবা তাঁহাদেব উপব অত্যাচাবকারী ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে বুয়ব যুদ্ধকালে যে সাহায্য কবিযাছে, তাহাতে ভারতীয়দেব অসম্মান গভীবতব হইযাছে।"

হার্বার্ট স্পেনসার লেক্‌চারশীপ

শ্যামাজী অধ্যাপক হার্বার্ট স্পেনসাবেব কৃষ্ট ও স্বাধীন চিন্তাধাবাব সবিশেষ অনুবক্ত ছিলেন। এজন্যই ১৯০৩ সালেব ১৪ই ডিসেম্বব "গোলডার্স গ্রীন" (Golders Green) সমাধি ক্ষেত্রে সমাধিস্থ কবাব অনুষ্ঠানে শ্যামাজী উপস্থিত থাকিয়া এক যথোপযোগী ভাষণে ঘোষণা করেন যে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালযেব চ্যান্সেলারকে একটি পত্রে জানাইয়াছেন যে স্পেনসার—লেক্‌চারশিপ প্রবর্তনেব জন্য তিনি ১০০০ পাউণ্ড দান কবিবেন।

তিনি স্পেনসারেব মতবাদেব সঙ্গে শ্রীমদ্‌ভাগবত গীতা এবং হিন্দুশাস্ত্রের মূলনীতিগুলিব তুলনামূলক আলোচনা-পুস্তক প্রণয়নের জন্যও বিশেষ আগ্রহান্বিত হইলেন।

১৯০৪ সালের খৃস্টমাস সপ্তাহে বোম্বাইতে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনেল কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে এবং লণ্ডন হইতে স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণ উহাতে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য যাত্রা করিতেছেন জানিয়া শ্যামাজী তাঁহাকে ৮ই ডিসেম্বর, স্পেনসারের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এক পত্রে জানাইলেন, স্যার উইলিয়াম যেন

কংগ্রেসের অধিবেশনকালে শ্যামাজীর একটি বিজ্ঞপ্তি পাঠ করেন। উহাতে ছিল, তিনি ভারতবর্ষে ভারতীয় গ্র্যাজুয়েটগণকে ছয়টি ফেলোশীপ প্রদান করিবেন। ১৯০৫, ১৯০৬ ও ১৯০৭ সালের প্রতি বৎসর ২০০০৲ টাকা হিসাবে দুইটি ফেলোশীপ দিবেন এবং এই সকল হার্বার্ট স্পেনসার ট্র্যাভেলিং ফেলোশীপ নামে আখ্যাত হইবে। এই ৬টী ব্যতীত আরও একটি ২০০০৲ টাকার ফেলোশীপ স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর স্মৃতিতে প্রদত্ত হইবে। উক্ত ফেলোশীপ প্রাপ্ত যুবকগণ ইংলণ্ডে তাঁহাদের শিক্ষা সমাপ্ত করিবেন কিন্তু একটি প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে যে, তাঁহারা শিক্ষা সমাপনান্তে গভর্ণমেণ্টের কোনো চাক্রী গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে হার্বার্ট স্পেনসারের ব্যক্তি স্বাধীনতার সমর্থক নির্ভীক মতাবলী এবং ইংরাজ যে বিভিন্ন দেশ ও রাজ্য পশুবলে পদানত রাখিয়া শাসন ও লুণ্ঠন চালাইতেছে তজ্জন্য স্পেনসারের কঠোর সমালোচনা সকল হইতে শ্যামাজী কয়েকটি ছত্রও উদ্ধৃত করিয়া গভর্ণমেণ্টের চাকরী গ্রহণ করিবার বিরুদ্ধে তাঁহার সর্ত সমর্থন করিলেন। তিনি ঐ পত্রে লিখিলেন, "মনীষী স্পেনসারের স্মৃতি রক্ষা করা প্রত্যেক ভারতবাসীর কর্তব্য।"

কিন্তু স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণ কংগ্রেসে উক্ত বিজ্ঞপ্তি পাঠ করিলেন না। তৎকালের কংগ্রেস সম্মেলনে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে আক্রমণ করা, নিন্দা করা কংগ্রেসীগণের পক্ষে অসম্ভব ছিল। সুতরাং ওয়েডারবার্ণ লণ্ডনে প্রত্যাবর্তন করিয়া শ্যামাজীকে এক পত্রে জানাইলেন যে তাঁহার (শ্যামাজীর) বিজ্ঞপ্তি তিনি কংগ্রেসে পাঠ করেন নাই, তাহা করা যে অত্যন্ত অশোভন ও অন্যায় কার্য হইত, তাহাও উল্লেখ করিলেন।

শ্যামাজী পূর্ব হইতেই সন্দিগ্ধ ছিলেন সেজন্য ভারতের বিভিন্ন সংবাদ পত্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহে বিজ্ঞপ্তির অনুলিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন।

রাজনীতিতে প্রকাশ্যে যোগদান

এই সময়ে লর্ড কার্জনের স্বেচ্ছাচারমূলক শাসনে উদ্ভূত দারুণ বিক্ষোভ ভারতের নানাদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। শ্যামাজীর হৃদয়ে প্রথমেই জাগ্রত হইল, তাঁহার রাজনৈতিক গুরু স্যার হার্বার্ট স্পেনসারের বাণী, **"Resistance to aggression is not simply Justifiable but imperative. Non-resistance hurts both altruism and egoism."**

সুতরাং শ্যামাজী আত্মরক্ষামূলক সংগ্রাম চালাইতে স্থিরসংকল্প হইলেন।

১৯০৫ সালের জানুয়ারী মাসেই শ্যামাজী "দি ইণ্ডিয়ান সোশিওলজিস্ট

নামীয় মাসিক ইংরাজী পত্রিকা প্রকাশ করিলেন। পত্রিকার উপরে ছিল "An organ of Freedom and of Political, Social and Relig ous R eform স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারের মুখপত্র।

পত্রিকাখানি বিদ্বজ্জনমণ্ডলী কর্তৃক আদৃত ও প্রশংসিত হইল। সম্পাদক পণ্ডিত শ্যামাজীও চতুর্দিক হইতে বিশেষভাবে অভিনন্দিত হইলেন।

১৯০৫ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী পণ্ডিত শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মার আহ্বানে ২০ জন ভারতীয় তাঁহার লণ্ডন হাইগেট অঞ্চলে ক্রীত নূতন ভবনে "ইণ্ডিয়ান হোমরুল সোসাইটী"র প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে সমবেত হইলেন। সোসাইটীর উদ্দেশ্য :—

(ক) ভারতে হোমরুল প্রবর্তন।

(খ) উক্ত উদ্দেশ্য সফল করার জন্য গ্রেট ব্রিটেনে সর্বপ্রকার কার্যকরী পন্থা অবলম্বন।

(গ) ভারতের জনসাধারণের মধ্যে স্বাধীনতা এবং জাতীয় ঐক্যের সুফল সম্পর্কে জ্ঞান বিস্তার।

উক্ত সোসাইটীর সভাপতি হইলেন পণ্ডিত শ্যামাজী স্বয়ং, শ্রীসর্দার সিং রাওজী রাণা, বি, এ, বার-এট্-ল, মিঃ জে, এম, পারিখ, মিঃ গডরেজ, ডক্টর আবদুল্লা সরওয়ার্দি প্রভৃতি সহ সভাপতি হইলেন। মিঃ জে, সি, মুখার্জী অনারারী সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হইলেন।

এই সোসাইটির প্রধান লক্ষ্য হইল :—"দেশবাসীর জন্য দেশবাসী কর্তৃক, দেশবাসীর সরকার প্রতিষ্ঠা করা।"

মাসের পর মাস "ইণ্ডিয়ান সোশিওলজিস্ট" পত্রিকায় শ্যামাজী কয়েকটি চাঞ্চল্যকর প্রবন্ধ, আলোচনা ও ব্রিটিশ বিরোধী মন্তব্য প্রকাশ করিয়া শীঘ্রই ভারতীয় এবং ইউরোপীয়গণের মধ্যে ঐ পত্রিকা পাঠের আগ্রহ সৃষ্টি করিলেন।

ইণ্ডিয়া হাউসের উদ্বোধন

"ইণ্ডিয়ান সোশিওলজিস্ট" পত্রিকার ৫ম সংখ্যায় (মে ১৯০৫) পাঠকগণ অবগত হইলেন যে, শীঘ্রই লণ্ডনের হাইগেট অঞ্চলে, একটি মনোরম উদ্যান-সংলগ্ন ভবনে ভারতীয় ফেলোশীপহোল্ডার এবং ছাত্রগণের আহারবিহার, খেলা, আমোদ প্রমোদ ও মেলামেশার জন্য একটি বোর্ডিং হাউসের উদ্বোধন করা হইবে।

১১৯০৫ সালের ১লা জুলাই ইংরাজ ও ভারতীয় নরনারীর সম্মেলনে ব্রিটিশ সমাজতন্ত্রী (British Social Democratic Federation) দলের মিঃ হাইণ্ডম্যান একটি মনোজ্ঞ ভাষণের পর "ইণ্ডিয়া হাউসের" উদ্বোধন করেন।

এই সম্মেলনে ব্রিটিশ পজিটিভিস্ট সোসাইটির মিঃ স্থইনী, "জাষ্টিশ" পত্রের সম্পাদক মিঃ কুয়েল্‌স, আইরিশ রিপাব্‌লিকান এবং সাফরেজিস্ট দলের অন্যতমা নায়িকা ম্যাডাম ডেসপার্ড, ভারতীয় কংগ্রেস নায়ক মিঃ দাদাভাই নৌরজী, লালা লাজপত রায়, ম্যাডাম ভিকাজী কামা, লালা হংসরাজ, মিঃ দোস্ত মহম্মদ এবং বহু ভারতীয় ছাত্র ও ফেলোশীপ হোল্‌ডার উপস্থিত ছিলেন।

বেনারস কংগ্রেস

১৯০৫ সালের ডিসেম্বরের শেষ ভাগে বেনারসে ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হইবে, কে তাহাতে সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন, ইহা লইয়া এক আন্দোলনের সৃষ্টি হইল। নব ভাবে উদ্বুদ্ধ নবীন দল বলিলেন বালগঙ্গাধর তিলকই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি। এই দলে ছিলেন বাংলার বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীঅরবিন্দ, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক, পাঞ্জাবের লালা লাজপত রায়, মধ্যপ্রদেশের খাপার্দে। কিন্তু ব্রিটিশভক্ত বোম্বাইয়ের মেহতা, ওয়াচা প্রভৃতি এবং কলিকাতার সুরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ প্রমুখ "মডারেট" (Moderates) গণ গোপাল কৃষ্ণ গোখলেকে সভাপতির পদে বরণ করার জন্য অধীর হইলেন। যাঁহারা পূর্ব বৎসরে ভারত গভর্ণমেণ্টের এক পেন্সনভোগী ইংরাজ—স্যার হেনরী কটনকে কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট করিয়াছিলেন, তাঁহারা এবারও কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া গোখ্‌লেকেই নির্বাচিত করিলেন।

শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা তাঁহার "ইণ্ডিয়ান" সোশিওলজিস্ট" পত্রিকার নভেম্বর সংখ্যায় গোখ্‌লে এবং তিলকের একটি তুলনামূলক আলোচনা প্রকাশ করিলেন, তাহা ছিল এইরূপ :—

১৮৯৭ সালে বোম্বাই ও পুনাতে প্লেগের মহামারী উপস্থিত হইলে Segregation (রোগীগণকে সম্পূর্ণ পৃথক করা) করার নামে গভর্ণমেণ্ট কর্মচারীগণ যে অত্যাচার করিতেছিল তাহার প্রতিবাদে লেখনী চালনা করিয়া গোখ্‌লে এবং তিলক উভয়েই রাজপুরুষগণের কোপানলে পতিত হন।

(১) গোখ্‌লে ১৮৯৭ সালের আগস্ট মাসে গভর্ণমেণ্টের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া মুক্তি পাইলেন, কিন্তু তিলক ক্ষমা প্রার্থনা না করিয়া ১৮ মাস কারাদণ্ড লাভ করিলেন।

(২) গোখ্‌লে কিছুদিন পরেই গভর্ণমেণ্টের সম্মতি লইয়া বোম্বাই লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হইলেন। তাহাতে প্রতি সেসনে ১০০০ টাকা পাইবার অধিকারী হইলেন। কিন্তু তিলক, পূর্ব হইতেই

কাউন্সিলের সদস্য থাকিলেও মামলার সময়েই গভর্ণমেন্টের স্বেচ্ছাতন্ত্র মূলক বিধানে অনুপযুক্ত বলিয়া পদচ্যুত হইলেন।

(৩) গোখ্‌লে একই সময়ে ভাইস্‌রয়ের কাউন্সিলের সদস্য নিযুক্ত হইলেন এবং প্রতি সেসনে ৫০০০ টাকা পাইবার অধিকারী হইলেন। কিন্তু তিলককে গভর্ণমেন্ট মামলায় জড়িত করিয়া এক দীর্ঘকালব্যাপী বিচারে ক্ষতিগ্রস্ত করিলেন।

(৪) গভর্ণমেন্ট গোখলেকে সি, আই, ই, উপাধিতে ভূষিত করিলেন। কিন্তু তিলককে দ্বিতীয়বার অভিযুক্ত করিয়া ১৮ মাস কারাদণ্ড দান করিলেন। পরে তাহা ছয়মাস কারাদণ্ড ও ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ডে পরিণত হইয়াছিল।

(৫) যদিও গোখ্‌লে এই সময়ে ভাইস্‌রয়ের কাউন্সিলের সদস্য ভাবে প্রাপ্য "সম্মানী" (Honorarium) রীতিমতই পাইতেছিলেন, তিলক কিন্তু গভর্ণমেন্টের কর্মচারীগণের সাজান মামলায় দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের আপীলে সসম্মানে অব্যাহতি পাইয়াও মিথ্যা মামলায় অভিযুক্ত করার দরুণ কোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ পাইলেন না।

শ্যামাজী মন্তব্য করিলেন—

"লক্ষ্য করুন, কি ভাবে একজন পেসাদারী রাজনৈতিক উন্নতিলাভ করেন এবং একজন আত্মত্যাগী, মস্তক অবনত করিতে অনিচ্ছুক দেশভক্ত একটা বিরুদ্ধবাদী বিদেশী শাসকের হস্তে লাঞ্ছনা ভোগ করেন।"

শ্যামাজী গোখ্‌লের "সার্ভেন্ট্‌স অব ইণ্ডিয়া সোসাইটী"র মেমোরেণ্ডাম হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলেন গোখ্‌লের দাসসুলভ মনোবৃত্তির নিদর্শন: "The Society frankly accepts the Birtish connection as ordained in the inscrutable dispensation of Providence for India's good" তাই এইরূপ ব্যক্তিকে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট করাতে শ্যামাজী সমালোচনা ও নিন্দা করিলেন।

সুরেন্দ্রনাথের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ

বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্স ভঙ্গ করা ও দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য শ্যামাজী ১৯০৬ সালের ৪ঠা মে "ইণ্ডিয়া হাউসের" সভাগৃহে এক প্রতিনিধিমূলক সভার অনুষ্ঠান করেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের গণ্যমান্য লোকনায়ক বিঠলভাই প্যাটেল, ভাই পরমানন্দ এবং লণ্ডন, অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ ও অন্যান্য সহরের জাতীয়তাবাদী ভারতীয়গণ উক্ত সভায় যোগদান করেন।

সভাপতি শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা বরিশালে অনুষ্ঠিত অত্যাচার অনাচার ও সুরেন্দ্রনাথের গ্রেপ্তার এবং তথাকথিত বিচার ও দণ্ডদানের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। "ইণ্ডিয়ান হোমরুল সোসাইটীর" কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য মিঃ এন, আর, ধর্মবীর সুরেন্দ্রনাথের নামের সঙ্গে বালগঙ্গাধর তিলকের নামটীও সংযুক্ত করিয়া উভয়ের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিরলস কর্মোদ্যম ও বীরত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করার জন্য উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

অতঃপর সর্ববাদী সম্মতিক্রমে প্রতিবাদ প্রস্তাব গৃহীত হইল।

স্বাধীন ভারতের সংবিধান কিরূপ হওয়া কর্তব্য?

"ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলে তাহার সংবিধান কিরূপ হওয়া কর্তব্য"—এই বিষয়ে একটা প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার জন্য ১৯০৭ সালের প্রথম ভাগেই পণ্ডিত শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা ১০০০৲ টাকার একটি পুরস্কার ঘোষণা করিলেন। এ সম্পর্কে কিছু কানাঘুষা আমরা সে সময়ে কলিকাতায় শুনিয়াছিলাম। পরবর্তী কালে, ১৯১০ সালের শেষ ভাগে, লণ্ডনে বিপিনচন্দ্র পালের বাড়িতে একদিন সান্ধ্য-ভোজে বসিয়া—আমার সহযাত্রী বন্ধু ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী পাল মহাশয়কে প্রশ্ন করিলে তিনি বলেন, "মাত্র ৮।১০ খানা প্রবন্ধ আসিয়াছিল বলিয়া শুনিয়াছিলাম। তন্মধ্যে স্যার আগা খাঁ (পরে এইচ, এইচ) একখানা প্রবন্ধে ভারত স্বাধীনতা-লাভ করার সম্পূর্ণ অনুপযোগী কারণ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ তথায় প্রবল এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়টি মাদ্রাজের এডভোকেট তেজস্বী সত্যমূর্তির, তৃতীয়খানা "ঢাকাপ্রকাশ" পত্রের সম্পাদক দেশপ্রেমিক মুকুন্দলাল চক্রবর্তীর এবং চতুর্থ খানা ছিল কলিকাতার অধ্যাপক বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের। বাকীগুলি কাহার ছিল তাহা আমার জানা নাই।"

শেষোক্ত তিনখানা প্রবন্ধেই চরমপন্থী বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল। লেখকগণ স্বাধীনতা অর্থে সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন পূর্ণ স্বাধীনতা পাইলে কিরূপ সংবিধান হওয়া বিধেয় তাহাই বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন।

শ্যামাজীর নির্বাচিত পরীক্ষকমণ্ডলীতে ছিলেন তিনি স্বয়ং, শ্রীসর্দার সিং রানা, শ্রীগডরেজ, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং আরও আটজন। সেই মণ্ডলী প্রবন্ধের সংখ্যাল্পতা লক্ষ্য করিয়া পুনরায় সমগ্র ভারতে প্রবন্ধ সম্পর্কে বিশেষ ভাবে বিজ্ঞাপিত করিবেন বলিয়া পুরস্কার ঘোষণা স্থগিত রাখিলেন।

কিন্তু আমরা যতটুকু অবগত আছি, তাহাতে বলিতে পারি, উক্ত প্রবন্ধ সম্পর্কে পরবর্তী সময়ে আর কোন বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয় নাই।

লালা লাজপত রায় ও অজিত সিং-এর নির্বাসন

১৯০৭ সালের মে মাসে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ইংলণ্ড ও ভারতে, বিরাট সমারোহের সহিত "সিপাহী বিদ্রোহের" হীরক জয়ন্তী উৎসবের অনুষ্ঠান করিবেন, এতদুপলক্ষে "দিল্লীর কাশ্মির গেইটের উপর আক্রমণ" শীর্ষক একটি নাট্যাভিনয় হইবে, তাহাতে নানা সাহেব, বাহাদুরশাহ প্রভৃতি স্বাধীনতা সংগ্রামীগণকে বিদ্রূপাত্মক ভূমিকায় দেখাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে, এ সকল সংবাদ বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়া শ্যামাজী ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। শ্রীসাভারকর এই উৎসবের বিপক্ষে "ইণ্ডিয়া হাউসে" ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের হীরক জয়ন্তী উৎসব সম্পন্ন করার জন্য যে ব্যবস্থার উদ্যোগ করিয়াছিলেন তাহাতে মাতিয়া উঠিলেন ভারতীয় ছাত্র, তরুণ এবং স্বাধীনতাকামী বিপ্লবীগণ। বিবিধ প্রবন্ধে তিনি সিপাহীযুদ্ধে অনুষ্ঠিত ব্রিটিশের কলুষিত কাহিনী প্রকাশ করিলেন। মনীষী হার্বার্ট স্পেনসার বিবৃত দুষ্কাযাবলী, আইরিশ ন্যাশনেল কনফেডারেশন এর ভাইস প্রেসিডেণ্ট মিঃ হিউ ও'ডোনেল-এর ইতিহাস-খ্যাত বিস্ফোরক পত্র "A Tripple Reparation", ডক্টর রিচার্ড কন্‌গ্রিভ লিখিত ১৮৫৯ সালের "প্লেকার্ড" পুস্তিকারূপে প্রকাশ করিলেন।

পণ্ডিত শ্যামাজী ও'ডোনেল বিবৃত লর্ড রবার্টসের নিম্নোক্ত মন্তব্যটির দিকে পাঠকগণের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন :—

"The most enlightened Englishmen, even soldiers like Field Marsnal Lord Roberts, are now united in recognising the terrible nature of the outrage offered to the gallant Indian Army, when scores of thousands of honourable men both Hindus and Mussalmans, were forced to choose between religious pollution worse than death and obedience to a Government that had broken the most solemn pledges of impartial justice and religious toleration. · "

"ভারতীয় বীর-সৈনিকগণের উপর যে কি ভয়ানক নির্যাতন হইয়াছিল সে সম্বন্ধে উচ্চশিক্ষিত ইংরাজগণ এমন কি ফিল্ড মার্শাল লর্ড রবার্টস্‌-এর মত সেনানায়কগণ পর্যন্ত একমত হইয়াছেন ; যে সরকার ধর্ম সম্পর্কে সহিষ্ণু থাকার পবিত্র প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছিল, সেই সরকারের নিকট বশ্যতা অথবা মৃত্যু অপেক্ষাও হেয় ধর্মের কলুষতা, এই দুইটির মধ্যে একটি বাছিয়া লইতে সহস্র সহস্র সম্ভ্রান্ত হিন্দু এবং মুসলমান বাধ্য হইয়াছিলেন।"

১০ই মে লর্ড মিণ্টোর সাম্রাজ্যদর্পে লালা লাজপত রায় এবং অজিত সিং নির্বাসিত হইয়াছেন এই সংবাদ লণ্ডনে পৌছিলে শ্যামাজীর ধৈর্য সম্পূর্ণ তিরোহিত হইল। তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। লাজপত রায় ছিলেন তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু, তাঁহার প্রতি শ্যামাজীব অসীম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল।

পরদিন, ১১ই মে প্যারিসে ম্যাডাম ভিকাজী কামা, শ্রী রাণা এবং গডরেজ প্রভৃতি ভারতীয়গণের উদ্যোগে আহূত এক সভায় এই নির্বাসনের তীব্র প্রতিবাদ করা হইল। ম্যাডাম কামার লিখিত একটি আবেদন উক্ত সভায় এবং লণ্ডনে "ইণ্ডিয়া হাউসে"ব জনসভায় পড়া হয়। "ইণ্ডিয়ান সোশিওলজিস্ট" পত্রিকার জুন সংখ্যায় তাহা প্রকাশিত হইয়াছিল।

এই সময়ে লণ্ডনের "টাইমস" পত্রিকায় শ্যামাজীর বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে বহু পত্রিকা, সাপ্তাহিক এবং দৈনিকে ইহার প্রতিধ্বনি আবম্ভ হইল। শ্যামাজী উপলব্ধি কবিলেন লণ্ডনে আর নিরুপদ্রবে বাস করা চলিবে না। অন্যদিকে প্যারিস হইতে শ্রীবাণা ও ম্যাডাম তাঁহাকে প্যারিসে চলিয়া যাইবাব জন্য পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিতেছিলেন। শ্যামাজী প্রথমতঃ একা এবং পরে তাঁহার পত্নী ভানুমতী কৃষ্ণবর্মাও চিরকালের জন্য লণ্ডন ত্যাগ করিলেন।

প্যারিসে শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা

১৯০৭ সালের জুন মাসেই প্যারিসে এক বিপ্লবী কেন্দ্র গড়িয়া উঠিল। বিপ্লবী দলের মাতৃদেবী স্নেহশীলা ম্যাডাম ভিকাজী কামা, কৃষ্ণবর্মা ভারত-বিপ্লবের জন্য এক কর্মপরিষদ গড়িয়া তুলিলেন।

সুরাটে কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া যাওযায় তিনি হর্ষোৎফুল্ল হইলেন, ভাবিলেন সমগ্র ভারত এবার চরমপন্থী হইবে, ধীরপন্থীগণ তাঁহাদের ব্যবসাদারী রাজনীতিক খেলায় দেশবাসীকে আর বিপথে চালিত করিতে সক্ষম হইবে না।

সহসা এক অপ্রত্যাশিত ঘটনায় সমগ্র সভ্যজগতের মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইল। বিহারের মজঃফরপুরে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী বোমা বর্ষণ করিয়া বৈপ্লবিক দলের চরম পন্থা বিজ্ঞাপিত করিলেন। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে এই স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ পৃথিবীর সর্ব দেশেব হৃতসর্বস্ব পরপদদলিত, নিগৃহীত অধিবাসীকে উৎসাহিত করিল।

পণ্ডিত শ্যামাজী কিছুকাল পূর্বেই হত্যাকাণ্ডের নায়কগণের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ উপলক্ষে আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ সাংবাদিক মিঃ লেরয় স্কট (Leroy Scott) লিখিত "Terrorist" শীর্ষক প্রবন্ধ উদ্ধৃত করেন। এই প্রবন্ধ "Everyman's

Magazine" এ প্রকাশিত হইয়াছিল। মিঃ স্কট রাশিয়া ভ্রমণকালে জনৈক তরুণ রাসায়নিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

উক্ত রাসায়নিক মিঃ স্কটের প্রশ্নের উত্তরে বলেন :—

"আমি কেন সন্ত্রাসবাদী (terrorist), কেনই বা আমি সন্ত্রাসবাদ ন্যায়সঙ্গত মনে করি, নিশ্চয়ই আপনার পক্ষে ইহা উপলব্ধি করা শক্ত। আপনার দেশে সন্ত্রাস-বাদের কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। আমাদের দেশে ইহাই শেষ অবলম্বন।

"আপনি ত জানেন, কত বৎসর ধরিয়া, কত পুরুষ ধরিয়া, আমরা আমাদের গভর্ণমেণ্টের নিকটে কিছুটা স্বাধীনতা ভিক্ষা করিতেছি। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট আমাদিগকে কিছুই দেন নাই। জারের সংবিধান এক খণ্ড ব্যবহৃত কাগজ মাত্র, তাহাতে "ডুমা" (Duma) আছে। কিন্তু "জার" ইহার সম্মান রক্ষা করেন না·· রাজনৈতিক অন্যায়ের জন্য আমরা জাতি হিসাবে দুর্ভোগ ভুগিতেছি। রাজনৈতিক অন্যায়ের জন্য আমরা ব্যক্তিগত ভাবেও ভুগিতেছি, প্রতিকার নাই কিছুই; যদি আমরা বাক্য দ্বারা প্রতিবাদ করার চেষ্টা করি—তবে কারাদণ্ড এবং সাইবেরিয়ায় নির্বাসন দণ্ড লাভ করি!

"আপনি জানেন, প্রকাশ্য বিপ্লব দ্বারা প্রতিবাদ করা কিরূপ দুঃসাধ্য কার্য। আপনি জানেন, কিভাবে গুপ্তচরগণ আমাদিগকে পাহারা দেয়, কি ভাবে আমাদের নায়কগণ ফাঁসীতে প্রাণ দেয়, কি ভাবে তাঁহারা নির্বাসিত হন, কি ভাবে আমাদের বাড়ি পুনঃ পুনঃ তল্লাসী হয় অস্ত্রশস্ত্রের জন্য। আমাদের উৎসাহ উদ্যম প্রকাশের প্রত্যেকটি স্বাভাবিক পথ রুদ্ধ·।

"আমরা আমাদের শেষ অবলম্বন সন্ত্রাসবাদে তাড়িত হইয়াছি এবং ঐ সন্ত্রাসবাদ আমরা সৃষ্টি করি নাই! গভর্ণমেণ্টই ইহা সৃষ্টি করিয়াছেন, সবলে আমাদের উপরে ঠেলিয়া দিয়াছেন।

"আমরা এক অসীম সংগ্রামের মধ্যে পড়িয়াছি। আমি সংগ্রাম ঘৃণা করি, আমি হত্যা করিতে কম্পিত হই। কিন্তু আপনি স্বীকার করিবেন যে স্বাধীনতার জন্য প্রকাশ্য যুদ্ধে হত্যা ন্যায়সঙ্গত। এখন এক মুহূর্ত চিন্তা করুন আমাদের অবস্থাটা··। আপনি কি দেখিতে পান একদিকে নীতিশাস্ত্রমতে যুদ্ধক্ষেত্রে একজন সেনাধ্যক্ষ যখন সশস্ত্র সেনাবাহিনীর উপরে আক্রমণ চালাইবার আদেশ দেন তখন কেন হত্যা করা ন্যায়সঙ্গত; কিন্তু অপর দিকে কেন তাহারই অফিসের একজন অফিসার যিনি আত্মরক্ষায় অসমর্থ নরনারীর যথেচ্ছ নিধনের অধিকার এবং আদেশ দেন তাঁহাকে হত্যা করা অন্যায়? আপনি কি বুঝিতে পারেন কেন শেষোক্ত কাজ অপেক্ষাকৃত মন্দ?

"সম্ভবতঃ আপনি বিবেচনা করেন আমাদের একদল যদি প্রকাশ্যভাবে এক-দল সৈন্যকে আক্রমণ করে তবে তাহা হইবে নীতিশাস্ত্রসম্মত। ধরুন, আমরা যদি এরূপ করিতাম, শত শত সহস্র সহস্র সৈন্যকে হত্যা করিতাম. তাতেই কি লাভ হইত ..? সৈনিকরা কারা? চাষী মাত্র। আরও অযুত অযুত সৈনিক আছে। কিন্তু একটি গ্র্যাণ্ডডিউক সারজিয়াস (Sergius) কে, একজন মন্ত্রী প্লেভে (Plehve) কে নিপাত করিলে যে ফল হইবে—শত সহস্র মৃত সৈনিক গভর্ণমেণ্টকে তেমনি কম্পমান করিতে সক্ষম হইবে না। সৈনিকগণ আমাদের ভাই...তারা হাতিয়ার মাত্র। আমরা অপরাধীকেই নিপাত করি, সহস্রের পরিবর্তে একজনকে হত্যা করি। ইহা কি অধিক কার্যকরী নয়, অধিক ন্যায়সঙ্গত নয়?"

এখানে বলা নিস্প্রয়োজন যে আমেরিকাবাসী এবং ইংরাজগণও রাশিয়ার বিপ্লবীগণ সম্পর্কে এই যুক্তি হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা আরও বহু দৃষ্টান্ত দিয়া দেশবাসী এবং দেশের শাসকবর্গকে সতর্ক করিলেন যে দেশ-সেবকগণ হতাশ ও নৈরাশ্যবাদী হওয়ার পূর্বে চরমপন্থা অবলম্বনের জন্য দৃঢ়চিত্ত হইতেছেন। তিনি একটি অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া বলিলেন—

Did not Mazzini send Banderie brothers with bombs to awaken Italian people to heroism and courage during the Period of its deepest doom and despair ?

মজঃফরপুর ঘটনার পরে কয়েকমাস ধরিয়া শ্যামাজী রাশিয়ার বিপ্লবীগণ সম্পর্কে আমেরিকার সাংবাদিক এবং টুরিস্টগণের অভিমত প্রকাশ করিতেছিলেন। এই সময়ে আইরিশ সিনফিনগণের কর্ম পদ্ধতি তিনি গ্রহণ করিলেন!

ভারতবর্ষের নানা দিকে বৈপ্লবিক কার্যাবলী সঙ্ঘটিত হইতেছে তাহা লক্ষ্য করিয়া শ্যামাজী ১৯০৮ সালের সেপ্টেম্বর সংখ্যা "ইণ্ডিয়ান সোশিওলজিস্ট" পত্রে এক নির্ভীক প্রবন্ধ প্রকাশ করিলেন। প্রবন্ধের শিরোনামা ছিল, "The Ethics of Dynamite and British Despotism in India"

তিনি উক্ত প্রবন্ধে বলিলেন, "যদি ব্রিটিশ শাসক এবং তাহাদের সেনাদল ভারতবাসীর স্বাধীনতা এবং তাঁহাদের জাতীয় সম্পদ বলপ্রয়োগে হরণ করিয়া কোটী কোটী দেশবাসীকে গত ১৫০ বৎসরের শাসনে মৃত্যুর মুখে পৌছাইয়া দিতে পারিয়া থাকে তবে কি দেশবাসী নীতিশাস্ত্রানুমোদিত কারণেই আত্ম-রক্ষার জন্য শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করিতে যে কোনো পন্থা অবলম্বনে অধিকারী নয়? অধিকারী কেন, তাঁহাদের পক্ষে অবশ্যকর্তব্য নহে কি?"

"ব্রিটিশ দণ্ডবিধি যে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি ও ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য হত্যা করার অধিকাব পর্যন্ত স্বীকাব কবিয়াছে, অতএব ভারতবাসীগণ ইংরাজ শাসকবর্গের প্রতিনিধিগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিতে সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত-ভাবেই অধিকারী।"

শ্যামাজী তাঁহার পূর্ব অভিমত,—শত্রুকে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (Passive resistance) দ্বারা বিধ্বস্ত করা বিস্মৃত হইয়া নিজে অগ্নিমন্ত্রের উপাসক হইয়া উঠিলেন।

শ্যামাজী আবার লিখিলেন "একজন সুপরিচিত আইরিশ জাতীয়তাবাদী বলেন যে, তাহারা তাঁহাদেব উদ্দেশ্য সফল করার জন্য রুচিবাগীশ (fastidious) হইতে পারেন না, তাঁহাবা বলিতে পাবেন না তোমরা কেবল ডিনামাইট, অথবা ছুরি কিম্বা বন্দুক বা পার্লিয়ামেণ্টাবী আন্দোলনই কবিবে। যদি কোনো ভারত-বাসী সুযোগ মত সকল এবং প্রত্যেক পন্থাই অবলম্বন না করেন তবে তাঁহারা তাহাকে খাঁটি দেশভক্ত মনে করিতে পারেন না।"

তিনি "গেইলিক আমেরিকা" পত্রের অভিমতেব সঙ্গে নিজের সমর্থন জানাইয়া লিখিয়াছেন, "যেহেতু শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত সকলেই রাজনৈতিক অধিকার বিবর্জিত কিন্তু তাঁহাদের অন্তরে বৈদেশিক দুঃশাসনের লৌহশলাকা প্রবেশ করিয়াছে, তাঁহাদের পক্ষে বর্তমান শক্তিমানের সহিত সংগ্রামে দুর্বলের হস্তে উপনীত বিজ্ঞানসম্মত উপাদান সমূহ কার্যে প্রয়োগ ব্যতীত অন্য উপায় নাই।"

ব্রিটিশ সংবাদপত্রগুলি হিন্দু বিপ্লবীগণ কর্তৃক রক্তপাতের উপর তুমুল আন্দোলন আবম্ভ করিলে উক্ত পত্রিকা মন্তব্য করিল "কিন্তু যখন রাশিয়ার জনসাধারণ তাঁহাদের উপর নির্যাতনকারী স্বেচ্ছাতন্ত্রীগণের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানসম্মত পন্থা অবলম্বন করিতেছিলেন তখন ব্রিটিশ জনগণ শুধু যে সম্পূর্ণ পৃথক সঙ্গীত গাহিতেছিলেন, তাহা নহে, তাহারা কার্যতঃ ইংলণ্ড হইতে রাশিয়ার বিপ্লবী-গণকে সাহায্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রসমূহের মধ্যে এলাহাবাদের "পাইয়োনিয়ার" রাশিয়ার বিপ্লবীগণকে উৎসাহ দান ব্যাপারে সবিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। ১৯০৬ সালের ২৮শে আগস্ট তারিখের সংখ্যায় উক্ত পত্রিকার সম্পাদক প্রকাশ করেন যে, এই সকল পাপকার্যের বর্ণনা ভাষায় প্রকাশ করা চলে না, কিন্তু ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে এই সকল পন্থাই স্বেচ্ছাতন্ত্রী দুঃশাসকগণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইবার অবশিষ্ট একমাত্র পন্থা। অনায়াসে বিরাট সেনাবাহিনী সজ্জিত করিতে সক্ষম শক্তিশালী গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রহীন জনগণের দণ্ডায়মান হওয়ার অন্য কোনো পন্থা

নাই। যখন জার "ডুমা" ভাঙ্গিয়া দিলেন তখন বিনা রক্তপাতে অর্জিত সংস্কার লাভের আশাও ধ্বংস করিলেন। বোমার বিরুদ্ধে তাঁহার সৈন্যবাহিনী শক্তিহীন, এজন্যই তিনি তাঁহার পূর্বপুরুষের মত শুধু তরবারী দ্বারা শাসন কার্য চালাইতে অক্ষম।"

বাঙ্গালী বিপ্লবীর স্মৃতিরক্ষা

১৯০৯ সালে পণ্ডিত শ্যামাজী, ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল্ল চাকী, কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু, এই চারিজন যুগান্তকারী বিপ্লবী শহীদের পুণ্য স্মৃতিতে চারিটী বৃত্তি ঘোষণা করিলেন। বৃত্তিগুলি তাঁহার পূর্বেকার বৃত্তি, শ্রীসর্দার সিং রাণাপ্রদত্ত বৃত্তির সর্ত মতেই প্রদত্ত হইবে বলিয়া প্রকাশিত হইল। সাম্রাজ্য-বাদী ইংরাজের গাত্রদাহ উপস্থিত হইল। ইংলণ্ডের পত্রিকাগুলি শ্যামাজীর এই অভাবনীয় কাজে চিৎকার শুরু করিল। "সাণ্ডে ডেসপাচ্", "ডেইলী টেলিগ্রাফ", "ডেইলী মেইল," "ডেইলী মিরর" এবং সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী "টাইমস" উত্তেজনাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া শ্যামাজীকে সায়েস্তা করার জন্য গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কিন্তু শ্যামাজী কোথায়? শ্যামাজী ততক্ষণ প্যারিসে চলিয়া গিয়াছেন।

১৯০৯ সালের ১লা জুলাই দেশভক্ত তরুণ মদনলাল ধিংড়া কর্তৃক ভারত সচিবের এ ডি সি. কর্ণেল স্যার উইলিয়ম কার্জন ওয়াইলী এবং ভারতীয় পার্শী চিকিৎসক ডক্টর কাওয়াস লালকাকা নিহত হইলেন। মদনলাল ক্ষণিক উত্তেজনার বশে এই কার্য করেন নাই। তিনি দেশমাতৃকার বন্ধনমুক্তির জন্য আত্মত্যাগ করিয়া শহীদ হওয়ার জন্য উৎকণ্ঠিত ছিলেন। প্যারিসের "ডেইলী মেইল" পত্রিকার প্রতিনিধি শ্যামাজীর সঙ্গে পরদিন প্রাতঃকালেই সাক্ষাৎ করেন। শ্যামাজী কিছুই জানিতেন না, সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুতও ছিলেন না। এই সাক্ষাৎ-কারের বিবরণ উক্ত পত্রিকা যেভাবে প্রকাশ করে, তাহাতে শ্যামাজী উক্ত বিবরণের সত্যতা সম্পর্কে বিবৃতি প্রকাশ করিলে অবস্থার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হয়। কিন্তু তথাপি বীর সাভারকর, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ম্যাডাম ভিকাজী কামা, শ্রীসর্দারসিং রাণা এবং অন্যান্য সহকর্মিগণ তাঁহার উপর বীতশ্রদ্ধ হইলেন।

ধিংড়া বৃত্তি ঘোষণা

শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা প্রকাশ করিলেন, "যদিও ধিংড়া কর্তৃক হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে আমার কোনো প্রকার সংশ্রব ছিল না, তথাপি গত শনিবার ওল্ড বেইলী কোর্ট

পুলিশ তদন্ত কালে মিঃ ধিংড়া যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ দেশভক্তিমূলক ও সংসাহস প্রণোদিত ছিল। আমি সরলভাবে তাঁহার কার্য সমর্থন করি, এবং কার্যের কর্তাকে ভারতের স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গকারী শহীদ বলিয়া সম্মান করি।"

শ্যামাজী ঘোষণা করিলেন যে, "ধিংড়া নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া যে গৌরবময় আসনে দণ্ডায়মান হইয়াছেন তজ্জন্য তাঁহার প্রতি ক্ষুদ্র সম্মান এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য, আমরা আমাদের বিনীত চিহ্ন স্বরূপ তাঁহার পবিত্র নামে চারিটি বৃত্তি দানেব ব্যবস্থা কবিব। বৃত্তিগুলি এই বৎসরের প্রথম দিকে ঘোষিত ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকি, কানাইলাল ও সত্যেন্দ্রের স্মৃতিতে আমার ঘোষিত বৃত্তিগুলির অনুরূপ সর্তেই প্রদত্ত হইবে।" তথাপি তাঁহার সহকারী বন্ধুগণ তাঁহাকে মার্জনা করিতে পারিলেন না।

১৯০৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লণ্ডন হইতে লালা হরদয়ালকে প্যারিসে আনিয়া শ্যামাজী একখানা ইংরেজী মাসিক পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করিলেন —তাহাবই নাম—"বন্দে মাতরম্"।

শ্যামাজী আরও দুইটি বৃত্তি ঘোষণা কবিলেন, একটা গণেশ সাভারকরের নামে, অপরটি বাংলার বিপ্লবী হেমচন্দ্র দাসেব নামে। তাঁহাবা উভয়েই যাবজ্জীবন কারাদণ্ড লাভ করিয়াছিলেন।

সাভারকবকে মার্সেই—পোর্ট পুলিশ বন্দী করিয়া "মোরিয়া" স্টীমারের রক্ষিগণের হস্তে সমর্পণ করায় যে রাজনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হইল তাহাতে ভিকাজী কামা, শ্রীসর্দাব সিং রাণা, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও প্যারিসে উপস্থিত অন্যান্য ভারতীয় বিপ্লবীগণ সাভারকরের মুক্তি এবং ফ্রান্সে বাস করার ন্যায্য অধিকার (asylum right) লাভের জন্য প্রবল আন্দোলন করিলেন। পণ্ডিত শ্যামাজীও ঐ আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন।

ফরাসী সোস্যালিস্ট দলের মুখপত্র "ল্যা হিউমানিতে" (L' Humanite) তীব্র ভাষায় এই কার্যের প্রতিবাদ করিলেন।

"ইংরাজের শাসনে অতিষ্ঠ ভারতবাসী আশ্রয়প্রার্থী হইয়া স্বাধীন নিরপেক্ষ ফ্রান্সে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে এই অধিকার হইতে বঞ্চিত করা শুধু যে গর্হিত অপরাধ তাহা নহে, ফ্রান্সের চিরাচরিত মৌলিক অধিকারকেও ক্ষুণ্ণ করা হয়।"

শ্যামাজী এবং তাঁহার সহকর্মীগণ সোস্যালিস্ট নেতাদের সাহায্যে অবশেষে সাভারকরের ব্যাপার হেগ আদালতের বিচারাধীন করিতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু

হেগ আদালতে বিচার ইংরেজেরই মনস্তুষ্টি সাধন করিল, ন্যায়বিচার হইল না। বিচারক নির্বাচনও বহুস্তপূর্ণ কারণে নিরপেক্ষ হয় নাই। হেগ আদালত এবং পরবর্তী কালে, জেনেভার "লীগ অব নেশন" ইংরাজের অঙ্গুলি সঙ্কেতেই পরিচালিত হইত।

শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ

মহারাষ্ট্র চিৎপাবন ব্রাহ্মণ, ভারত গভর্ণমেন্টের বৃত্তিধারী ছাত্র তুকারাম কৃষ্ণ লাড্ডু সহ ১৯১৩ সালের গ্রীষ্মাবকাশে আমি প্যারিসে গিয়া ম্যাডাম কামা, শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা, শ্রীসর্দারসিং রাণা এবং অন্যান্য বিখ্যাত বিপ্লবীগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। সে সময়ে শ্যামাজী নির্বান্ধব অবস্থায় প্যারিসেই অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার পত্রিকা প্রকাশ ব্যতীত অন্য কোন কার্যও ছিল না। আমরা প্রথমতঃ ম্যাডাম কামার সঙ্গেই সাক্ষাৎ করি। পরম স্নেহ-শীলা জ্যেষ্ঠাসহোদরা স্থানীয়া ভিকাজী কামা বলিলেন, আমরা যদি শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি তবে তিনি (শ্যামাজী) চেষ্টা করিবেন আমাদের সঙ্গে যে সকল আলাপ আলোচনা হইয়াছে সে সকলের মর্ম জ্ঞাত হওয়ার জন্য। আমরা যেন কিছুই প্রকাশ না করি।

দুদিন আমরা শ্যামাজীর সঙ্গে কথাবার্তা বলিয়াছিলাম। তিনি বস্তুতঃই নানা বিষয় জানিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রদর্শন করিলেন। তিনি সাভারকরের জন্য নিতান্তই দুঃখ প্রকাশ করেন। মদনলাল ধিংড়ার সম্পর্কেও তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিলেন কিন্তু তিনি যে সকল কারণে তাঁহার রাজনৈতিক সহকর্মীগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছেন সে সকল বিশ্লেষণ করার চেষ্টায়ই অধিকাংশ সময় কাটাইলেন।

তৎকালে তাঁহার বিশেষ বিরক্তি ছিল বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উপর, অভিমান ছিল শ্রীসর্দার সিং রাণা এবং ম্যাডাম ভিকাজী কামার উপর। তিনি ভারতে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করিতে প্রস্তুত আছেন।

১৯১৪ সালের প্রথম দিকেই শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা প্যারিস ত্যাগ করার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে সত্বরই অ্যাঙ্গলো-জার্মেন সংগ্রাম বাধিবে এবং অ্যাঙ্গলো ফরাসী মিতালী সুদৃঢ় করার জন্য ফরাসী গভর্ণমেন্ট ফ্রান্সে অবস্থানকারী ভারতীয় বিপ্লবীগণের উপর অত্যাচার শুরু করিবে।

পঞ্চম জর্জের প্যারিস গমন

পৃথিবীর ইতিহাসে ১৯১৪ সালের এপ্রিল মাস এক নূতন অধ্যায় সৃষ্টি কবিল। আমরা বার্লিনে থাকিয়া তাহা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিলাম। বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় শহবে আসিয়া অনেকের মনে নবপ্রেবণা জাগাইলেন। তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যাব দিকে তখনকাব সর্বশ্রেষ্ঠ বেস্তোঁবা "কাফে বাওয়ার" (Cafe Bauer) এ যাওয়াব জন্য অস্থির হইয়া উঠিতেন, কারণ উক্ত কাফেতে প্যাবিস ও লণ্ডনেব শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র সমূহ পাওয়া যাইত। ২২শে এপ্রিল প্রাতঃকালীন সংবাদপত্র পাঠে আমবা অবগত হইলাম যে পূর্বদিন, ২১শে এপ্রিল, মঙ্গলবার নৃপতি পঞ্চম জর্জ প্যাবিসে উপনীত হইযা ফবাসী গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণেব স্বতঃস্ফূর্ত সম্বর্ধনা লাভ কবিয়াছেন। চট্টোপাধ্যায় বলিলেন, "চল একবার টাইমস্, ল্য মাত্যাঁ ইত্যাদি দেখে আসি।"

আমরা 'কাফে বাওযাবে' গিযা সংবাদপত্রে দেখিলাম বস্তুতঃই সারা প্যারিসেব জনগণ উৎসাহে আনন্দে উদ্বেলিত হইযা উঠিযাছে। কতকগুলি চিত্রও প্রকাশিত হইয়াছে। তিনদিন পব, ২৩শে এপ্রিলেব "লণ্ডন মিরাব" পত্রিকার এক ২৪ পৃষ্ঠা ব্যাপী আর্টপেপাবে মুদ্রিত সুবঞ্জিত চিত্রবহুল Gala Number আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহা দেখিয়া চট্টোপাধ্যায়েব ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল। বলিলেন—"আব নয়, চল, সহবেব বাহিরে যাই, অসহ্য এই অ্যাংলো-ফ্রেঞ্চ মিতালীর বাড়াবাড়ি।"

"লণ্ডন টাইমস" পত্রিকার ২০শে, ২১শে, ২২শে এবং ২৩শে এপ্রিলের সংখ্যাগুলিতে নৃপতি পঞ্চম জর্জেব প্যাবিস দর্শন, ফবাসী গভর্ণমেণ্ট এবং জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক সর্বপ্রকার প্রতিষ্ঠানেব আয়োজিত বিভিন্ন প্রকার সভা, সম্মেলন, ভোজ, নাচগানের উচ্ছ্বসিত বর্ণনা এবং সর্বোপবি বিশ্বশক্তির উপর সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার চমকপ্রদ আলোচনায় পূর্ণ ছিল। উৎফুল্ল ফরাসী রাষ্ট্রধুরন্ধরগণ ভাবিলেন এবার জার্মানীকে কাবু করা যাইবে, আলসাস্, লোরেন প্রদেশ দুইটি পুনরায় দখল করিতে ফ্রান্স সক্ষম হইবে, জার্মানীকে রাইন নদীর অপব তীরে হটাইয়া দিয়া ফ্রাঙ্কো-জার্মান সীমার মধ্যে সুদৃঢ় দুর্গশ্রেণী প্রস্তুত করিয়া আগামী একশত বৎসরের জন্য নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে।

জেনেভায় শ্যামাজী

শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মাও ২৩শে এপ্রিল প্যারিস ত্যাগ করিলেন এবং জেনেভায় পৌঁছিয়া ২৬শে এপ্রিল জেনেভা ক্যাণ্টনের প্রেসিডেণ্টের নিকট জেনেভায় বাস

করার অনুমতির (Permit) জন্য এক আবেদন করিলেন। তখন তিনি "হোটেল বেলেভিও" তে (Hotel Bellevue) ছিলেন। কিন্তু তিনি জুন মাসের প্রথম দিকে আবার প্যারিসে চলিয়া যান এবং ১০, এভিনিও ইনগ্রেসে (Ingress) অবস্থান করেন। শীঘ্রই জেনেভায় প্রত্যাবর্তন করিয়া "হোটেল মেট্রোপোলে" উঠেন। ১৪ই জুলাই, তিনি জেনেভায় বাসের অনুমতিপত্র লাভ করিয়া ১লা আগস্ট ১নং রুয়ে ডে ভলাণ্ডের (Rue des vollander) পাঁচতলায় একটি ফ্ল্যাটে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি ১৯৩০ সালে মৃত্যুকাল পর্যন্ত সস্ত্রীক ঐ স্থানেই বাস করেন।

তাঁহার জেনেভা বাসের আবেদনপত্র এবং কিছুদিন পর তাঁহার মাসিক পত্রিকা "ইণ্ডিয়ান সোসিওলজিস্ট" প্রকাশ করার অনুমতির জন্য ফরাসী ভাষায় যে আবেদন করেন, সে সকলের ফটোস্টাট কপি আমরা ক্যান্টনের প্রেসিডেন্ট হইতে সংগ্রহ করিয়াছি, সে সকলের ইংরেজী অনুবাদও আমরা পাইয়াছি।

১৯১৪ সালে "ইণ্ডিয়ান সোসিওলজিস্ট" পত্রিকার মে, জুন সংখ্যা প্রকাশের পর জুলাই হইতেই পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ রহিল। জুলাই মাসেই মধ্য ইউরোপে রাজনৈতিক পরিস্থিতি উদ্বেগপূর্ণ এবং সম্পূর্ণ অনিশ্চিত হইয়া উঠিল। একন্য সুইস গভর্ণমেণ্ট শ্যামাজীকে সতর্ক করিয়া দিলেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ১৯২০ সালের জানুয়ারী মাসে, অর্থাৎ ৬ বৎসর পরে, এক সংখ্যা "ইণ্ডিয়ান সোসিওলজিস্ট" প্রকাশিত হইল। ১৯২১ সালের জানুয়ারীতেও একটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। তারপর শ্যামাজী চারিদিক হইতে বিপত্তির চাপে পর্যুদস্ত হইয়া লেখনী চালনা প্রায় বন্ধ করিলেন। ১৯২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শেষ সংখ্যাতে তিনি একটি বিদ্রূপাত্মক প্রার্থনা প্রকাশ করেন। প্রার্থনাটি ছিল—"Prayer for the natives of England" (ইংলণ্ডবাসীগণের জন্য প্রার্থনা)। ইহাতে ইংরাজ চরিত্রের জঘন্য দিকগুলির বর্ণনা দেওয়া হইয়াছিল।

জীবন সন্ধ্যায়

দাম্ভিক ইংরাজ জাতির প্রাধান্য লীগ অব নেশনে প্রতিষ্ঠিত হইল। তাহার মিত্রগণ ফরাসী, ইটালী, জাপান, আমেরিকা নিজেদের শক্তি বৃদ্ধির জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেল। ইংরাজ অবশেষে নিরুপায় হইয়াই ভার্সেই সন্ধির জালে আবদ্ধ জার্মেনীকে পুনরায় শক্তিশালী করিতে উদ্যোগী হইল। শ্যামাজী এই রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়া বলিলেন, ভারতের মহান্ আদর্শ ভারত পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইবে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের

শেষ দিন ঘনাইয়া আসিতেছে। তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন মহাশক্তির আধার রাশিয়া রাজনৈতিক গগনে উদয় হইতেছে। থার্ড সোসালিস্ট ইনটারন্যাশনেল দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাশেল্‌সএ উৎপীড়িত জাতি সমূহের সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। বার্লিনে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় "লীগ এগেন্‌স্ট ইম্পিরিয়ালিজম্‌ এণ্ড ফর ন্যাশনাল ইণ্ডিপেনডেন্স" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্যামাজী উৎকণ্ঠিত হইয়া এই সকল নব নব প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। উৎকর্ণ হইয়া তিনি শুনিতেছেন ফ্রাঙ্কফুর্টে বিশ্ব-উৎপীড়িত জাতি সমূহের দ্বিতীয় সম্মেলনের বিবরণ। বার্দ্ধক্য ভারনত, ক্ষীণকায়, হীনপ্রভ তাঁহার উপশিরাসমূহে ক্ষণে ক্ষণে তড়িৎ সঞ্চালন হইতেছে, তিনি আশায় উদ্দীপ্ত হইতেছেন।

১৯৩০ সালে শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা জেনেভার প্রসিদ্ধ হাসপাতাল "ক্লিনিক ল্যা কলিনে" (Clinique la Colline) স্নায়বিক দুর্বলতার জন্য নীত হইলেন। নিঃসন্তান ভানুমতী কৃষ্ণবর্মা স্বামীর শয্যাপার্শ্বে রহিলেন।

৭৩ বৎসর বয়সে চিরসংগ্রামী শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা ১৯৩০ সালের ৩০শে মার্চ রাত্রি ১১-৩০ মিনিটে রণক্ষেত্র হইতে চিরতরে বিদায় লইলেন। শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মার দেহ সুইজারল্যাণ্ডের রীতি অনুসারে ৩য় দিনে ভস্মীভূত করা হয়। শবভস্মাধার (urn) তাঁহার ভস্মাবশেষ সহ জেনেভার সেণ্ট জর্জের কলম্বারিয়ামে (Colombarium) ১৫৪০ নং বাক্সে রক্ষিত আছে (deposited), সেখানে ২০৩৮ সাল পর্যন্ত তাহা থাকিবে।

তাঁহার মৃত্যু সংবাদ "জার্নেল দ্য জেনেভে" (Journal de Geneve), "ট্রিবিউন দ্য জেনেভে" (Tribune de Geneve) এবং "ল্যা সুইসে" (La Suisse) পত্রিকা সমূহে প্রকাশিত হয় এবং ইহাও বিজ্ঞাপিত হয় যে মিঃ কৃষ্ণবর্মার মৃত্যু মাত্র কয়েক দিনের অসুস্থতাতেই হইয়াছিল।

তাঁহার পত্নী ভানুমতী কৃষ্ণবর্মা স্বামীর মৃত্যুর পর ২৬, উইলিয়াম ফেয়ারেস্তা (জেনেভা) বাড়িতে চলিয়া যান। তিনি ১৯৩৩ সালের ২৩শে আগস্ট তাঁহার মৃত্যুকাল পর্যন্ত ঐ বাড়িতেই ছিলেন।

উক্ত তথ্যগুলি আমরা বার্ণে অবস্থিত আমাদের ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের (Indian Embassy) প্রযত্নে জেনেভা ক্যাণ্টনের "ডিপার্টমেণ্ট অব জাস্টিস এণ্ড পুলিশ" হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি।

আবেদন পত্র

জেনেভা ক্যান্টনের কর্তৃপক্ষ সমীপে পণ্ডিত শ্যামাজী কৃষ্ণ বর্মার আবেদন পত্র।

হোটেল বেলেভিও, জেনেভা

২৬শে এপ্রিল, ১৯১৪

জেনেভা ক্যান্টনের কাউন্সিলারগণ সমীপে,

মিঃ প্রেসিডেন্ট,

মহাশয়গণ, (Sirs)

মাতৃভূমি ভারতবর্ষ হইতে নির্বাসিত এবং কোনো প্রকার পরিচয় জ্ঞাপক পত্র ব্যতীত, আমি আপনাদেব নিকট আপনাদেব ক্যান্টনে বাস করাব অনুমতিব জন্য প্রার্থনা করিতেছি, আমি আমার সমগ্র পরিবারসহ বাস কবার ইচ্ছাই পোষণ করি।

বিগত ৭ বৎসর আমি প্যারিসেই বাস করিতেছিলাম, তথা হইতে আমি "ইণ্ডিয়ান সোসিওলজিস্ট" নামক পত্রিকা প্রকাশ করিতে ছিলাম। উক্ত পত্রিকার একটি সংখ্যা এইসঙ্গে দিলাম, ইহাই জেনেভায় প্রকাশ করা আমার অভিপ্রায়।

আমি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে ছয়বৎসর কাল সংস্কৃতেব অধ্যাপক ছিলাম। আমি একজন বাজনৈতিক উদ্বাস্তু। কাবণ, আমি অস্বীকাব কবি আমার মাতৃভূমি বিদেশী শাসনেব অধীন থাকিবে। আমি স্বাধীন উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। আমার সর্বাপেক্ষা বড আকাঙ্ক্ষা এই যে আমি এমন একটি দেশে বাস করিব, বিশেষভাবে আপনাদের নগবেই, যে নগর শিক্ষা দেয়—প্রত্যেক ব্যক্তিকে, সত্য এবং সুষ্ঠু স্বাধীনতা কি।

মিঃ প্রেসিডেন্ট এবং মহাশয়গণ (Sirs), আমি আশা করি আমার অনুরোধ আপনাদের সানুগ্রহ বিবেচনা লাভ করিবে। ইতিমধ্যেই আপনাদের সুবিখ্যাত ক্যান্টনের আতিথেয়তা লাভ করার জন্য ধন্যবাদ দিতেছি। আমি আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি আমার সর্বোচ্চ বিবেচনার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করার জন্য।

(স্বাক্ষর) এস কৃষ্ণবর্মা

এডভোকেট

অন্তর্বর্তী পত্রাদি :

ল্যা, এক্লেয়ার

দি ইণ্ডিয়ান সোসিওলজিস্ট।

সাপ্লিমেণ্ট টু দি এল কাসাস।

ফরাসী গণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্টের পত্র।

অনুগ্রহপূর্বক অন্তবর্তী পত্রাদি প্রত্যর্পণ করিবেন।

দার্শনিক হার্বাট স্পেনসার এনডাউমেণ্ট

১৯০৯ সালের মে সংখ্যা "মডার্ণ রিভিউ" পাঠে আমরা অবগত হই যে "পণ্ডিত শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে হারবার্ট স্পেনসার লেকচারশীপ প্রতিষ্ঠার জন্য ১০০০ স্টার্লিং এনডাউমেণ্ট করিয়াছিলেন। সম্প্রতি ঐ ইউনিভার্সিটি দাতার নিকট অর্থ ফেরত দিয়াছেন, যেহেতু ইউনিভার্সিটি তাহাব দাতাগণের (among its benefactors) মধ্যে এরূপ ব্যক্তি রাখিতে অনিচ্ছুক যিনি ভারতে ইংরাজশাসনের শত্রু এবং যিনি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড (Political Assassination) সমর্থন করেন। আমরা বহুবার ঘোষণা করিয়াছি যে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড একটা জাতিকে শক্তিশালী করিতে পারে না। কিন্তু আমরা বুঝিতে পারি না কি জন্য অক্সফোর্ড এ বিষয়ে এতটা চৈতন্য বোধ সম্পন্ন (sensitive) হইল। অধ্যাপক ম্যাথু আরনল্ড তাঁর এক কবিতায় রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডকে প্রায় প্রশংসাই করিয়াছিলেন। অধ্যাপক আরনল্ড বেলিওল কলেজের কবিতার অধ্যাপক। ইহাই বা কিরূপ? অক্সফোর্ড সেই বেলিওল অধ্যাপকের পদতলে বসিতে পারিল যিনি রাজনৈতিক হত্যাকারীকে যশমণ্ডিত করিতে পারেন, অথচ ইংলণ্ডের সুসন্তানগণের অন্যতম এক মনীষীর নামের সঙ্গে জড়িত একটি এনডাওমেণ্ট রক্ষা করিতে পারেন না?"

উপরোক্ত মন্তব্য সম্পর্কেও আমরা অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম। উত্তরে তাঁহারা জানাইয়াছেন যে—

"১৯০৪ সালের ১৫ই মার্চ ইউনিভার্সিটি মিঃ কৃষ্ণবর্মার দান ১০০০ স্টার্লিং-এর কোম্পানীর কাগজ পরিবর্তিত করিতে স্বীকৃত হয়। ইহা হইতে পরলোকগত মিঃ হার্বার্ট স্পেনসারের স্মৃতিতে একটি এনডাউমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইহার পরই ডিক্রী অনুসারে হার্বার্ট স্পেনসারের স্মৃতিতে লেক্‌চারশীপ স্থাপিত হয় এবং আজও চলিতেছে। সুতরাং "মডার্ণ রিভিউ" এর মন্তব্য যথাযথ নহে।"

প্যারিস বিশ্ববিত্তালয়ে অর্থদান

শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা কি পরিমাণ অর্থ প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করিয়া গিয়াছেন সে সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন লেখক নানাপ্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিয়া

গিয়াছেন। আমরা নিশ্চিত হওয়ার জন্য কয়েকখানা পত্র লিখিয়া সর্বশেষ "ইনিস্টিটিউট ডে সিভিলিজাত্‌শিয়ন ইণ্ডিয়েন, ইউনিভার্সিটি ডে প্যারিস" (Institut De Civilisation Indienne, De Universite De Paris) হইতে ১৯৫৪ ইং সালের ৮ই এপ্রিল একখানা পত্র পাইয়াছি। উক্ত পত্রের অনুবাদ নিম্নে দিলাম।

এন সরবোনে

প্রিয় মহাশয়, লে ৮।৪।৫৪

আমরা আপনার নিকটে আমাদের ইনস্টিটিউটকে বিজ্ঞাপিত করায় অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইয়াছি, বস্তুত :

(১) শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা প্যাবিস ইউনিভার্সিটিতে কোনো অর্থ দান করেন নাই। তিনি সুইজারল্যাণ্ডে দেহত্যাগ কবেন, সম্ভবতঃ ১৯৩০ সালে। তাঁর মৃত্যুর তিন বৎসর পবে তাঁব পত্নী দেহত্যাগ কবেন ১৯৩৩এ বলিয়া কথিত এবং সুইজারল্যাণ্ডেই।

(২) যেহেতু তিনি বলেন যে তাঁহার স্বামী সর্বদাই ফরাসী জনগণের আন্তরিক বন্ধু ছিলেন তিনি প্যারিস ইউনিভার্সিটিতে ২০ লক্ষ ফ্রাঁর একটি "এনডাউমেণ্ট" রক্ষা করেন, যাহার সুদ হইতে দুইজন ভারতীয়কে "ফাউনডেশন স্টুডেণ্ট" ভাবে রক্ষা করা হইবে। এই অর্থ যাহা ঐ সময়ে প্রচুর বিবেচিত হইত এখন অপ্রচুর বিবেচিত হয় সুতরাং কেবলমাত্র অতিরিক্ত এবং আকস্মিক সাহায্য করা চলে।

(৩) মিসেস্‌ কামা সম্পর্কে বলিতে পারি যে এখানে কাহারও সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ছিল না, কেহ তাঁহার নামও শুনেন নাই। আমরা প্যারিসে এরূপ ভারতীয়দিগকেই জানি যাঁরা আমাদের studies এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। আমার মনে হয়, আপনি যাঁহার কথা লিখিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে ইহা খাটে না।

আপনাদের বিশ্বস্ত

আই, সি, আই এর সম্পাদক

(নীচে একটি দুর্বোধ্য স্বাক্ষর দেখা যায়)

গ্রন্থাদি দান

ম্যাডাম কৃষ্ণবর্মা তাঁহার স্বামীর রক্ষিত মূল্যবান •গ্রন্থাদি ওক কাঠের আলমারিগুলিসহ প্যারিস ইউনিভার্সিটিতে দান করেন। তাঁহারই পার্শ্বে পণ্ডিত শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা এবং ম্যাডাম ভানুমতী কৃষ্ণবর্মার চিত্র এবং

Bibliotheque Krishnavarma

Don De

Madame Bhanumati Krishnavarma বোর্ড রহিয়াছে।

শ্যামাজীর বিপুল ধন

আমরা লণ্ডন, বার্লিন, প্যারিস, বেয়ার্ণ, জুরিখ প্রভৃতি নগরীতে পরিভ্রমণকালে বিভিন্ন বিপ্লবী এবং জাতীয়তাবাদীর বাচনিক অবগত হই যে শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মার বিপুল বিত্তের মূল উৎস ছিল প্রহেলিকা পূর্ণ। লণ্ডনে বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল, প্যারিসে ম্যাডাম কামা, বার্লিনে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর বিষ্ণু সুকতাঙ্কর এবং আরও কেহ কেহ বলেন বরোদার গাইকোযার মহ্লার রাও যখন লর্ড নর্থব্রুক কর্তৃক গদিচ্যুত হইলেন এবং তৎস্থলে বালক সায়াজী রাও গাইকোয়ার পদে অভিষিক্ত হইলেন তখন মহ্লাব রাও-এর ক্রোধের সীমা রহিল না। তিনি কিছুকাল পবে শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। এরূপ কথিত আছে যে তিনি শ্যামাজীর হস্তে বহু লক্ষ টাকা প্রদান করেন। উদ্দেশ্য ছিল, শ্যামাজী ইংলণ্ডে মহ্লার রাও এর পক্ষে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করিবেন। ম্যাডাম ভিকাজী কামা বলেন তিনি গত শতাব্দীর শেষদিকে এইরূপ কথা বোম্বাইতে শুনিয়াছিলেন। বিপিনচন্দ্র এবং অন্যান্য সকলে বিভিন্ন সূত্রে জ্ঞাত এই জনশ্রুতি সমর্থন করেন।

শ্যামাজী অত্যন্ত কৃপণ স্বভাব ছিলেন। লণ্ডনে থাকাকালে তিনি সর্বদাই তাঁহার অর্থ বিভিন্ন দেশের স্টেট ঋণপত্র ক্রয়ে নিয়োজিত (invest) করিতেন এবং রীতিমত স্টক এক্সচেঞ্জে যাইয়াও তিনি উপার্জন করিতেন। বাটী ও জায়গা ক্রয় বিক্রয়েই তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন। প্যারিসে এবং জেনেভায় অবস্থানকালেও তিনি বিভিন্ন কালের স্টেট লোনএ অর্থ নিয়োগ এবং স্টক ক্রয় বিক্রয় করিয়া অর্থাগম করিয়াছেন বলিয়া আমরা তাঁহার মুখে শুনিয়াছি।

বর্তমান ভারতের প্রবীনতম স্বাধীনতা সংগ্রামী

শ্রীসর্দার সিং রাওজী রাণা

১৯৫১ সালের ১৬ই মার্চ তারিখের "বোম্বে ক্রনিকল" পত্রে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত একটি সংবাদ পাঠ করিয়া পুলকিত হইলাম। সংবাদটি ছিল এইরূপ :—"প্রখ্যাত বিপ্লববাদী নায়ক প্যারিসের মুক্তা ও জহরৎ ব্যবসায়ী শ্রী এস্, আর, রাণার একখানা চিত্রের আবরণ পুনার তিলক মন্দিরে বিগত ১৪ই মার্চ তারিখে সেনাপতি শ্রী পি, এম, বাপাত কর্তৃক উন্মোচিত হইয়াছে। সেনাপতি বাপাত শ্রীরাণার একজন অন্তরঙ্গ সহকর্মী, তিনি এই শুভকার্য্য সম্পাদনের জন্য আহম্মদ-নগর হইতে আসিয়াছিলেন...... ।"

"বোম্বে ক্রনিকল-এর" উক্ত সংখ্যাটি প্রেরণ করেন আমাদের বার্লিনের বিপ্লবী কমিটি "ভারতবন্ধু জার্মান সমিতির" এক জন সদস্য সহকর্মী ডক্টর যোশী, যিনি পরবর্তীকালে পুনা ফার্গাসন কলেজের অধ্যাপক হিসাবে কার্য করিয়া ১৯৫৪ খৃস্টাব্দে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে তিনি ২৮শে মার্চ তারিখের "দি মারাঠা" ইংরেজী পত্রের সংখ্যাটীও প্রেরণ করেন। তাহার প্রধান প্রবন্ধ ছিল :—"The return of an exiled Patriot." "দি মারাঠা" পত্রের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রী জি, ভি, কেটকার লিখিত সেই তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন বর্ষীয়ান বিপ্লবী বন্ধু সম্পর্কে বহু বিষয় অবগত হইলাম। দীর্ঘকাল পূর্বে ১৯১৩ সালে আমরা যখন প্যারিসে গিয়াছিলাম, সেই সময়ে অন্যান্য বিপ্লবী বন্ধুগণের পুরোভাগে এই সৌম্যমূর্তি বীরপুরুষকে দেখিবার, তাঁহার মিষ্ট মধুর আলাপ শুনিবার এবং তাঁহার অতিথিপরায়ণা জার্মেন পত্নীর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। কিন্তু যেমন বহু ক্ষেত্রে বহু দেশী বিদেশী বিপ্লবী বন্ধুর সান্নিধ্য লাভ করিয়াও রাজনৈতিক কারণে তাঁহাদের জন্মস্থান তাঁহাদের পিতামাতা এবং বাসস্থানের সংবাদ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা সম্ভব হয় নাই তেমনি শ্রীরাণার পরিবার সম্পর্কেও কোনো তথ্য তখন আমাদের নিকট রাখার সুযোগ ঘটে নাই। কিন্তু পরবর্তীকালে শ্রীকেটকারের প্রবন্ধ, সেনাপতি বাপাত এবং শ্রীপরাঞ্জপের নিকট হইতে সংগৃহীত তথ্যাদি এবং সর্বোপরি শ্রীরাণাকে পত্র দিয়া তাঁহার এক পৌত্রের নিকট হইতে বিবিধ তথ্য সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছি।

কে এই নির্বাসিত দেশভক্ত ?

তিনি বর্তমান সৌরাষ্ট্রের লিম্বদি (Limbdi) স্টেটের অন্তর্গত কানথারা গ্রামের প্রসিদ্ধ ঝল্ল রাজপুত শ্রীসর্দারসিংজী বাওজী রাণা বি, এ, বার-এট-ল। বর্তমানে তাঁহার বয়স ৮৮ বৎসর। খ্যাতনামা বিপ্লবীদের মধ্যে সম্ভবতঃ তিনিই সর্বাপেক্ষা প্রবীণ। বৈচিত্র্যময় তাঁহার জীবন। দুর্জয় সাহস ও দুর্দমনীয় আশা আকাঙ্ক্ষা লইয়া তিনি প্যারিসে বৈপ্লবিক সাধনায় ব্রতী হইয়াছিলেন। অগ্নিমন্ত্রের উপাসক, অদম্য উৎসাহী এই বীর আজও স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহ্যপূত স্মৃতিবিজড়িত ইতিহাস লইয়া সৌরাষ্ট্রে বাস করিতেছেন।

বাল্যজীবন ও শিক্ষা

১৮৭০ খৃস্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। স্বগ্রাম কানথারায় এবং পরে বোম্বাইতে তিনি শিক্ষালাভ করিয়া বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, ডিগ্রী লাভ করেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার অন্তরে রাজপুত বীরগণের বীরত্বকাহিনী ঝঙ্কার তুলিত। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়া পূর্বপুরুষগণের মত জীবন ধন্য করিবেন, সবদা এই কল্পনা করিতেন।

রাণা উপাধি

সদার সিং ছিলেন বিখ্যাত ঝল্ল রাজপুত বংশের সন্তান। ১৯১৩ সালে আমরা যখন প্যারিসে গিয়াছিলাম, সে সময়ে সর্দার সিং রাণার প্রথম পক্ষের জ্যেষ্ঠ পুত্র রণজিত সিং-এর নিকট জানিতে পারিলাম যে সর্দার সিং-এর এক পূর্বপুরুষ রাজপুতবীর রাণা প্রতাপ সিং এর সৈন্যদলে ছিলেন। আরাবল্লী পর্বতে রাণা প্রতাপ যখন অল্প সংখ্যক সৈন্যসহ মোগল সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইলেন তখন পূর্বোক্ত বীরপুরুষ ভাবিলেন মোগলগণ রাণা প্রতাপকে পাইলে বন্দী করিয়া মোগল শিবিরে লইয়া যাইবে এবং তাঁহার উপর জঘন্য অত্যাচার করিয়া হয়ত বা নিহত করিবে। এজন্য তিনি রাণা প্রতাপকে তাঁহার পোশাক পরিচ্ছদ ও উষ্ণীষাদি ত্যাগ করিয়া তাঁহাকেই রাণা প্রতাপ রূপে ছলনা করার সুযোগ দিতে অনুরোধ করিলেন। রাণা প্রতাপ অনিচ্ছা সত্ত্বেও সাধারণ সৈন্যরূপে ছলনা করিয়া পলাইলেন। সর্দার সিং-এর সেই পূর্বপুরুষ রাণা প্রতাপকে রক্ষা করার জন্য প্রতাপের পোশাক পরিচ্ছদ ও উষ্ণীষ পরিধান করায় তাঁহার বংশ ও বংশধরগণ "রাণা" উপাধিতে ভূষিত হন। তদবধি কানথারার ঝল্ল রাজপুতগণ রাণা আখ্যা ব্যবহার করেন।

পারিবারিক জীবন

সর্দার সিং ছাত্রাবস্থাতেই বিবাহ করেন এবং দুইটি পুত্র সন্তানও লাভ করেন। প্রথম পুত্র রণজিত এবং দ্বিতীয় শ্রীনটবর। কিন্তু লণ্ডনে, বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে, তিনি একটি জার্মান ছাত্রীর সঙ্গে পরিচিত হইলেন এবং কিছু কাল পরে তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। এই মহিলা ছিলেন তেজস্বিনী, প্রখর ধীসম্পন্না। দুর্দশাগ্রস্থ ভারতবাসীর প্রতি তাঁর অসীম সহানুভূতি ছিল। স্বামীর প্রতিটি চেষ্টায়, প্রতিকর্মে তিনি নিয়ত সাহায্য করিতেন। এই বিদুষী মহিলা ভারতীয় বিপ্লবীগণকে কর্মোন্মাদনা যোগাইতেন, তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিয়া সেবাপরায়ণতা ও আতিথেয়তায় মুগ্ধ করিতেন। আমরা তাঁহার সঙ্গে বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনা করিয়া বহু তথ্য উদ্ঘাটিত করিতে সমর্থ হইয়াছি।

প্যারিসে যখন সর্দার সিং ব্যবসা ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া প্রভূত ধন সম্পত্তির মালিক হইয়াছেন, সেই সময় ১৯০৬ সালে তিনি তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহ উপলক্ষে ভারতে প্রত্যাগমন করেন। তারপর পুনরায় প্যারিস যাত্রাকালে জ্যেষ্ঠ পুত্র রণজিতকে সঙ্গে লইয়া যান। রণজিত কালে একটি উদীয়মান ফরাসী সাহিত্যসেবী হইয়া উঠিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী গ্রন্থ "গার্ডেনার" (Gardener) লণ্ডনে প্রকাশিত হইলে তিনি ফরাসী ভাষায় তাহার অনুবাদ প্রকাশ করেন।

১৮৯৭ সালে মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত বিপ্লবী চিৎপাবন ভ্রাতা দামোদর ও বালকৃষ্ণ চাপেকর পুনায় দাম্ভিক প্লেগ কমিশনার মিঃ র‍্যাণ্ড এবং লেফ্‌টেনান্ট আয়ারস্টকে হত্যা করেন। বিচার কালে তাঁহাদের পক্ষ লইয়া উকীল ব্যারিস্টারগণ অগ্রসর হইতে ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া সর্দার সিংজীর অন্তরে জাগিয়া উঠিল উদ্দাম আকাঙ্খা—তিনি ইংলণ্ডে যাইবেন, ব্যারিস্টার হইবেন ও দেশ মাতৃকার বেদীমূলে নিবেদিতপ্রাণ দেশসেবকগণকে রাজদ্বারে রক্ষা করিবার পবিত্র কার্যে ব্রতী হইবেন।

লণ্ডন যাত্রা

১৮৯৮ সালে তিনি লণ্ডন গিয়া "ইনার টেম্পল ইন্‌স অব কোর্ট"-এ (Inner Temple Inns of Court) ভর্তি হইলেন। কিছুদিন পরই "ইউরোপে প্রথম ভারতীয় বিপ্লববাদী" সৌরাষ্ট্রের অন্যতম তেজস্বী সন্তান পণ্ডিত শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা এম, এ, (অক্সন) বার-এট-ল মহোদয়ের সঙ্গে পরিচিত হইলেন।

শ্যামাজী ইনার টেম্পলের রেসিডেন্সী কোয়ার্টারে সস্ত্রীক বাস করিতেন। তাঁহার গৃহে ভারতীয়গণ মিলিত হইয়া মিল, বেনথাম, স্পেন্সার প্রমুখ উদার মতাবলম্বী মনীষীগণের সাহিত্য, দর্শন লইয়া আলোচনা করিতেন। শ্রীরাণা ধীরভাবে উৎকর্ণ হইয়া সে সকল শুনিতেন। তিনি "ইণ্ডিয়ান ন্যাশনেল কংগ্রেসে"র তদানীন্তন ব্রিটিশ নায়ক হিউম, ওয়েডারবার্ন প্রমুখ ব্যক্তিগণের সঙ্গে এবং বিশেষভাবে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের প্রাক্তন সদস্য মিঃ দাদাভাই নৌরজীর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিয়া ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ফলে উদ্ভূত বিবিধ সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করিতেন।

১৮৯৯ সালে ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার অব্যবহিত পরেই প্যারিসের জনৈক ভারতীয় মুক্তা ব্যবসায়ীর অনুরোধে ব্যবসায়ে যোগদান করিয়া অত্যল্পকাল মধ্যেই তাহার প্রধান পরিচালক হইলেন। প্যারিসে মুক্তা ও জহরতের ব্যবসা চালাইবার সময় তিনি প্রায়ই ইংলণ্ড যাতায়াত করিতেন, ইংলণ্ডের ভারতীয় মুক্তিকামীগণের সঙ্গে দেখা করার জন্য। তিনি পণ্ডিত শ্যামাজী প্রতিষ্ঠিত "ইণ্ডিয়ান হোমরুল সোসাইটি"র অন্যতম সহ-সভাপতি ও দাদাভাই নৌরজী প্রতিষ্ঠিত "লণ্ডন ইণ্ডিয়ান সোসাইটী"র আজীবন সভ্য নির্বাচিত হইলেন। বিপ্লবী কেন্দ্র—লণ্ডনের হাইগেইট অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত "ইণ্ডিয়া হাউসে"র একজন পরম শুভানুধ্যায়ী তত্ত্বাবধায়ক হিসাবেও তিনি খ্যাতিলাভ করেন। তিনি বীর সাভারকর প্রতিষ্ঠিত "অভিনব ভারত সঙ্ঘ" ও "ফ্রি ইণ্ডিয়া সোসাইটী"রও সদস্য হইলেন। বিভিন্ন ধারায় আপন কর্মশক্তি নিয়োগ করিয়া সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করিলেন।

১৯০৬ খৃস্টাব্দের জুন মাসে শ্রীদামোদর বিনায়ক সাভারকর লণ্ডনে পৌঁছিয়া ব্যারিস্টার হওয়ার জন্য "গ্রেজ ইনসে" (Gra,'s Inns) ভর্তি হইলেন। শ্রীসর্দার সিং হইতে তিনি বয়সে ১১ বৎসরের কনিষ্ঠ ছিলেন তথাপি শ্রীরাণা বিনা দ্বিধায় বৈপ্লবিক কর্মের নায়ক হিসাবে শ্রীসাভারকরকে বরণ করিয়া লইলেন, সর্বপ্রকার সাহায্য করিয়া শ্রীসাভারকরের কর্মপ্রচেষ্টাকে সাফল্যের দিকে আগাইয়া নিতে যত্নবান হইলেন।

প্যারিসে বিপ্লবী কেন্দ্র

ম্যাডাম ভিকাজী রোস্তম কামা এবং শ্রীসর্দার সিং রাণা উভয়ে একযোগে প্যারিসে একটি বিপ্লবী কেন্দ্র গড়িয়া তুলিলেন। লণ্ডনের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখিলেন। বিবিধ প্রকার পুস্তক ও পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়া বিদেশে ও ভারতে

প্রচারের ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহাদের প্রকাশিত মাসিক ইংরেজী "বন্দেমাতরম" পত্রিকা এবং পরে "তলোয়ার" ও "ইণ্ডিয়ান ফ্রিডম" ইউরোপে ভারতীয় বিপ্লববাদী মহলে চাঞ্চল্যেব স্বষ্টি কবিল।

ট্রেভেলিং ফেলোশীপ

শ্রীরাণা শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াই ২০০০, টাকার তিনটি ফেলোশীপ প্রতিষ্ঠা করিলেন। ভাবতীয় জাতীয়তাবাদীগণ পৃথিবীব স্বাধীন দেশ সমূহে পর্যটন করিয়া যাহাতে অভিজ্ঞতা অর্জন কবিতে পাবেন সেই জন্যই এই ফেলোশীপ প্রতিষ্ঠিত হইল। মেবাবেব বাণা প্রতাপ সিংএব নামে একটি, মহাবাষ্ট্রকেশবী ছত্রপতি শিবাজীর নামে দ্বিতীয়টি এবং তৃতীয়টি মুসলমান নৃপতি, দাতা কিম্বা মনীষীব স্মৃতিতে প্রতিষ্ঠা করিলেন। "ইণ্ডিয়ান সোসিওলজিস্ট" পত্রিকাব পাঠকগণেব অভিরুচি অনুযায়ী পণ্ডিত শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা উক্ত ৩য় ফেলোশীপেব নামকবণ কবিবেন, এইরূপ বিজ্ঞাপিত করিলেন। ফেলোশীপ সম্পর্কে প্রথম ঘোষণা "ইণ্ডিয়ান সোসিওলজিস্ট" পত্রেব ১২শ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

ভারত স্বাধীনতা-সংগ্রাম হীরক-জয়ন্তী

১৯০৭ সালের ১০ই মে, লণ্ডনে শ্রীসাভাবকর, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং অন্যান্য বিপ্লবীগণের উদ্যোগে "ভাবত স্বাধীনতা সংগ্রামে"র হীরক-জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে এবং তাহাতে শ্রীরাণাকেই সভাপতি পদে বরণ করা হইবে, এই সংবাদ প্রকাশিত হইলে লণ্ডনে ভাবতীয় জাতীয়তাবাদী এবং ছাত্রসমাজের মধ্যে সাড়া পডিয়া গেল। ইংলণ্ডেব নানাস্থান হইতে ভাবতীয়গণ আসিয়া যোগদান কবিলেন। শ্রীরাণা যথাকালে প্যারিস হইতে আসিলেন। উৎসবের উদ্বোধন হইল। বিস্তৃত কর্মসূচী তখনও সমাপ্ত হয় নাই, এমনি সময়ে সান্ধ্য পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হইল, লাহোরে লালা লাজপত রায় এবং অজিত সিং-এর উপর বিনা বিচারে নির্বাসন দণ্ড প্রদান করা হইয়াছে।"

সভাস্থ সকলে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। প্রত্যেকে হৃদয়ঙ্গম করিলেন, লর্ড মিণ্টোর গভর্ণমেণ্ট সন্ত্রাসমূলক শাসন চালাইবেন।

শ্রীরাণা সেই রাত্রেই প্যারিস রওয়ানা হইয়া গেলেন। পরদিন প্যারিসে পৌছিয়াই সরাসরি ম্যাডাম ভিকাজী কামার গৃহে উপস্থিত হইলেন। ম্যাডাম কামার নিকট হইতে অবগত হইলেন যে সেদিনই সন্ধ্যায় প্যারিসে প্রতিবাদ সভা হইবে। ম্যাডাম কামা শ্রীরাণাকে শুনাইলেন তাঁহার লিখিত এক অতি

উত্তেজনাপূর্ণ প্রতিবাদ এবং প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্ম দেশবাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান।

বোমা প্রস্তুত প্রণালী ও হেমচন্দ্র দাস

১৯০৬ খৃস্টাব্দে মেদিনীপুরের বিপ্লবী তরুণ, মানিকতলা বোমার মামলা সংশ্লিষ্ট হেমচন্দ্র দাস (পরবর্তীকালে তিনি "কানুনগো" উপাধি ব্যবহার করিয়াছেন) লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া পণ্ডিত শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মার অর্থানুকুল্যে বোমা প্রস্তুত ও প্রয়োগ প্রণালী শিক্ষার জন্য প্যারিস গমন করিলেন। তাঁহাকে শ্রীরাণা উৎসাহের আতিশয্যে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন "বাংলার তরুণ, তুমি এসেছ বোমা নির্মাণ শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে, যে বাংলা হতে শত শত যুবক আই সি এস, আই এম এস, আই. পি এস, প্রভৃতি বিভিন্ন পরীক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করে, দেশবাসীর মাথার উপরে বসে ইংরাজেরই মত মুরুব্বিয়ানা করতে আসে। কত তেজস্বী তরুণ তারার ব্যারিস্টোক্রেট এরিস্টোক্রেট সেজে দেশবাসী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করে দেশবাসীকে ঘৃণার চক্ষে দেখেও সম্মান লাভ করে, তাদের বুট, তাদের সুট, তাদের বার্ডসাই বাংলার জনগণকে অবজ্ঞা করে, তুমি তাদেরই একজন তরুণ বোমা ফাটিয়ে ফিরিঙ্গীরাজকে অতিষ্ঠ করার দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ছুটে এসেছ প্যারিসে? আশ্চর্য! এস ভাই, তোমাকে আমি কনিষ্ঠ সহোদররূপে সাহায্য করব। তোমার আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করব।"

শ্রীরাণা হেমচন্দ্রকে তাহার উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য যথেষ্ট সহায়তা করিতে লাগিলেন। ম্যাডাম কামাও তাঁহাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করিলেন। হেমচন্দ্র ইহাদের সহানুভূতিতে মুগ্ধ হইলেন।

শ্রীরাণা একটি ল্যাবরেটরী স্থাপন করিয়া দিলেন। রুশ ও পোল বিপ্লবীগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত তাহাদের ভাষায় লিখিত "বোমার বিধান" শ্রীরাণা প্রথমতঃ ফরাসী ভাষায় এবং ফরাসী হইতে ইংরেজী ভাষায় অনূদিত করাইয়া সাইক্লো-স্টাইল কপি করাইয়া হেমচন্দ্রকে দিলেন। কিন্তু হেমচন্দ্র ভাল রাসায়নিক ছিলেন না, এমন কি রসায়নে তাঁহার জ্ঞান অতিশয় সীমাবদ্ধ ছিল। তথাপি কোনো প্রকারে কয়েক প্রকার বোমা প্রস্তুত প্রণালী শিখিতে সক্ষম হইলেন।

আমরা ১৯১৩ সালে প্যারিসে শুনিয়াছিলাম যে, সে সময়ে হেমচন্দ্র "ট্রাই-নাইট্রো-টলোল", "নাইট্রো-রাবার" প্রভৃতি প্রস্তুত অথবা তদ্দ্বারা নির্মিত বিস্ফোরক নির্মাণ প্রণালী শিক্ষা করিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি দেশে

ফিরিয়াই মানিকতলা বাগানে অতি সাধারণ ধরনের বোমা প্রস্তুত করিয়া তৎকালে কিরূপ অঘটন ঘটাইয়াছিলেন তাহা দেশবাসীর অজ্ঞাত নাই।

সর্দার সিং রাণা বিপ্লবী হেমচন্দ্র দাশকে বোমা প্রস্তুতের জন্য কি ভাবে, কতটুকু সাহায্য করিয়াছিলেন তাহার বিস্তৃত বিবরণ আমরা লণ্ডন, প্যারিস, বার্লিন এবং জুরিখে বিপ্লবী বন্ধুগণের মুখে শুনিয়াছিলাম। বিভিন্ন গ্রন্থকার এবং সংবাদপত্রের লেখকও বিশদভাবে এ সব বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আন্দামান হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে হেমচন্দ্র দাশ তাঁহার সঙ্কলিত "বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা" নামক গ্রন্থে, তাঁহার বোমা প্রস্তুত শিক্ষা সম্পর্কে যে সকল তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে শ্রীরাণা যে তাঁহাকে কিছুমাত্র সাহায্য করিয়াছিলেন তাহা স্বীকার করেন নাই। সেনাপতি শ্রী পি, এম, বাপাত এখনও আহাম্মদনগরে জীবিত আছেন। তিনিও হেমচন্দ্র দাশের সঙ্গে তখন প্যারিসে শ্রীরাণার বাটীতে ছিলেন। হেমচন্দ্রের হঠাৎ "দাস" উপাধি ত্যাগ ও "কানুনগো" উপাধি গ্রহণ এবং শ্রীরাণার প্রতি এক বিন্দুও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করার বিবরণ শ্রবণ করিয়া তিনি অবাক হইয়া যান। হেমচন্দ্রের প্রবন্ধাদিতে শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষের নিন্দাবাদও শ্রীবাপাত এবং আমাদিগকে আশ্চর্যান্বিত করিয়াছে। ইহা নিশ্চিত যে, হেমচন্দ্র শ্রীরাণার সাহায্য না পাইলে বিস্ফোরক দ্রব্যাদি প্রস্তুত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকিয়াই দেশে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইতেন।

কুখ্যাত ব্রাউনিং পিস্তল

বিবিধপ্রকার কৌশল করিয়া শ্রীরাণা যখনই সম্ভব হইত ভারতের নানা স্থানে রিভলবার, পিস্তল এবং অন্যান্য অস্ত্র-শস্ত্র প্রেরণ করিতেন। ১৯০৯ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ২০টি অটোমেটিক ব্রাউনিং পিস্তল ও তদুপযোগী গুলি তিনি লণ্ডনে শ্রীসাভারকরের নিকটে প্রেরণ করেন। শ্রীসাভারকর তাহা "ইণ্ডিয়া হাউসের" পাচক ছত্রভুজ আমিনের সঙ্গে একটি বাক্সের ভিতরে লুক্কায়িত অবস্থায় বোম্বাইতে পাঠাইলেন। উক্ত পিস্তল সমূহেরই একটি দ্বারা আওরাঙ্গাবাদের একজন চিতপাবন মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ নাসিকের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ জ্যাকসনকে ১৯০৯ সালের ২১শে ডিসেম্বর হত্যা করেন।

শ্রীসাভারকর বন্দী

১৯০৯ সালের আগস্ট মাসে ইয়োরোপে ভারতের প্রথম বিপ্লবী শহীদ মদন লাল ধিংড়া ফাঁসীর মঞ্চে ভারতের স্বাধীনতার দাবী সত্য বলিয়া ঘোষণা করিয়া

জীবন বিসর্জন দিলেন। তারপরই শ্রীসাভারকরের উপর ব্রিটিশ সরকারের অত্যাচার চরমে উঠিল। শ্রীসাভারকরের পক্ষে লণ্ডনে বাস করা প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিল। শ্রীরাণা ও ম্যাডাম ভিকাজী কামার বিশেষ অনুরোধে তিনি কিছুকালের জন্য প্যারিসে চলিয়া গেলেন। তিনি ম্যাডাম কামার বাটীতেই বাস করিতেছিলেন। কিন্তু সহসা ম্যাডাম কামা, শ্রীরাণা ও অন্যান্য সহকর্মী ও বন্ধুগণের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া তিনি লণ্ডন যাত্রা করিলেন। লণ্ডনে উপস্থিত হওয়া মাত্রই গ্রেপ্তার হইলেন।

হেগ আদালতে বিচার

লণ্ডন হইতে তাঁহাকে এস, এস্ মোরিয়া নামক স্টীমারে ভারতে প্রেরণ করার কালে "মার্শেল" তিনি পলায়নের চষ্টা করিতে পারেন ভাবিয়া শ্রীরাণা, ম্যাডাম কামা প্রমুখ বিপ্লবীগণ "মার্শেল" একখানা ট্যাক্সি রাখিয়াছিলেন যাহাতে শ্রীসাভারকর উক্ত ট্যাক্সি চাপিয়া সরাসরি প্যারিসে চলিয়া যাইতে পারেন। ফরাসী পোর্ট পুলিশের নির্বুদ্ধিতায় স্টীমার হইতে আগত রক্ষিগণ তাঁহাকে পুনরায় বন্দী করিল। এই ব্যাপার নিয়া এক আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হইল। সে সময়ে শ্রীরাণা মুক্ত হস্তে অর্থব্যয় করিয়া, শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা, ম্যাডাম কামা, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং অন্যান্য ভারতীয় বিপ্লবীগণের সহযোগিতায় এক শক্তিশালী আন্দোলন শুরু করিলেন।

অগত্যা স্থির হইল হেগ আদালতে তাঁহার বিচার হইবে। বিচার হইল বটে, কিন্তু বিখ্যাত আইনজ্ঞ বার্লিনের অধ্যাপক কৌলারের মতে ইহাকে বিচার নহে, অবিচার, কুবিচার এমন কি ন্যায়ধর্মের ব্যভিচার বলা যাইতে পারে।

শ্যামাজীর সঙ্গে মতানৈক্য

এই ব্যাপারের পর হইতেই শ্রীরাণা এবং শ্যামাজীর মধ্যে মতানৈক্য প্রকাশ পাইল। ম্যাডাম কামা আয়ার, ত্রিমূল, আচারিয়া, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্যামাজীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিলেন। তাঁহারা মনে করিলেন শ্যামাজীর কথা এবং কার্যের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে না। অবস্থা এরূপ তিক্ত হইল যে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় "বন্দেমাতরম" এবং "তলোয়ার" পত্রে এমন কি দুই চারিখানা ইংরেজী ও ফরাসী পত্রিকায়ও শ্যামাজীর কোনো কোনো কার্যের কঠোর সমালোচনা করিয়া প্রবন্ধ প্রকাশ করিলেন।

আমাদের প্যারিস যাত্রা

আমি এবং মহারাষ্ট্র চিৎপাবন ব্রাহ্মণ ছাত্র পণ্ডিত তুকারাম কৃষ্ণ লাড্ডু প্রথম যুদ্ধের পূর্বে প্যারিসে গিয়াছিলাম। সে সময়ে শ্রীরাণার পরিবারেও আমাদের যাতায়াত ছিল। তাঁহার বিদুষী জার্মেন পত্নী এক নৈশভোজে আমাদিগকে আপ্যায়িত করেন। তিনি আমাদিগকে পাইয়া ঠিক আমাদের দেশের মহিলাদের মতই পিতৃভূমির বহুবিধ তথ্য জানিবার জন্য উদগ্রীব হইলেন। জার্মেনীর বিবিধ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সংবাদ লইলেন। ফ্রাউ রাণা রিচার্ড হ্বাগনারের সুবিখ্যাত গীতাভিনয় (opera) "পার্শিফাল" সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ করিলেন। "পরবর্তী ১লা জানুয়ারী (১৯১৪) তারিখে, রিচার্ড হ্বাগনারের মৃত্যুর ৩০ বৎসর পূর্ণ হইয়া যাইবে সুতরাং হ্বাগনারের উইল অনুযায়ী উহার অভিনয়ের উপর বাধা নিষেধ অপসারিত হইবে। অতএব, পৃথিবীর সকল দেশের রঙ্গমঞ্চ 'পার্শিফালের" অভিনয় করিবে। রাশিয়া হইতে জাপান পর্যন্ত কোনো দেশ অভিনয়ে দ্বিধা করিবে না। লণ্ডন, প্যারিস, ভিয়েনা রোম, বুদাপেস্ট প্রভৃতি প্রত্যেক নগর যদি "পার্শিফাল" অভিনয় করিবার অধিকার পায় তবে হ্বাগনারের পারিবারিক ক্ষুদ্র রঙ্গমঞ্চ, যাহাতে অভিনয় দেখার উদ্দেশ্যে সমগ্র পৃথিবীর মঞ্চামোদীগণ "বাইরথে" (Raveru'n) ছুটিয়া আসেন তাহা বন্ধ হইয়া যাইবে না কি? বাইরথের গৌরবোজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হইবে না কি? তিনি বলিলেন, সমগ্র জগতের ইস্‌লাম ধর্মের অনুসরণকারীগণ যেমন মক্কায় যায়, আপনাদের হিন্দুগণ যেমন যায় গয়ায়, ইউ-রোপের এবং আমেরিকার নরনারী তেমনই শীতকালে ছুটিয়া যাইবেন বাইরথে। আমার মনে হয়, তাঁহার পুত্র যে আরও ৩০ বৎসরের জন্য ইহার অভিনয়ের একচেটিয়া অধিকার প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহা মঞ্জুর করা লাইপজিগ হাই-কোর্টের বিচারকগণের পক্ষে উচিত হইত"—ইত্যাদি। তারপর তিনি সিলার মিউজিয়ম, গ্যায়টে (Goethe) মিউজিয়াম প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করিলেন। তিনি একবার ভারতবর্ষে আসিবেন, এবং ভারতের ঐতিহ্য স্বচক্ষে দর্শন করিয়া জীবন ধন্য করিবেন তাহাও বলিলেন।

শ্রীরাণার উদারতা ও বদান্যতা

শ্রীরাণার উদারতা, বদান্যতা, তাঁহার পত্নীর আতিথেয়তা এবং শ্রীরাণার প্রথম পক্ষের জ্যেষ্ঠপুত্র রনজিত সিং-এর সহৃদয় ব্যবহার ভারতবাসী মাত্রেরই চিত্ত জয় করিত। সকলেই ভাবিতেন, রাণা পরিবার যেন তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ

ভ্রাতার ঘর। শ্রীরাণার বাড়িতে সর্বশ্রেণীর ভারতীয় পর্যটক উপস্থিত হইতেন; আবশ্যকবোধে অর্থসাহায্য ও অকুণ্ঠ সহযোগিতা পাইতেন। লণ্ডনে বিপিনচন্দ্র পালের বাড়ি ও প্যারিসে রাণার গৃহটি ভারতীয়গণের এক মিলন ক্ষেত্র (Rendezvous) ছিল।

ভারতে অস্ত্র সরবরাহ

১৯১২-১৩ সালে ভারতবর্ষে প্রচুর অস্ত্র প্রেরণের জন্য তিনি নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করেন। বিভিন্ন প্রদেশের বিপ্লবীগণও অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণের জন্য তাঁহার নিকট হইতে বেশ মোটা টাকা লইতেন। রণজিত সিং আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, তার মধ্যে কেহ কেহ অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণ করিতেন, কেহ বা সমুদয় টাকাই আত্মসাৎ করিয়া গা ঢাকা দিতেন। এ সম্পর্কে একটি "বঙ্গবীরের" কাহিনীও আমরা অবগত আছি। তিনি পরে ভারত-জার্মেন বিপ্লবী কমিটির সামান্য কয়েক লক্ষ ডলার নানা প্রকার ছল চাতুরী করিয়া লুটিয়া লইয়াছিলেন। তিনি এখনও জীবিত আছেন। আমেরিকার কোন এক ব্যাঙ্ক হইতে সুদের টাকা তুলিয়া আনিয়া ঘর সংসার চালান ব্যতীত তাঁহার আর কোনো উদ্বেগ নাই। প্রচুর অর্থের মালিক শ্রীরাণা ছিলেন নিরহঙ্কার, নিরভিমান, নির্বিকারচিত্ত। দেশবাসী তাঁহাকে ঠকাইলেও তিনি ব্যথিত হইতেন না, অর্থনাশের জন্য তাঁহার মনস্তাপ হইত না। ভারতীয় জাতীয়তাবাদীগণ কর্তৃক প্রতারিত হইলেও তাঁহার ক্ষোভ দেখা যাইত না। আশ্চর্যের বিষয়, এইরূপ একটি পুরুষসিংহকে প্রতারণা করার প্রবৃত্তি বেশ কয়েকজন যুবকেরই ছিল। তাহাদের জীবন অবশ্য কোনো ভাবেই সার্থক হয় নাই।

প্রথম মহাযুদ্ধ

প্রথম মহাযুদ্ধের গোড়ার দিকে, ১৯১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, আমরা যখন "বার্লিনে ভারত উদ্ধার উদ্যোগে" ব্রতী, তখন আমাদের সমিতির অন্যতম ভাইস-প্রেসিডেন্ট ব্যারন ওপেনহাইম (ইনিই জার্মেন গভর্ণমেন্টের পক্ষে প্রতিনিধি ছিলেন) তাঁহারই বাসভবনে আমাদের এক সান্ধ্যসভায়, বেয়ার্নের (Bern) এক পত্রিকা পাঠ করিয়া শুনাইলেন। প্যারিসের সংবাদসরবরাহ প্রতিষ্ঠান 'হাভাজ এজেন্সী' সংবাদ দিয়াছে, "প্রসিদ্ধ ভারতীয় জহরৎ ব্যবসায়ী মসিয়েঁ এস. আর রাণা, তাঁহার পত্নী (জনৈকা জার্মেন মহিলা) এবং পুত্র মসিয়েঁ রণজিত সিং গভর্ণমেন্টের আদেশে "মার্টিনিক" (Martinique) দ্বীপে অন্তরীণ হইয়াছেন। প্রকাশ যে, তাঁহারা ভারতীয় বিপ্লববাদী, এই যুদ্ধকালেও তাঁহাদের আচরণ সন্দেহ-

মূলক বিবেচিত হওয়ায় গভর্ণমেন্ট তাঁহাদের উপর নির্বাসন ও অন্তরীণ দণ্ড প্রদান করিয়াছেন।"

আমরা বিস্মিত ও ব্যথিত হইলাম। আমরা চেষ্টা করিতেছিলাম শ্রীরাণা, ম্যাডাম ভিকাজী কামা এবং অন্যান্য ভারতীয় বিপ্লবীগণকে প্যারিস হইতে প্রথমতঃ নিরপেক্ষ সুইজারল্যাণ্ডে আনাইয়া পরে তথা হইতে বার্লিনে নিয়া আসিব।

ব্যারন ওপেনহাইমও গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, তাঁহারই অক্ষমতার দরুন তাঁহাদিগকে বার্লিনে আনানো সম্ভব হয় নাই। তিনি যে সকল নিরপেক্ষ গুপ্তচরের উপর তাঁহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহারা ইহাদের সন্ধান করিতে পারে নাই।

বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলিলেন, "হ্যার ব্যারন। আপনার কোনো ত্রুটি হয়নি। ফ্রান্সের সঙ্গে জার্মেনীর যুদ্ধাবস্থা ঘোষিত হয়েছে ৩১শে জুলাই। আমাদের সঙ্গে আপনার সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে ৩রা সেপ্টেম্বর। এই এক মাসেরও বেশী সময়ের মধ্যে নিশ্চয়ই ভারতীয় বিপ্লবীগণ তাঁদের পূর্বেকার বাসস্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, হয়ত বা তাঁদের কোনো কনসেনট্রেশন Concentra-tion) ক্যাম্পে আগস্ট মাসেই স্থানান্তরিত করা হয়েছিল।"

যুদ্ধোত্তরকাল

১৯১৯ সালে মার্টিনিক দ্বীপের বন্দীশালা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া শ্রীরাণা প্যারিসে প্রত্যাবর্তন করিলেন। কিন্তু তাঁহার সহযাত্রীদ্বয়—তাঁহার স্ত্রী এবং জ্যেষ্ঠপুত্র রণজিতকে মার্টিনিক দ্বীপের বালিরাশিতে হারাইয়া তিনি ফিরিলেন নিঃসঙ্গ অবস্থায়। অন্তরীণ কালে তাঁহার স্ত্রী ও পুত্র উভয়েই ইহলোক ত্যাগ করেন। ইঙ্গ-ফরাসী শক্তি হারিতে হারিতে বিলুপ্তির মুখে যাইয়াও শেষ পর্যন্ত আমেরিকার অফুরন্ত ধনবল, জনবল ও অস্ত্রশস্ত্র পাইয়া বাঁচিয়া গিয়াছে। আরও কিছুকাল সাম্রাজ্যবাদী প্রতাপ, দর্প ও দম্ভ অক্ষুণ্ণ থাকিবে, এশিয়া ও আফ্রিকার উপর ক্রমবর্ধমান নির্যাতন, অত্যাচার ও দুঃশাসন সবই টিঁকিয়া থাকিবে ইহা প্রায় নিশ্চিত। এই সকল ভাবিয়া শ্রীরাণা নিরাশ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ক্ষুরধার বুদ্ধি এবং চিন্তাশক্তির বিপর্যয় ঘটিতে লাগিল। ইংরেজীতে একটা প্রবাদ আছে, "Time is the best healer of all worries" (সময়ই সর্বপ্রকার উদ্বেগের উৎকৃষ্ট আরোগ্য কারক ঔষধ)। কিছুদিন পর শ্রীরাণা শান্ত হইলেন, সুস্থ হইলেন, এবং মানসিক স্থৈর্য ফিরিয়া পাইলেন। তিনি ধীরে ধীরে আবার ব্যবসা শুরু করিলেন। সাহিত্য, দর্শন, জীবতত্ত্ব নিয়া আলোচনা ও পাঠে মনোনিবেশ

করিলেন। পুনরায় তাঁহার পরিবার ভারতীয়দের মিলন-ক্ষেত্র হইয়া উঠিল। বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথ, বিপ্লবী লালা হরদয়াল, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, লালা লাজপৎ রায়, ভাই পরমানন্দ, বিঠলভাই প্যাটেল, পি, এম, বাপাত, ইন্দুলাল যাজ্ঞিক প্রমুখ দেশভক্ত এবং বহু গুণীজ্ঞানী প্যারিসে তাঁহার গৃহে দিনের পর দিন অবস্থান করিয়াছেন।

ম্যাডাম কামা

ভগ্নীসদৃশা সহকর্মী ম্যাডাম ভিকাজী কামা ১৯১৪ সালেই ভিসি (Vichy)র একটা পুরাতন দুর্গে বন্দী ছিলেন। তরুণ বয়সেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। চারি বৎসরের অধিককাল একটি প্রাচীন দুর্গের আলোবাতাসহীন অস্বস্তিকর পরিবেশে থাকিয়া তিনি সম্পূর্ণ ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়া প্যারিসে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীরাণা দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাকে ভারতে প্রত্যাবর্তনের জন্য প্যারিসে ব্রিটিশরাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে চেষ্টা করিতে উপদেশ দিলেন।

শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মার মহাপ্রয়াণ

শ্যামাজী ও তাঁহার পত্নী ভানুমতী কৃষ্ণবর্মা জেনেভায় একরূপ কর্মহীন জীবনই যাপন করিতেছিলেন। শ্রীরাণার সহিত তাঁহাদের আর কোনো সম্পর্ক ছিল না।

১৯৩০ খৃস্টাব্দে শ্রীরাণা শ্যামাজীর মৃত্যু সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া গেলেন মিসেস ভানুমতী কৃষ্ণবর্মার সান্নিধ্যে। ভানুমতী তাঁহার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিলেন, তাঁহাকেই তাঁহাদের এস্টেটের ট্রাস্টী নিযুক্ত করিলেন। শ্রীরাণা স্বর্গত কৃষ্ণবর্মার অভিলাষ অনুযায়ী প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০ লক্ষ ফ্রাঁ দান করিয়া ভারতীয় ছাত্রগণের জন্য "এনডাওমেণ্ট" প্রতিষ্ঠা করিলেন।

স্বাধীন ভারতে প্রত্যাবর্তন

১৮৯৮ সাল হইতে ১৯৪৮ পর্যন্ত অর্ধশতাব্দীকাল লণ্ডন ও প্যারিসে অতিবাহিত করিয়া শ্রীরাণা ১৯৪৮ সালে প্রথমতঃ কয়েক মাসের জন্য স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং ১৯৪৯ সালে পুনরায় প্যারিসে গিয়া কর্মজীবনের সকল দায় ও দায়িত্ব মিটাইয়া বৎসরাধিক কাল পরেই চিরদিনের জন্য মাতৃভূমিতে ফিরিয়া আসিলেন। স্বগ্রাম, স্বদেশ ও স্বজাতি তাঁহাকে সানন্দে বরণ করিয়া লইয়াছে। তিনি দেশের মাটিতে আসিয়া লুপ্ত স্বাস্থ্য অনেকটা উদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছেন। প্রবীণ বীর বিপ্লবীকে আমরা সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাইতেছি।

ম্যাডাম ভিকাজী রোস্তম কামা

১৯৩৬ সালের ১২ই আগস্ট বোম্বাইএর পার্শী জেনারেল হাসপাতালের একটি নিভৃত কক্ষে ম্যাডাম ভিকাজী রোস্তম কামা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনিই ছিলেন ইউরোপে একমাত্র ভারতীয় বিপ্লববাদিনী নায়িকা। দীর্ঘ ৩০ বৎসরকাল ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সে ভারতের মুক্তির জন্য সম্ভবপর সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালাইয়া ১৯৩৪ সালের নভেম্বর মাসে বার্ধক্য, ভগ্ন স্বাস্থ্য এবং হতাশ হৃদয় নিয়া মাতৃভূমিতে ফিরিয়া আসেন এবং প্রায় দশ মাস কাল রোগ ভোগের পর চিরশান্তি লাভ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭৫ বৎসর।

পরিচয়

১৮৬১ সালে ভিকাজী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ছিলেন বোম্বাই-এর অন্যতম পার্শী বণিক শেঠ সোরাবজী ফ্রেমজী প্যাটেল। শৈশবেই ভিকাজীর চরিত্রে ফুটিয়া উঠিল দৃঢ়তা ও প্রখরতার দীপ্তি। ভিকাজী ছিলেন তাঁহার পিতা-মাতার নয়টি সন্তানের অন্যতম। তাঁহার ভ্রাতাগণ সকলেই কৃতী পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া যশ এবং বিপুল ধনসম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। বিদ্যালয়ে সভা-সম্মেলনে এবং সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানে ভিকাজীর সঙ্গীত, আবৃত্তি ও বক্তৃতাদানের দক্ষতা এবং চরিত্রমাধুর্য পার্শী সম্প্রদায়ের উদীয়মানগণের মধ্যে বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিল। অবশেষে ১৮৮৫ সালে, ২৪ বৎসর বয়স্কা ভিকাজী তাঁহার চাইতে এক বৎসরের জ্যেষ্ঠ রোস্তম, কে, আর, কামা নামক পার্শী সলিসিটারের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইলেন।

রোস্তম কামাও ছিলেন এক বিখ্যাত পরিবারের নয়টি ভ্রাতাভগ্নীর অন্যতম। তাঁহার পিতা সুপ্রসিদ্ধ প্রাচ্যতত্ত্ববিশারদ অধ্যাপক খুরসেদজী রোস্তমজী কামা উদার, তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন স্নেহশীল পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার জ্ঞান ও বিদ্যা ভিকাজীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিল। তিনি তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া অখণ্ড মনযোগ সহকারে তথ্যপূর্ণ, জ্ঞানগর্ভ আলোচনা শ্রবণ করিতেন, ভক্তিতে তাঁহার চিত্ত ভরিয়া উঠিত।

স্বামীর সহিত মতবিরোধ

কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই স্বামীর সহিত ভিকাজীর প্রকৃতিগত বিরোধ দেখা দিল। রাজনৈতিক মত ও পথ লইয়া উভয়ের মধ্যে নিয়ত বাদানুবাদ চলিল।

রোস্তম ছিলেন ধীরপন্থী। পববর্তীকালে, ১৯০৮ সালে "বোম্বে ক্রনিকল" নামক পত্রিকা প্রকাশ আবম্ভ হইলে, তিনি ফিরোজ শা মেহতার সহকারী ছিলেন এবং পবে ম্যানেজিং ডাইরেক্টার পদে উন্নীত হইয়া মৃত্যুকাল, ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত কার্য করেন। রোস্তম বিশ্বাস করিতেন, ইংরাজকে আবও অন্ততঃ এক শত বৎসব ভারতে রাখিলে ভাবতেব মঙ্গল হইবে। কিন্তু ভিকাজীব ধাবণা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত, তিনি মনে কবিতেন ভারতের মঙ্গলের জন্য অবিলম্বে ইংবাজেব শোষণ ও শাসনের অবসান চাই। বিবাহেব পব ৫।৬ বৎসব যাইতে না যাইতেই উভয়েব চিন্তাধারার বৈপরীত্য পবিস্ফুট হইয়া উঠিল, ভিকাজীর অন্তবাত্মা স্বামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল।

প্লেগ হাসপাতালে শুশ্রূষা

স্বামীস্ত্রীতে বাক্যালাপ নাই। একজন কি কবেন, অপবে তাহাব খবব বাখা নিষ্প্রয়োজন মনে কবেন। এমন সময়ে বোম্বাইয়ে দারুণ প্লেগেব আক্রমণ শুরু হইল। দেখা গেল ভিকাজী কামা এক সাদা এপ্রন পবিয়া পার্শী পঞ্চায়েৎ প্রতিষ্ঠিত প্লেগ হাসপাতালে শুশ্রূষা কার্যে নিযুক্ত। ডাক্তাব কে, এন, বাহাদুবজী বোগীদেব চিকিৎসা কবিতেছেন, বিউবোনিক প্লেগে আক্রান্ত রোগীগণকে অপারেশন কবিতেছেন। ভিকাজী স্বহস্তে ব্যাণ্ডেজ বাঁধেন আব বোগীদেব পথ্য দেন, ঔষধ দেন। আহাব নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তপস্বিনীব মত শুশ্রূষা কার্যে তিনি প্রাণ মন ঢালিয়া দিলেন। তাঁহাব আত্মীয়গণ সকলেই তাঁহাকে এই কার্য হইতে নিবৃত্ত করিবাব চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইলেন। সেই যুগে প্লেগের টীকা আবিষ্কৃত হয় নাই, তথাপি দুঃসাহসী ভিকাজী ভীত হইলেন না। শত শত রোগীর সেবা করিলেন। ভিকাজী মরিলেন না, ভবিষ্যৎ জীবনে প্লেগ অপেক্ষা অনেক বেশী দুর্দমনীয়, ভয়াল, সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশেব সঙ্গে লড়িবার জন্যই বাঁচিয়া রহিলেন।

ইউরোপ যাত্রা

নিজেব স্বাস্থ্যোন্নতি এবং প্রধানতঃ রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সবিশেষ জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে ভিকাজী ১৯০১ সালের এপ্রিল মাসে ইউরোপ যাত্রা করিলেন। লণ্ডনে উপনীত হইয়া তিনি প্রথমতঃ হোবর্ন (Holborn) অঞ্চলে একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে দুইটি কক্ষ লইয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলেন এবং ন্যাশনেল কংগ্রেসের প্রচার কার্যে মিঃ দাদাভাই নৌরজীর সঙ্গে আত্মনিয়োগ

করিলেন। মিঃ নৌরজী ম্যাডাম কামাকে শ্রীসর্দার সিং রাণার সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন। সর্দার সিং সে সময়ে ইনার টেম্পল ইন্‌স অব কোর্টে ব্যারিস্টারী পড়িতেছিলেন। তাঁহারই মাধ্যমে তিনি পণ্ডিত শ্যামাজীর সঙ্গেও পরিচিত হইলেন।

১৯০৫ সালে শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা "ইণ্ডিয়ান সোশিওলজিস্ট" পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলে ভিকাজী উক্ত পত্রিকার একজন নিয়মিত লেখিকা হইলেন এবং শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা প্রতিষ্ঠিত "হোমরুল সোসাইটী"র একজন উৎসাহী সদস্যা হইলেন। ১৯০৫ সালের ১০ই মে সর্বপ্রথম লণ্ডনে প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের স্মৃতিবার্ষিকী শ্যামাজীর গৃহে অনুষ্ঠিত হইল এবং ম্যাডাম ভিকাজী কামা সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীসাভারকর

১৯০৬ সালের জুলাই মাসে শ্রীসাভারকর শ্রীসর্দার সিং রাণার ঘোষিত "শিবাজী" বৃত্তি লইয়া লণ্ডনে আগমন করিলেন। শ্যামাজী অবিলম্বে তাঁহাকে তাঁহার ৬৫, ক্রমওয়েল এভিনিউ, হাই গেইট নর্থে অবস্থিত 'ইণ্ডিয়া হাউসে'র অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন। সাভারকর অবিলম্বে ঐ বাটীতে তাঁহাদের নাসিক 'অভিনব ভারত সঙ্ঘের" শাখা স্থাপন করিয়া বৈপ্লবিক কার্য সম্প্রসারণে ব্রতী হইলেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত জাতীয়তাবাদী তরুণগণ "ইণ্ডিয়া হাউসেই" সম্মিলিত হইতেন। ম্যাডাম কামা তাঁহাদের সঙ্গে বিবিধ প্রকার সংগঠনমূলক কার্যে ব্যাপৃত হইলেন। সাপ্তাহিক সম্মেলন ও আলোচনায় তিনি ধীরভাবে তাঁহার স্বভাব-সুলভ স্নেহবাৎসল্যে তরুণ সহকর্মীগণকে প্রফুল্ল এবং প্রশান্ত রাখিতেন। এখানেই "ফ্রি ইণ্ডিয়া সোসাইটি" প্রতিষ্ঠিত হইল। ম্যাডাম কামা সোসাইটির পরামর্শদাত্রী নিযুক্ত হইলেন।

প্যারিস কর্মকেন্দ্রে

শ্রীসর্দার সিং রাণা মুক্তার (Pearl) ব্যবসা উপলক্ষে প্যারিসেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। ম্যাডাম কামা এবং শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মাও ১৯০৭ সালে প্যারিসে উপনীত হইলেন। প্যারিসে এক বৈপ্লবিক কর্মকেন্দ্র গড়িয়া উঠিল। শ্যামাজী সম্পাদিত "ইণ্ডিয়ান সোশিওলজিস্ট" ১৯০৯ সাল পর্যন্ত শ্রীসাভারকরের তত্ত্বাবধানে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হয়। ১৯০৭ সালে ১০ই মে সংবাদ প্রকাশিত হইল যে, সেই দিনেই লাহোরে লালা লাজপত রায়

এবং সর্দার অজিত সিংকে সহসা নির্বাসিত করা হইয়াছে। পরদিন, ১১ই মে, প্যারিসে ম্যাডাম কামা ও সর্দার সিং রাণার উদ্যোগে ভারতীয় সঙ্ঘের এক প্রতিবাদ সভার অধিবেশন হইল। ম্যাডাম কামা একটি দারুণ উত্তেজনাপূর্ণ আবেদনে দেশবাসীকে নির্বাসন দণ্ডের প্রতিহিংসা গ্রহণে উদ্দীপ্ত করিলেন। এই আবেদন নিউইয়র্কের আইরীশ স্ব-তন্ত্রী দলের মুখপত্র "গ্যালিক আমেরিকান" পত্রে এবং ফ্রান্স, জার্মেনী, সুইজারল্যাণ্ড ও অন্যান্য দেশের সাম্যাবাদী পত্রিকা সমূহে মন্তব্যসহ প্রকাশিত হইল। জুন সংখ্যা (১৯০৭) ইণ্ডিয়ান সোশিয়োলজিস্ট পত্রিকাতেও ইহা প্রকাশিত হইল। লণ্ডনস্থ ইণ্ডিয়া হাউসে ৭ই জুন ভারতীয়-গণের এক প্রতিবাদ সভায় ইহার অনুলিপি বিতরিত হইল।

প্রথম জাতীয়পতাকা উত্তোলন

১৯০৭ সালের ১৮ই আগস্ট, ভারতীয় বিপ্লববাদিগণের ইতিহাসে এক পবিত্র দিন। সেই দিন জার্মেনীর স্টুটগার্ট (Stuttgart) সহরে আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী সম্মেলন হইবে। তিন বৎসর পূর্বে, আমস্টারডাম অধিবেশনে ভারতের প্রবীণ কংগ্রেস নায়ক মিঃ দাদাভাই নৌরজী ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এবারও পুনরায় ধীরপন্থী কোনো রাজনৈতিক নেতা ভারতের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হইয়া মুক্তিযজ্ঞের ঋত্বিকগণের বহু আকাঙ্খিত অংশ অভিনয়ে বিঘ্ন ঘটাইতে পারে এই আশঙ্কা লণ্ডন ও প্যারিস কেন্দ্রের কর্মিগণকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। উভয় কেন্দ্রের মতানুসারে স্থির হইল ম্যাডাম কামা ও শ্রীসর্দার সিং রাণা, প্রতিনিধি হিসাবে যাইবেন এবং তাঁহাদের সহকারী থাকিবেন বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। যথাসময়ে তাঁহারা যাত্রা করিলেন, কিন্তু স্টুটগার্টে পৌছিয়া তাঁহারা ব্রিটিশ সমাজতন্ত্রী ভারতশত্রু রামজে ম্যাকডোনাল্ডের অপচেষ্টায় প্রতিনিধিরূপে গৃহীত হইতে বাধাপ্রাপ্ত হইলেন। এই সময় ফরাসী সমাজতন্ত্রী নায়ক অধ্যাপক জোরে (Jaures), জার্মেন নায়ক হার বেবেল (Bebel), লিবক্লেখ্‌ট (Liebknecht), ম্যাডাম কামার বন্ধু ম্যাডাম রোজা লুক্‌সেমবুর্গ এবং অন্যতম ব্রিটিশনায়ক মিঃ হাইণ্ডম্যান প্রমুখ ব্যক্তিগণের সমর্থনে ইহারা পুরা প্রনিধিরূপে গৃহীত হইলেন। ম্যাডাম কামা তাঁহার বহুদিনের পরিকল্পিত স্বহস্তনির্মিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিলেন এবং পতাকা অভিবাদন করিয়া নিম্নে প্রদত্ত প্রস্তাবটি উত্থাপন করিলেন।

প্রস্তাব

"That the continuance of British Rule in India is positively

disastrous and extremely injurious to the best interest of India, and lovers of freedom of all over the world ought to co-operate in freeing from slavery the fifth of the whole human race inhabiting that oppressed country, since the perfect social state demands that no people should be subject to any despotic or tyrannical form of government."

ম্যাডাম কামা তাঁহার প্রস্তাবের সমর্থনে এক যুক্তিপূর্ণ উচ্ছ্বাসময়ী বক্তৃতায় সভাস্থ সকলকে স্তম্ভিত করিলেন। ঘন ঘন করতালিতে সভাভবন প্রকম্পিত হইল। রাম্‌জে ম্যাকডোনাল্ডের মুখ ভার ভার। মিঃ হাইণ্ডম্যান ব্যতীত সকল ব্রিটিশ প্রতিনিধি প্রস্তাবের বিরোধিতা করিলেন, ফলে সভাপতি প্রস্তাবটি ভোটে দিলেন না, বলিলেন যে এই প্রস্তাব যথা সময়ে আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্র সম্মেলনের ব্যুরোতে নথিভুক্ত করা হয় নাই। কিন্তু সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিগণের মধ্যে হৈ হল্লোড় উঠিয়াছে দেখিয়া তিনি এই বলিয়া সকলকে শান্ত করিলেন যে প্রস্তাবের ভাবটা (spirit) ব্যুরো এবং সম্মেলন সমর্থন করিয়াছে। এই অঙ্কের নায়িকা আমাদের বীরপ্রসবিনী ভারতমাতার বীর দুহিতা—ম্যাডাম কামা।

আমস্টারডাম অধিবেশনে আমাদের শ্রদ্ধাভাজন নৌরজী অনুরোধ করিয়াছিলেন, যাহাতে ব্রিটিশ পর্যবেক্ষণের অধীনে ভারতে হোমরুল প্রবর্তিত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে।

লণ্ডনের ন্যাশনেল কনফারেন্স

১৯০৭ সালে সুরাটে কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া যায়। ১৯০৮-এ কোনো অধিবেশন হইবে না এবং সেজন্যই ম্যাডাম কামা ও সাভারকর ১৯০৮ সালের ২০শে ডিসেম্বর লণ্ডনের ক্যাক্সটন হলে একটি ন্যাশনেল কনফারেন্সের আয়োজন করিলেন। তৎকালে লণ্ডনে সমবেত ভারতীয় নেতৃবৃন্দ লালা লাজপত রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, খাপার্দে, গোকুলচাঁদ নারাং এমন কি স্যার (পরবর্তী কালে হিজ হাইনেস) আগা খাঁ কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন। খাপার্দে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিলেন। ম্যাডাম কামা ওজস্বিনী ভাষণ দিয়া "বয়কট" প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। শ্রীজ্ঞান চাঁদ বর্মা তাহা সমর্থন করিলেন। তুর্কিস্থান (Turkey) একটি প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ায় শ্রীভি, ভি এস্ আয়ার তুর্কদের (Turks) অভিনন্দন জ্ঞাপনের প্রস্তাব করিলে আগা খাঁ

সোৎসাহে প্রস্তাব সমর্থন করিয়া উল্লসিত কণ্ঠে এক সুদীর্ঘ ভাষণ দিলেন। তৎপর সুপণ্ডিত ডক্টর আনন্দ কুমারস্বামী ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিভাষণ প্রদান করেন। শ্রীসাভারকর তাঁহার স্বাভাবিক তেজোদৃপ্ত কণ্ঠে সমর্থনজ্ঞাপক ভাষণ দেন। তাঁহার "স্বরাজ" সর্ব প্রকারের বন্ধন মুক্ত সার্বভৌম অধিকারসম্পন্ন স্বাধীনভারত।

নাসিক হত্যার মামলা

বোম্বাই সহরে নাসিক হত্যার মামলা সম্পর্কে শ্রীসাভারকরকে আসামী শ্রেণী-ভুক্ত করা হয়। তাঁহাকে সমর্থন করার জন্য ম্যাডাম কামা বোম্বাই-এ ব্যারিস্টার নিযুক্ত করেন। লণ্ডনে সাভারকরের সলিসিটার মিঃ ভ'ন (Voughan) এর নিকট অর্থ প্রেরণ করিয়া মিঃ ব্যাপটিস্টার নিকট মামলা সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজ-পত্র প্রেরণের নির্দেশ দেন। মামলার বিচারকালে অন্যতম আসামী ছত্রভুজ রাজসাক্ষী হইয়া কি ভাবে প্যারিসে শ্রীরাণার বাটী হইতে ব্রাউনিং পিস্তলের বাক্স লইয়া বোম্বাই পৌঁছিয়াছিলেন তাহা বর্ণনা করেন। ম্যাডাম কামা সংবাদ পাওয়া মাত্র ভাবিলেন, এবার সর্দার সিং-কও জড়াইবে এবং শ্রীসাভারকরও অধিকতর বিপন্ন হইবেন। স্বাধীনতা মহাযজ্ঞের এই দুই প্রধান নেতাকে যে কোনো ভাবে রক্ষা করার চিন্তায় তিনি অধীর হইলেন এবং সহকর্মীগণের মধ্যে কাহারও সঙ্গে পরামর্শ না করিয়াই সরাসরি ব্রিটিশ কনসাল জেনারেলের অফিসে উপস্থিত হইলেন। কনসাল জেনারেল তাঁহার কার্ড পাইয়া স্বয়ং দ্বার পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। সম্ভবতঃ তিনি আশায় উৎফুল্ল হইলেন, বুঝি এই সংগ্রামী ভারতীয় বিপ্লবী নারী এইবার আত্মসমর্পণ করার জন্যই উপস্থিত। হয়ত বিগত পাঁচ বৎসরের সন্ত্রাসক ঘটনাবলীর ইতিহাস এবার উদঘাটিত হইবে। ম্যাডাম কামা আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "আমি এসেছি সেই কুখ্যাত (notorious) ব্রাউনিং পিস্তলের কাহিনী বিবৃত করতে। পিস্তলের বাক্স সর্দার সিং রাণার বাটীতে ছিল সত্য কিন্তু তিনি এর কিছু জানতেন না, সাভারকরও সে সম্বন্ধে অজ্ঞাত ছিলেন। উভয়ই নির্দোষ। আমিই পিস্তলগুলি সংগ্রহ করেছিলাম, বাক্সে বন্ধ করেছিলাম। আমিই ছত্রভুজ আমিনের সঙ্গে সেগুলো বোম্বাইতে পাঠিয়ে-ছিলাম। এই পিস্তল-ব্যাপারে সর্বপ্রকার দায়িত্ব আমার, আমিই সম্পূর্ণ দোষী।"

কনসাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তৎপর তিনি যথাযথভাবে বিবৃতি লিপিবদ্ধ করাইয়া অফিসে নথিভুক্ত করিলেন এবং ম্যাডাম কামাকে বসিয় দিলেন।

গৃহে ফিরিয়া ম্যাডাম কামা বর্ণনার এক অনুলিপি বোম্বাই-এ মিঃ ব্যাপটিস্টার নিকট প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার বা শ্রীরাণার নামে ওয়ারেন্ট বাহির হইল না। সম্ভবতঃ সাভারকর গ্রেপ্তারের ব্যাপারে যেরূপ আন্তর্জাতিক জটিলতার উদ্ভব হইয়াছিল তাহাতে ব্রিটিশ রাজনৈতিক ধুরন্ধরগণ আর অধিক জল ঘোলা করিতে সাহসী হন নাই।

বন্দেমাতরম ও টিনাভেলী কাণ্ড

১৯১১ সালের ১৭ই জুন ভান্সী (Vanchi) আয়ার নামক মাদ্রাজী যুবক টিনাভেলী জেলার এলেকাধীন একটি রেলপথের জংশনে রেল গাড়ীতে উপবিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ আসেকে (Ashe) গুলী বিদ্ধ করিয়া হত্যা করেন। এই সংবাদ আমরা বার্লিনে পরদিন পাইয়া পুলকিত হই। জুলাই সংখ্যা "বন্দেমাতরম" পত্রে ম্যাডাম কামা সাম্প্রতিক হত্যাকাণ্ড সমূহ ভগবদ্গীতার অনুশাসন ক্রমেই হইয়াছে বলিয়া মন্তব্য করেন। ইহাতে আরও উল্লেখ ছিল যে, যখন হিন্দুস্থান হইতে গিল্টী-করা দাসগণ লণ্ডনের রাস্তা সমূহে প্যারেড করিতেছে—রয়াল সার্কাসের অভিনেতারূপে এবং তাহাদিগকে গরুর মত ইংলণ্ডের নৃপতির পদতলে শায়িত করিয়াছে (তখন ৫ম জর্জের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে ভারতীয় রাজন্যবর্গ লণ্ডনে উপস্থিত ছিলেন) ঠিক সেই সময়েই আমাদের দুইজন সাহসী তরুণ তাঁহাদের বীরত্বব্যঞ্জক কার্য দ্বারা টিনাভেলী এবং ময়মনসিংহে (সাব ইন্সপেকটার রাজকুমার রায় হত্যা) প্রমাণ করিয়া দিলেন যে, হিন্দুস্থান নিদ্রিত নহে। ভান্সী আয়ারকে গ্রেপ্তার করার সময় তাঁহার নিকট এপ্রিল সংখ্যা "বন্দেমাতরম্" (যাহা মে মাসের শেষ দিকে প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া রাউলাট কমিটির রিপোর্টে বর্ণিত হইয়াছে) এবং তামিল ভাষায় লিখিত একখানা পত্র পাওয়া যায়। তাহাতে বুঝা যায় যে অনুষ্ঠিত হত্যাকাণ্ড রাজ্যাভিষেকের দিনে করারই পরিকল্পনা ছিল। প্রবন্ধে ছিল—"কোনো সভায়, কিম্বা কোনো বাংলোতে, রেলপথে কিম্বা কোনো গাড়ীতে, কোনো দোকানে কিম্বা কোনো গির্জায়, কোনো বাগানে কিম্বা কোনো মেলায় যেখানেই সুযোগ ঘটে ইংরাজকে অবশ্য হত্যা করিবে। ইহাতে অফিসার অথবা সাধারণ ব্যক্তির কোনো পার্থক্য করিবে না। মহান্ নানাসাহেব ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং আমাদের বন্ধু বান্ধবীরাও ইহা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের চেষ্টা জয়যুক্ত হউক। তাঁহাদের বাহু দীর্ঘতর হউক! এখন বস্তুতঃ

আমরা ইংরেজদের বলিতে পারি, জঙ্গল হইতে নিষ্ক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত চিৎকার করিও না (Dont shout till you are out of the wood. ;"

আশে (Ashe) হত্যার বিচার কালে প্রমাণিত হয় যে ভান্সী আয়ারের ব্যবহৃত পিস্তলটা ছত্রভুজ আমিন কর্তৃক প্যারিস হইতে আনীত ব্রাউনিং পিস্তল গুলির অন্যতম ছিল।

ম্যাডাম কামার কর্মব্যস্ততা

১৯১৩ সালে আমরা প্যারিসে গিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে, তিনি প্রথমতঃ মদনলাল ধিংড়ার জন্য অশ্রু বিসর্জন করিলেন। তাঁহার আত্মত্যাগের স্পৃহা যে অতুলনীয় ছিল তাহাও বলিলেন। তারপর শ্রীসাভারকর সম্পর্কে বলিতে গিয়া একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "সাভারকরের চিন্তাশক্তি ও কর্মশক্তির তুলনা নাই। ইংরাজ আন্তর্জাতিক আদালতের উপর এতটা প্রভাব বিস্তাব করিতে পারিবে তাহা কল্পনা করি নাই।" তারপর খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "ইংরাজই পৃথিবীতে স্বাধীনতার প্রধানতম শত্রু, মনিয়ার উইলিয়ামস্, পিট, মিক, হারবার্ট স্পেনসার কেহই প্রকৃত ইংরাজ নহে, প্রকৃত ইংরাজ লর্ড রবার্টস, ব্যালফুর, দুমুখো সাপ জন মর্লি প্রভৃতি।" আমরা বিমর্ষ হইলাম। তিনি আইরীশ স্বাতন্ত্র্য-বাদীগণের পত্র, পোলিশ জাতীয়তাবাদীগণের আবেদন, মিশর, তুরস্ক, মরক্কো এবং আরও নানাদেশের মুক্তিকামীগণের সঙ্গে যে সব পত্রালাপ হইতেছে তাহা দেখাইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিলেন। দুই বৎসর পূর্বেই ১৯০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত "বন্দেমাতরম" এবং "তলোয়ার" বন্ধ করিয়া দিয়া তিনি "ইণ্ডিয়ান ফ্রিডম" চালাইতেছিলেন।

অন্তরীণে ম্যাডাম কামা

মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর আমরা যখন বার্লিনে "ভারত উদ্ধার উদ্যোগ" আরম্ভ করিলাম তখন জার্মেন পররাষ্ট্র দপ্তরের নিরপেক্ষ দেশীয় গুপ্তচর প্যারিসে প্রেরণ করিয়াও তাঁহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কিছুকাল পর জানা গেল যে, তাঁহাকে কোন এক অজ্ঞাত স্থানে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে। যুদ্ধান্তে, ১৯১৯ সালে তিনি মুক্ত হন, তখন জানা যায়, তাঁহাকে ভিসিতে (Vichy) বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল। কারণ তিনি নাকি যুদ্ধ ঘোষণা হওয়ার কয়েক সপ্তাহ পরেই মার্শেই বন্দরে গিয়া ভারত এবং মধ্য প্রাচ্য হইতে আগত সৈনিক ও

যুদ্ধক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকদিগকে এই সাম্রাজ্যবাদী সংগ্রামে সহায়তা না করিবার জন্য আবেদন করেন এবং ফলে সহস্র সহস্র সৈনিক নাকি ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের অনুরোধে ফরাসী গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে অন্তরীণ করেন।

যুদ্ধের পর

যুদ্ধের পর তিনি হতাশ হৃদয়ে বিভিন্ন বন্ধুবান্ধবদের নিকটে পত্র লেখেন। ১৯৩৩ সালে হের হিটলার জার্মেনীর ডিকটেটার হওয়ায় তিনি পুনরায় আশান্বিত হইয়া উঠেন। ভাবিলেন ব্রিটেনের দর্পচূর্ণ হওয়ার সময় আসিতেছে। কিন্তু স্বাস্থ্য তাঁহার কোনকালেই খুব ভাল ছিল না, এই সময়ে তাহা আরও অবনতির পথে চলিল। বহু চেষ্টা করিয়া তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি-পত্র পাইলেন এবং বোম্বাই আসিয়া দাদাভাই নৌরজীর এক অতিবৃদ্ধা নাতনীর গৃহে আশ্রয় লাভ করেন। অত্যল্পকাল পরেই তিনি দেহত্যাগ করেন।

সে সময়েও মিঃ রোস্তম কামা জীবিত ছিলেন। তিনি পত্নীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন না, এমনকি মৃত্যুর পরে অন্ত্যেষ্টি কার্যেও যোগ দেন নাই।

পুণার "মারাঠা" সম্পাদক শ্রীকেটকার লিখিয়াছেন, "পার্শী সম্প্রদায় সে সময়ে অত্যন্ত ব্রিটিশভক্ত ছিলেন, তাঁহারা ম্যাডাম কামার ব্রিটিশবিরোধী কার্যাবলী শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন না। তাঁহাদের আচরণে মনে হয় ম্যাডাম কামা তাঁহাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিচ্যুত ছিলেন।" সম্ভবতঃ এই জন্যই সাভারকরের জীবনীতে দেখিতে পাই **"Madam Kama died unnoticed in Bombay amidst ungrateful surrounding."**

বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন। যুগ যুগ ধরিয়া নির্মম অত্যাচার আর নিপীড়ন সহ্য করিয়াই পরশাসনের হাত হইতে ভারতের মুক্তি অর্জিত হইয়াছে। বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন ভাবে নিরন্তর সংগ্রাম চালাইয়া যাঁহারা দেশের জন্য প্রতিটি রক্ত-বিন্দু নিঃশেষ করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের তালিকা দীর্ঘ। তার মধ্যে কেহ কেহ নির্বান্ধব প্রবাসে দারুণ যন্ত্রণাভোগ করিয়া রোগ শোক জর্জরিত দেহ বিলাইয়া দিয়াছেন আবার কেহ অজ্ঞাত কারণে, অজ্ঞাত অখ্যাত হিংস্র দানবের রক্তপিপাসা তৃপ্ত করিয়া বিদায় লইয়াছেন। তেমনি এক মুক্তি-যোদ্ধা ছিলেন বাংলার বীর বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। শেষোক্ত দলেরই অন্যতম ছিলেন তিনি। কোথায়, কি ভাবে তিনি দেহরক্ষা করিলেন তাহা আমরা নির্ণয় করিতে পারি নাই, পারিব সে ভরসাও আর নাই। কারণ, মস্কো, বার্লিন, ভিয়েনা ও বার্নে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসসমূহ আমাদের পররাষ্ট্র দপ্তরকে জানাইয়াছেন তাঁহার সন্ধান সংগ্রহে তাঁহারা অক্ষম।

বীরেন্দ্রনাথের পরিচয়

বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন পূর্ব বাংলার এক বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পরিবারের তেজস্বী সন্তান। ঢাকা জেলার অন্তর্গত তারপাশা (লৌহজং) স্টেশনের নিকটবর্তী ব্রাহ্মণগাঁও (বর্তমান পদ্মার গর্ভে বিলীন) নিবাসী অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের তিনি জ্যেষ্ঠ সন্তান। তাঁহার মাতা ছিলেন সুলেখিকা, সুগায়িকা বরদা সুন্দরী দেবী। মাতৃ ঐশ্বর্য হইতেই তাঁহার সন্তানগণ—বীরেন্দ্রনাথ, সরোজিনী, হারীন্দ্রনাথ ও মৃণালিনী পাইলেন কবিত্ব শক্তি, আর পিতা অঘোরনাথ হইতে পাইলেন বাগ্মিতা, তেজস্বিতা ও নির্ভীকতা। অঘোরনাথই ছিলেন প্রথম বাঙ্গালী, এমন কি সম্ভবতঃ প্রথম ভারতীয়—যিনি মধ্য ইউ-রোপের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সর্বপ্রথম "ডক্টরেট" ডিগ্রী নিয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। বিগত শতাব্দীর শেষ দশকে তিনি সুইজারল্যাণ্ডের জুরিখ (Zurich) বিশ্ববিদ্যালয়ে কেমিষ্ট্রি, ফিজিক্স এবং ফিলোজফি অধ্যয়ন করিয়া, জার্মান ভাষায় তাঁহার গবেষণার মৌলিক তত্ত্ব (inaugural dissertation) প্রকাশ করিয়া "ডক্টর অব ফিলোজফি" উপাধি লাভ করেন। তিনি হায়দ্রাবাদ ওসমানিয়া কলেজে অধ্যক্ষরূপে দীর্ঘকাল কৃতিত্বের সহিত কার্য করেন। উদারহৃদয়, আত্মভোলা, ঋষিতুল্য ছিলেন এই অধ্যক্ষ ডক্টর অঘোরনাথ।

বিলাত যাত্রা

বীরেন্দ্রনাথ ১৯০৩ সালে বি-এ পাশ করিয়া বিলাত গমন করেন। গোড়ার দিকে তিনি আই-সি-এস পরীক্ষায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, কিন্তু লেখাপড়াই তাঁহার একনিষ্ঠ সাধনার বস্তু হইয়া উঠে নাই। ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা তাঁহাকে পীড়িত করিয়া তুলিল, আত্মগ্লানিতে তাঁহার মন ভরিয়া উঠিল। পরীক্ষায় তিনি অকৃতকার্য হইলেন। তৎপর ব্যারিস্টারী পড়ার জন্য ভর্তি হইলেন "মিড্‌ল টেম্পল ইন্"-এ (Middle Temple Inns of Court), কিন্তু অত্যুগ্র দেশাত্মবোধ ও বৈপ্লবিক কার্যে যোগ থাকার অজুহাতে তাঁহাকে "ইন্‌স্" হইতে বহিষ্কৃত করা হয়, ফলে পিঞ্জরভাঙ্গা আহত ব্যাঘ্রের মত তিনি দুর্ধর্ষ যোদ্ধা হইয়া উঠিলেন।

বিপ্লবের পথে

বীরেন্দ্রনাথ ইংরেজী ও ফরাসী ভাষা ছাড়াও হিন্দী, উর্দু, আরবী, পার্শী এবং আরও কয়েকটি ভারতীয় ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন বলিয়া শ্রীসাভারকর, ম্যাডাম কামা এবং পণ্ডিত শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা তাঁহাকে প্রথম দিকে বিভিন্ন ভাষায় প্রচারপত্র রচনা ও প্রকাশ করার কার্যে নিযুক্ত করেন।

হায়দ্রাবাদে থাকা কালেই নিখুঁতভাবে গুলি চালনা, অসিক্রীড়া ও জিউজিৎসু শিক্ষা করিয়াছিলেন। লণ্ডনের "ইণ্ডিয়া হাউসের" বোর্ডার এবং ফ্রি ইণ্ডিয়া সোসাইটি ও "অভিনব ভারত সঙ্ঘের" সদস্যগণকে সে সকল শিক্ষা দিতে তিনি ব্রতী হইলেন। শ্যামাজী সম্পাদিত "ইণ্ডিয়ান সোশিওলজিস্ট" পত্রিকা পরিচালনা কার্যে তিনি সাভারকরের সহকর্মী হইলেন এবং ১৯০৭ সালে শ্যামাজী লণ্ডন ত্যাগ করিয়া প্যারিস যাওয়ার পর উক্ত পত্রিকা পরিচালনার ভার প্রধানতঃ তাঁহার উপরই প্রদত্ত হয়। তিনি অতি হৃদয়গ্রাহী ভাষায় ইংরাজী প্রবন্ধ লিখিতে পারিতেন। মাঝে মাঝে তাঁহার প্রবন্ধ লণ্ডন টাইমস, ডেইলী মেল ও অন্যান্য পত্রিকায়ও প্রকাশিত হইত। ১৯০৬ সালের গ্রীষ্মকালে মিশরের অবিসংবাদী নেতা মোস্তাফা কামিল পাশা (ইনি তুরস্কের প্রথম প্রেসিডেন্ট "মোস্তাফা কামাল পাশা" নহেন।) লণ্ডনে উপনীত হইলে চট্টোপাধ্যায় প্রথমতঃ একা, পরে ম্যাডাম কামা সহ তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁহারা দুর্দমনীয় বৃটিশ সিংহকে "কাবু" করার জন্য একযোগে কাজ করার কয়েকটি প্রস্তাব দেন। মোস্তাফা প্রথম দুই-তিন দিন তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, পরে আইরিশ স্বাতন্ত্র্যবাদী দলের নায়ক মিঃ

ও'ডোনেলের (O'Donnel) অনুরোধপত্র পাইয়া সর্বান্তঃকরণে আলাপ-আলোচনা করেন এবং মিলিত ভাবে কাজ করার প্রস্তাবে সম্মতি দেন। তৎকালে মিশরের জাতীয়তাবাদী তরুণ ও উদীয়মান নায়ক ফরিদ বে এবং খেদিবের মধ্যে যে মনান্তর চলিতেছিল, তাহা দূরীকরণের জন্যও চট্টোপাধ্যায় সবিশেষ তৎপর হন। পরবর্তীকালে ১৯১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ফরিদ বে বার্লিনে উপস্থিত হইলে আমরা ভারতীয় জাতীয়তাবাদীগণ যখন তাঁহার সঙ্গে মিশর ও ভারতের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করি তখন ফরিদ বলেন যে, কয়েক মাস পূর্বে প্যারিসে ম্যাডাম কামা এবং চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে এ বিষয় বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছে। তিনি তাঁহার স্মারকলিপি হইতে কোনো কোনো বিষয় (ফরাসী ভাষায় লিখিত) পাঠ করিয়া আমাদিগকে শোনাইলেন। আমাদের দলের বিষ্ণু সুক্‌তাঙ্কর (Suktankar) আমাদিগকে জার্মান ভাষায় সে সকলের মর্ম জানাইলেন। ফরিদ বে চট্টোপাধ্যায় ও ম্যাডাম কামার অশেষ প্রশংসা করেন। প্রধানতঃ ফরিদ বে-র চেষ্টায় প্যারিসে, বার্লিনে এবং ব্রেজিলে ভারতীয় বিপ্লবীগণ নব্য-তুর্কি দলের নায়ক সুক্রী পাশা, তালাৎ বে ও আলবেনিয়ার গদিচ্যুত শাসক এসাদ পাশার সঙ্গে আলাপ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ১৯০৭ সনের আগস্ট মাসে ম্যাডাম কামা এবং সর্দার সিং রাওজী রাণার সহিত বীরেন্দ্রনাথ জার্মানীর স্টুটগার্ট শহরে আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী সম্মেলনে যোগদান করেন। তথা হইতে কয়েকজন পোলিশ সমাজতন্ত্রীর সঙ্গে তিনি ক্রাকো যান এবং পরে 'ওয়ারস' (Warsaw) গিয়া কয়েক সপ্তাহ বাস করেন। তথায় পোলিশ বিপ্লবীদের ত্রিমুখী সংগ্রামের সঠিক তথ্য জ্ঞাত হন। পোলিশগণ একদিকে জার্মান শাসন, অন্যদিকে অষ্ট্রোহাঙ্গারীর জবরদস্তি এবং সর্বোপরি জার দ্বিতীয় নিকোলাসের রাজত্বকালে বর্বরযুগীয় তাণ্ডবের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির মধ্যেও যে গভীর দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত হইয়া বুক বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাহা লক্ষ্য করিলেন। চট্টোপাধ্যায় দেখিলেন, ইহাদের মুক্তি সংগ্রাম এক দুরূহ সাধনা। বুকের উপর একটি নয়, দুটি নয়, তিনটি জগদ্দল পাথর। তিন শক্তিশালী রাজ্য তিনপার্শ্বে সঙ্গীন উচু করিয়া দণ্ডায়মান, শ্বাস ফেলিবার অবকাশ নাই। তথাপি ইহারা জীবনপণ করিয়া আত্মশক্তি প্রকাশ করিতে দৃঢ়চিত্ত। সেই তুলনায় ভারতের সমস্যা কিছুই নয়।

আয়র্লণ্ডে

স্বাধীনতা সংগ্রামের অপর এক পীঠস্থান ডাবলিন। চট্টোপাধ্যায় ডাবলিনে উপনীত হইলেন। এখানেও অনেক পরামর্শ হইল। কয়েক সপ্তাহ আয়র্লণ্ডে

বাস করিয়া তাঁহার উৎসাহ উদ্যম বহুগুণ বর্ধিত হইল। তাঁহার মন আনন্দে ভরিয়া উঠিল—ইংরাজের প্রতি আইরিশগণের ঘৃণা, প্রতিহিংসার আকাঙ্খা এবং তাহাদের সংগঠনপ্রতিভা তাঁহাকে মুগ্ধ করিল।

প্যারিস শহরে

১৯০৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চট্টোপাধ্যায় লণ্ডন ত্যাগ করিয়া প্যারিসে গমন করেন। ইতিমধ্যে ম্যাডাম কামা 'বন্দেমাতরম' নামে পত্রিকা প্রকাশ আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি গিয়া তাঁহার শক্তি বৃদ্ধি করিলেন। পরে "তলোয়ার" নামক পত্রিকা পরিচালনায়ও কৃতিত্ব দেখাইলেন।

পত্রিকা প্রকাশ, ভারতে স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার ও সুযোগ সুবিধা মত ভারতে অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণ প্রধানতঃ এই তিন কার্যই অবশ্য কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইল। অন্যদিকে রুশ নিহিলিস্ট, পোলিশ সন্ত্রাসবাদী দল, আইরিশ বিপ্লবী, মিশরীয় জাতীয়তাবাদী এবং তরুণ তুর্কীদলের সঙ্গে যোগাযোগ দৃঢ়তর করিবার কাজেও তিনি সবিশেষ উৎসাহী হইলেন। উক্ত বিভিন্ন দেশীয় অগ্নিমন্ত্রের উপাসকগণ প্যারিস, ব্রুসেলস্, জেনেভা, জুরিখ, বার্লিন এবং ভিয়েনায় বিপ্লবের কাজে অবিরাম ঘুরিতেন. চট্টোপাধ্যায় মাঝে মাঝে তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হইতেন।

জার্মানীতে

১৯১৪ সালে প্যারিসে অবস্থিত ভারতীয়গণ অনুমান করিতে পারিলেন যে, পুনরায় ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধ আসন্ন এবং তাহাতে গ্রেটবৃটেন ফ্রান্সের পক্ষেই যোগ দিবে।

চট্টোপাধ্যায় অনতিবিলম্বে জার্মেনীতে চলিয়া গেলেন। ১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে তিনি প্রুশিয়ার অন্তর্গত হালি নামক শহরে যাইয়া তথাকার একটি পুস্তক প্রকাশক কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হইলেন—তাহাদের জন্য জার্মান ভাষায় হিন্দী, উর্দু ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার প্রাথমিক পুস্তক প্রণয়ন করিবেন।

তিনি কিছু অর্থও অগ্রিম লইলেন এবং তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে 'ডক্টরেট' ডিগ্রি লাভের আকাঙ্ক্ষা লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়েও ভর্তি হইলেন।

১৪ই এপ্রিল পথিমধ্যে হঠাৎ আমার সহিত দেখা হয়। তাঁহার এবং আমার বাড়ীর মধ্যে মাত্র ৩ খানা বাড়ীর ব্যবধান ছিল। দুই চারিদিনের আলাপেই সবিশেষ বন্ধুতা হইল।

যুদ্ধের প্রথম কয়দিন আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলাম। ভয় হইতেছিল হয়ত ইংলণ্ড নিরপেক্ষ থাকিবে, তাহা হইলে আমাদের অবস্থার পরিবর্তনের কোনই সম্ভাবনা থাকিবে না। কিন্তু ৪ঠা আগস্ট মধ্যরাত্রে ইংলণ্ডের রাষ্ট্রদূত বার্লিনের পররাষ্ট্র দপ্তরে যুদ্ধ ঘোষণাপত্র প্রদান করিয়াছেন বলিয়া পরদিন প্রত্যুষে সংবাদ পাইলাম। আমাদের মনে আশার সঞ্চার হইল।

চট্টোপাধ্যায়ের ব্রিটিশ সাহায্য গ্রহণ

জার্মেনীব সঙ্গে গ্রেট ব্রিটেনের যুদ্ধ ঘোষণার সংবাদ অবগত হইয়া ৫ই আগস্ট সারাটি দিন চট্টোপাধ্যায আনন্দে উৎফুল্ল ছিলেন, মনে হইতেছিল তিনি যেন স্বপ্নবাজ্যে বাস করিতেছেন। সন্ধ্যাব পব তাঁহার পুস্তকপ্রকাশক প্রতিষ্ঠান হইতে টেলিফোনে সংবাদ পাইয়া তিনি তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। তাঁহারা জানাইলেন যে গ্রেট ব্রিটেন যুদ্ধে যোগ দেওয়ায় চট্টোপাধ্যায় সংকলিত প্রাথমিক পুস্তকগুলির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হইল। যুদ্ধ কতকাল চলিবে কেহ জানে না, সুতরাং এই সকল পুস্তক প্রকাশ এখন বন্ধ রাখিতে হইবে।

প্রকাশক প্রতিষ্ঠানেব বক্তব্য শুনিয়া তাঁহার মাথায যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি প্যাবিসে থাকিতেই ৪০০ মার্ক উক্ত প্রতিষ্ঠান হইতে পাইয়াছিলেন, তৎপর মে, জুন, জুলাই মাসেও মাসিক ১৫০ মার্ক করিয়া পাইযাছেন, এখন তাহা বন্ধ হইয়া গেলে, কি করিয়া তাঁহার চলিবে?

পরদিন ৬ই আগস্ট প্রত্যুষেই তিনি আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, অর্থাভাবে তাঁহাকে দারুণ সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে হইবে।

আমারও অবস্থা একই প্রকার হইতে পারিত যদি না কয়েকটি পরিবার আমার ভরণপোষণের দায়িত্ব লইতে অগ্রসর হইতেন। ফ্রাউ আনামেকী স্মিনের পরিবারে সঙ্কটকালে স্থান পাইব এরূপ প্রতিশ্রুতি আমি পাইয়াছিলাম। সহপাঠী বন্ধুগণ যুদ্ধে যোগ দিতে যাওয়ার পূর্বে তাঁহাদের পিতামাতাকে, স্থান বিশেষে অভিভাবিকা মাতা কিংবা জ্যেষ্ঠ সহোদরদিগকে, আমার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে বলিয়া গিয়াছিলেন। আমার গৃহকর্ত্রীও যে পর্যন্ত তাঁহার এবং তাঁহার কন্যাগণের খাদ্যাভাব না হইবে সেই পর্যন্ত আমার আহার এবং বাসস্থান দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না এরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন।

কিন্তু চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে এরূপ সুযোগ লাভ করার আশা নাই, কারণ তিনি মাত্র ৩ মাস জার্মেনীতে বাস করিয়াছেন, তেমন বন্ধুবান্ধব ও সহপাঠীর সাহায্য পাওয়ার আশা করা যায় নাই।

প্রাতরাশের সময়ে খানিকটা আলোচনায় জ্ঞাত হইলাম যে ১৯০৯ সালে মদনলাল খিংড়া কর্তৃক স্যার কার্জন ওয়াইলী নিহত হওয়ার পর তাঁহার ভগ্নী সরোজিনী নাইডু এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া জানাইলেন, তাঁহাদের পিতৃদেব ডক্টর অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় বীরেন্দ্রনাথের রাজদ্রোহকর এবং বৈপ্লবিক কার্যকলাপে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছেন, তিনি বীরেন্দ্রনাথের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিতেছেন। এই বিবৃতি মোটেই সত্য নহে বলিয়া বীরেন্দ্রনাথ বার্লিন কমিটির সদস্যগণকে পরবর্তীকালে বলিয়াছিলেন। মহাযুদ্ধের পর ডক্টর অঘোরনাথের সঙ্গে যখন আমার সাক্ষাৎ হয় তখন ডক্টর নিজে আমাকে বলিয়াছিলেন যে, "সরোজিনীকে এরূপ বিবৃতি দিতে আমি নির্দেশ দেই নাই। উক্ত বিবৃতি পাঠ করিয়া আমার পুত্র বিদেশে যে মনোকষ্ট পাইয়াছিল তাহা ভাবিতে আজও আমার বক্ষ বিদীর্ণ হয়।"

১৯০৯ সালের শেষদিকে বীরেন্দ্রনাথ পাসপোর্টের জন্য উদ্যোগী হইলেন। স্যার হেনরী কটনের পুত্র মিঃ এইচ. ই. এ. কটনেব (যিনি পরবর্তী কালে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইয়াছিলেন) নিকট হইতে একখানা এবং স্যার মাঞ্চুরজী ভবনাগরীর নিকট হইতে একখানা সার্টিফিকেট পাওয়ায় তাঁহার উদ্দেশ্য সহজেই সিদ্ধ হইল। ঐ সময়ে লণ্ডনে উক্ত দুইজন ব্যারিস্টারকে অনুরোধ করিলেই তাঁহাবা ভারতবাসীদিগকে সার্টিফিকেট দিতেন। ১৯১০ সালে আমরা লণ্ডনে শুনিতে পাইয়াছিলাম যে সে বৎসরই ম্যাট্রিক পাশ যুবকগণের "ইন্‌স অব কোর্টে" ভর্তি হওয়ার শেষ বৎসর। ১৯১১ সাল হইতেই ব্যারিস্টারী পড়ার জন্য প্রার্থীগণকে অন্ততঃ গ্র্যাজুয়েট হওয়া আবশ্যক হইবে। এই জন্য লাহোরের লালা হরকিষণ লাল ৫০০ ম্যাট্রিক পাশ যুবককে একই স্টীমারে লণ্ডন প্রেরণ করিয়াছিলেন। ব্যারিস্টারী পড়ার জন্য "ইন্‌স অব কোর্টে" ভর্তি হইতে হইলে দুই জন প্র্যাকটিসিং ব্যারিস্টারের সার্টিফিকেট দরকার ছিল, তাহাতে লিখিত থাকিত "আমার বিবেচনায় প্রার্থী 'ইন্‌স্ অব কোর্টে' ভর্তি হওয়ার উপযোগী"।

মিঃ কটন এবং স্যার ভবনাগরীর চেম্বারে উপনীত হইলেই তাঁহারা বিনা দ্বিধায় সার্টিফিকেট দিয়া দিতেন। তাঁহাদের মনোভাব ছিল এই যে ভারতবর্ষ হইতে যে সকল প্রার্থী লণ্ডনে যাইবেন, তাঁহাদের পক্ষে দুই খানা এরূপ সার্টিফিকেট সংগ্রহ করা কঠিন ব্যাপার, সুতরাং এই অসঙ্গত বিধানকে অগ্রাহ্য করার জন্যই তাঁহারা যে কোনো ব্যক্তিকে উপযোগী বলিয়া বর্ণনা করিয়া তাঁহাদের বিপদ উদ্ধার করিতেন।

বীরেন্দ্রনাথও এঁদের সার্টিফিকেটের সাহায্যে সফল হইলেন। তৎপরবর্তী পাঁচ বৎসর কাল বহু ঝড়-ঝঞ্ঝা গিয়াছে, তথাপি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তাঁহার পাসপোর্ট বাতিল বলিয়া ঘোষণা প্রকাশ করেন নাই সুতরাং তিনি ব্রিটিশ প্রজা হিসাবে পাসপোর্টের সর্ব প্রকার সুযোগ সুবিধা ভোগ করিতে আইনত অধিকারী।

উভয়ে তাঁহার কক্ষে বসিয়া পাসপোর্টটি পরীক্ষা করিলাম। পাসপোর্টের ভাষায় আমরা আনন্দিত হইলাম। পাসপোর্টদাতা স্বয়ং সপ্তম এডোয়ার্ড। মনে হইল, ১৮৫৯ সালের ১লা নভেম্বর মহারাণী ভিক্টোরিয়া প্রদত্ত তথাকথিত "ম্যাগ্‌নাকার্টার" মতই ম্যাগনানিমিটি অর্থাৎ মহত্ব পরিপূর্ণ ভাষায় সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড ঘোষণা করিতেছেন যে পাসপোর্ট গ্রহীতা তাঁহার প্রজা মিঃ বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ইংলণ্ডে, ইংলণ্ডের বাহিরে, পৃথিবীর যে কোনো স্থানে গেলে, তাঁহাকে আপদে, বিপদে, সর্বপ্রকার বাধা বিঘ্নে পৃথিবীর সর্বত্র, তাঁহার (সম্রাটের) রাষ্ট্র প্রতিনিধিগণ যেন রক্ষা করেন, সর্বসময়ে, সর্বতোভাবে সাহায্য করিয়া বিপদমুক্ত করেন।

পাসপোর্টের মর্ম পাঠ করিয়া উভয়ে উল্লসিত হইলাম। সম্রাটের উক্ত প্রজা শ্রীমান বীরেন্দ্রনাথ যে ইতঃপূর্বে এবং ইতিমধ্যে সম্রাটের বিরুদ্ধে, সম্রাটের স্বজাতিগণের বিপক্ষে কত কিছু করিয়াছেন, সাম্রাজ্য ধ্বংস করার জন্য কতসব ষড়যন্ত্রে সর্বান্তঃকরণে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, কত রীম রীম কাগজ ছাপিয়া ব্রিটিশবিরোধী প্রোপাগাণ্ডা করিয়াছেন তাহার খবর কে রাখে? ১৯১০ সালে প্যারিস হইতে "মদনের তলোয়ার" (Madan's Talwar) নামে পত্রিকা প্রকাশ করিয়া এই ব্যক্তি যে ইংরাজ রাজের উচ্ছেদের বিপুল চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাই বা আজ কোথায় দাঁড়াইয়া কে সাক্ষ্য দিবে? যাহাহউক অগৌণে লাইপজিগ্‌ যাওয়া স্থির হইল এবং আধ ঘণ্টার মধ্যেই লাইপজিগ্‌ যাত্রা করিলেন।

অপরাহ্নে লাইপজিগ্‌ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া সরাসরি আমার কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উপবেশন করিয়াই হাসিয়া বলিলেন, "ভট্টাচার্য তুমি অদ্ভুত বুদ্ধিই দিয়েছিলে। দীর্ঘকাল ইংরাজের সর্বনাশ সাধন করার ব্রত উদযাপন করছি। ইংরাজ রাজেরই পাসপোর্ট নিয়ে, ইংরাজ প্রজার দাবী আদায় করার জন্ম আজ যুদ্ধকালে ইংরাজ কন্‌সালের কার্যভারপ্রাপ্ত আমেরিকান কন্‌সালের দ্বারে প্রার্থী হওয়া বেশ একটা হাস্যকর ব্যাপার হলো!"

তারপর তিনি বিস্তৃত বিবরণ দিলেন। আমেরিকান কনসালের সঙ্গে

সাক্ষাৎ এবং কথাবার্তার পর তিনি ২০ মার্কের একটি স্বর্ণমুদ্রা কিভাবে আদায় করিয়া আনন্দে ফিরিয়া আসিয়াছেন তাহা বলিতে গিয়া পুনবায় হাসিতে লাগিলেন।

কনসাল বলেন যে এপ্রকার বিপন্ন ইংরাজ প্রজাকে সাহায্য দেওয়ার মত কোন তহবিল (Fund) তাঁহার নিকটে নাই, ইহা কনসালেব কার্যও নহে, ব্রিটিশ কনসালও দিতে পাবিতেন না, তবে চট্টোপাধ্যায় একেবারে শূন্যহস্ত, এজন্য তাহার প্রাইভেট ফাণ্ড হইতে ২০টী মার্ক দিলেন যাহাতে চট্টোপাধ্যায় বার্লিনে আমেরিকান রাষ্ট্রদূতেব অফিসে অথবা বার্লিনে কুরফুর্স্টডামে (Kurfuerstendam) অবস্থিত ব্রিটিশ হিউম্যানিট্যাবিয়ান এসোসিয়েশন-এ উপস্থিত হইয়া যথোপযুক্ত সাহায্য পাইতে পাবেন। কনসাল তাঁহাকে একখানা সার্টিফিকেট দিলেন—কন্‌সুলেটেব শীল মোহর দেওয়া।

স্থিব হইল পব দিন প্রত্যূষে প্রথম ট্রেনে সুলভ চতুর্থ শ্রেণীর কামবায় চাপিয়া তিনি বার্লিন যাত্রা কবিবেন। তৎকালে চতুর্থ শ্রেণীব কামরায় দাঁড়াইয়া যাওয়াব ব্যবস্থা ছিল।

সন্ধ্যায়, আংশিক সফল হইয়া বীবেন্দ্রনাথ হৃষ্টচিত্তে প্রত্যাবর্তন কবিলেন। তিনি বলিলেন, আমেরিকান দূতাবাসে হুলুস্থুল কাণ্ড। আমেবিকা, ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সেব প্রজাগণ দলে দলে যাইয়া বিভিন্ন প্রকাবেব সাহায্যপ্রার্থী হইয়া অফিসটিকে একটি হাটে পবিণত কবিয়াছে। ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের বাষ্ট্রদূতগণের অফিসও বর্তমানে এই আমেবিকান দূতাবাসের ভিতবেই। তিনি ইংলণ্ডের অফিসের মধ্যেই একখানা ফর্মে দস্তখত দিয়া সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। একজন কর্মচারী ব্রিটিশ হিউম্যানিট্যারিয়ান এসোসিয়েশনেব ভাবপ্রাপ্ত মহিলার নামে একখানা পত্র দিয়া তাঁহাকে পাঠাইয়া দিলেন।

উক্ত মহিলা তাঁহার কাগজপত্র পরীক্ষা করিয়া বর্তমান আগস্ট মাসেব জন্য ৬০ মার্ক দিয়া বলিলেন, আশা করা যায়, দুই তিন সপ্তাহের মধ্যেই সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা হইবে। যে সকল ব্রিটিশ প্রজা জার্মান গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক বন্দী হইবেন না, অথচ অর্থ সাহায্য ব্যতীত জীবিকা নির্বাহ করিতে অসমর্থ হইবেন, তাঁহাদেব সাহায্যার্থে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত একটি সাহায্য ভাণ্ডার খুলিবেন। যত দিন তাহা না হইতেছে, ততদিন এই সমিতি সামান্য অর্থ সাহায্য করিবে। তিনি ইহাও বলিলেন যে, চট্টোপাধ্যায়কে পুনরায় বার্লিনে যাইতে হইবে না, পত্র দিলেই উত্তর পাইবেন। এই প্রকারের আরও কয়েকটি সমিতির নাম ঠিকানাও তিনি চট্টোপাধ্যায়কে দিলেন।

মহিলাটি সর্বশেষে গর্বের সহিত বলেন, "The situation may be worse, but I say, Britain would not allow any of her millions of subjects to die of st rvation". "অবস্থা আরও খারাপ হইতে পারে, কিন্তু আমি বলছি ব্রিটেন তাঁব কোটি কোটি প্রজার মধ্যে একজনকেও উপবাসে মরিতে দিবেনা"।

প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মেনীর পরাজয় হইলে চট্টোপাধ্যায় কিছু সময়ের জন্য হতাশ হইয়া পড়েন, কিন্তু সত্বরই পুনরায় ভারতের স্বাধীনতার জন্য প্রেসিডেণ্ট উড্রো উইলসনেব ১৪ দফাব সর্তানুযায়ী দাবী উত্থাপন করেন। ১৯২২ সালে এক পত্রে বার্ন (Berne) হইতে আমাকে লিখিয়াছিলেন যে, "জগতে যদি কাহারও কথার মূল্য না থাকে, তবে আমাদেব আশা পূর্ণ হইল না বলিয়া দুঃখ কি? জাপান, ইটালী প্রচব অর্থ পাইযাও বিপদকালে জার্মেনীকে ত্যাগ করিল। প্রেসিডেণ্ট উইলসন ১৪ দফার ধাপ্পা দিয়া কার্যকালে নীরবতা অবলম্বন করিলেন। ভট্টাচার্য, এই জগৎ! তবে কবির ভাষায় বলি—

'তোবা ভবসা না ছাড়িস কভু
জেগে আছেন জগৎ প্রভু··· !'

আনন্দেব বিষয়, ত্রিধাবিভক্ত পোল্যাণ্ড, অর্দ্ধশতাব্দীকাল পদানত এলসাস লোরেন, বহু ভাগে বিভক্ত ব্যান স্বাধীন হইযাছে। হয়তো আমবাও হইব— 'আসিবে সেদিন আসিবে'!"

চট্টোপাধ্যায় রাশিয়ায় ছিলেন। বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহার শেষ সংবাদ পাওয়া যায় নাই, তবে তিনি জীবিত নাই। তাঁহার সহকর্মী বীব সাভারকর, শ্রীসর্দাব সিং বাণা, বর্মা, আয়ার, আচাবিয়া, ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এবং আরও অনেকে ভাবতের স্বাধীন মূর্তি দেখিয়াছেন। আমরাও দেখিলাম। দুঃখ এইটুকু, আমাদের অতিপ্রিয়, অতি পূজ্য, বীর বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ কেবল "লাঞ্ছিতা দলিতা দীনা সুপ্তা" মাতৃভূমিকেই দেখিয়া গেলেন, বিশ্বের দরবারে ভারত মাতার আজিকার আসন দেখিলেন না।

বীর সাভারকর

বোম্বাই প্রদেশান্তর্গত নাসিক শহরের নিকটবর্তী ভাগুর (Bhagur) পল্লীতে পিতা দামোদর পন্ত ও মাতা রাধাবাঈ-এর দ্বিতীয় পুত্র শ্রীবিনায়ক দামোদর সাভারকর ১৮৮৩ সালের ২৮শে মে, সোমবার, রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় জন্মগ্রহণ করেন। মহারাষ্ট্রের চিংপাবন ব্রাহ্মণ তেজস্বী দামোদর পন্ত ছিলেন বলবান, বুদ্ধিমান, বিদ্যানুরাগী এবং বংশানুক্রমিক একজন জায়গীরদার।

এই চিংপাবন বংশেই ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের যশস্বী অধিনায়ক নানাসাহেব, তৎপরবর্তী স্বাধীনতাসংগ্রামী ক্রান্তিবীর বসুদেব বলবন্ত ফাড়কে, লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক এবং আরও বহু দেশপ্রাণ আদর্শ-চরিত্র পুরুষসিংহ জন্মগ্রহণ করিয়া এই বংশটিকে যশোমণ্ডিত করিয়া গিয়াছেন। ১৯১৮ সালের প্রকাশিত কুখ্যাত সিডিশন কমিটীর (রাওলাট কমিটীর) রিপোর্টে এই চিৎপাবন ব্রাহ্মণদিগের ব্রিটিশবিরোধী মনোভাবের কথা উল্লেখ করা হইয়াছিল।

শিশু জায়গীরদার শ্রীবিনায়ক গ্রাম্য বিদ্যালয়ে ভর্তি হইলেন। দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালেই তাঁহার রচিত কবিতা পুণার পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত হয়। অবশ্য, পত্রিকা সম্পাদকগণ জ্ঞাত ছিলেন না যে কবিতাগুলি দশ বৎসর বয়স্ক এক কিশোরের রচিত।

দামোদর ঐ সময়ে ধনুর্বিদ্যা ও অশ্বচালনা শিক্ষা করিলেন। জ্ঞান পিপাসা ছিল তাঁহার অসীম। তাঁহার অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হইত বিভিন্ন গ্রন্থ, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি অধ্যয়নে। মহারাষ্ট্র বীরগণের জাতীয় অভ্যুত্থানের কাহিনী পাঠ করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল আর প্রতিদিন নিয়মিতভাবে ইহা ছিল তাঁহার পাঠ্যসূচী।

দশ বৎসর বয়সেই তাঁহার মাতৃবিয়োগ হইল। তার অব্যবহিত পরেই দুর্ভিক্ষ এবং প্লেগ বোম্বাই প্রদেশে মহামারীরূপে দেখা দেয়।

সাভারকরের কঠোর প্রতিজ্ঞা

শ্রীদামোদর বিনায়ক সাভারকর নাসিক হাইস্কুলে অধ্যয়ন কালে বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া স্বগ্রাম ভাগুরে চলিয়া গেলেন। দামোদর এবং বালকৃষ্ণ চাপেকর অত্যাচারী প্লেগ কমিশনার মিঃ র‍্যাণ্ড ও লেফটেনান্ট আয়ার্স্টকে হত্যা করেন

এবং ফাঁসিতে প্রাণ বিসর্জন দেন। চাপেকর ভ্রাতাদের এই অভূতপূর্ব আত্ম-ত্যাগের কাহিনী শুনিয়া এক গভীর নিশীথে পাবিবারিক বিগ্রহ অষ্টপ্রহরণধারিণী ৺শ্রীদুর্গার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিলেন, তিনি তাঁহার নিকটতম এবং প্রিয়তমকেও যদি বিসর্জন দিতে হয় তথাপি চাপেকরদের অসমাপ্ত কার্য সম্পন্ন করিবেন, তিনি তাঁহার প্রিয় মাতৃভূমি হইতে বিদেশী ইংরাজদিগকে বিতাড়িত করিবেন, মাতৃভূমিকে মুক্ত ও মহান করিবেন। ছত্রপতি শিবাজীর প্রতিজ্ঞাও এইরূপ কঠোর ছিল। শিবাজী ষোড়শ বৎসর বয়ক্রমকালে ৺শ্রীশ্রীরোহিদেশ্বরদেবেব মন্দিরে এরূপই মাতৃভূমিকে বিদেশীর বন্ধনমুক্ত করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সাভারকরেব ছাত্রজীবনে কোনো অসাধারণত্ব প্রকাশ না পাইলেও তাঁহাব জ্ঞান ও বাগ্মিতা অশেষ প্রশংসা লাভ করে। "নাসিক-বৈভব" পত্রিকায় সম্পাদকীয় স্তম্ভে তাঁহার "হিন্দুস্থানের গৌবব" (Glory of Hindusthan) শীর্ষক প্রবন্ধ দুই কিস্তিতে প্রকাশিত হয়। বিবিধ প্রবন্ধ, কবিতা ও শোক সঙ্গীত বচনা কবিয়া তিনি এই তরুণ বয়সেই বিশেষ খ্যাতি অর্জন কবেন।

১৮৯৯ সালে পিতা দামোদব পন্ত ও খুল্লতাত প্লেগরোগে আক্রান্ত হইয়া দেহত্যাগ করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নারায়ণ দামোদর সাভারকরও প্লেগে আক্রান্ত হইলেন, কিন্তু তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গণেশ দামোদর সাভারকরের সেবা ও পবিচর্যায় বাঁচিয়া উঠিলেন।

মিত্র মেলা

নাসিকে বিনায়ক সাভাবকব একটি একনিষ্ঠ কর্মীদল গড়িয়া তুলিলেন এবং শীঘ্রই তাহা এক প্রভাবশালী সঙ্ঘে পরিণত হইল। :৯০০ সালে ইহা "মিত্র মেলা" নামে আখ্যাত হয়। "লণ্ডন টাইম্‌স" পত্রের ভারতস্থ প্রতিনিধি স্যার ভেলেণ্টাইন চিরল (Sir Velentine Chirol) এই "মিত্র মেলাকে" পশ্চিম ভারতের বিপ্লবীদের "মধুচক্র" বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

অভিনব ভারত সঙ্ঘ

১৯০৪ সালে এই "মিত্র মেলা"ই ''অভিনব ভারত-সঙ্ঘ" নামে বিশ্বখ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। ইহার উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ। উক্ত "সঙ্ঘ" দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিল যে এ প্রকার পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা যাইতে পারে, যদি প্রয়োজন হয় সশস্ত্র বিদ্রোহ দ্বারা। ইহার মূল কথা ছিল

নির্দেশ ও বিপ্লব ঘোষণা। বিপ্লবের প্রস্তুতি শুরু হইল। জ্ঞানবিস্তার করিয়া সদস্যদের মনের অজ্ঞতা ও সংশয় বিদূরিত করা এবং তাঁহাদিগকে মহৎ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত করিয়া মূল উদ্দেশ্য সাধন। তরুণ বিনায়ক সাভারকর সকলকে নবভাবে সঞ্জীবিত করিয়া ভারত-মুক্তির সংকল্পে অনন্যনিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন। তাঁহাদের কর্ম-চাঞ্চল্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ কর্তৃপক্ষকে চিন্তিত করিয়া তুলিল। সর্বপ্রকার সভা, সমিতি, ক্লাব, লাইব্রেরী প্রভৃতিতে "মিত্র মেলার" সদস্যগণ জাঁকিয়া বসিলেন। ধর্মীয় অনুষ্ঠান, উৎসবাদি, সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্মেলনে পরিণত হইল। সাভারকর একজন সুবক্তা, তর্কশাস্ত্রানুমোদিত বিতর্কে সুপটু, উৎকৃষ্ট লেখক ও তেজস্বী সংগঠকরূপে অশেষ খ্যাতি অর্জন করিলেন।

বিবাহ

অর্ধশতবর্ষ পূর্বের প্রথা অনুসারে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেওয়ার পূর্বেই বিনায়ক সাভারকরের বিবাহ হইল। শ্রীত্রিম্বক রামচন্দ্র চিপলঙ্করের (Chiplankar) জ্যেষ্ঠা কন্যাকে তিনি বিবাহ করিলেন। শ্রীচিপলঙ্কর বিনায়ক সাভারকরকে বাল্যকাল হইতে বিশেষভাবে চিনিতেন। এই বিবাহে শ্রীসাভারকরের উচ্চ শিক্ষালাভের ব্যয় নির্বাহের সুরাহা হইবে ভাবিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর গণেশ সাভারকর নিশ্চিন্ত হইলেন।

কলেজে সাভারকর

১৯০১ সালের ডিসেম্বর মাসে শ্রীসাভারকর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় কৃতকার্য হইয়া ১৯০২ সালের জানুয়ারী মাসে পুণায় গিয়া ফারগুসন কলেজে ভর্তি হইলেন। তাঁহার নিয়মানুবর্তিতা, তাঁহার ভাষণ, তাঁহার জ্ঞান এবং সর্বোপরি তাঁহার ধীশক্তি, ছাত্রগণকে তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে সমবেত করিল। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা ও ব্যাপকতা লক্ষ্য করিয়া অধ্যাপকগণও তাঁহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন, যদিও কেহ কেহ তাঁহার ব্রিটিশবিরোধী এবং চরমপন্থী মতবাদ সমর্থন করিতেন না।

শ্রীসাভারকর ও তাঁহার মতাবলম্বী ছাত্রগণ সর্বদা একইরূপ পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন। প্রায়ই একসঙ্গে শহরের বিভিন্ন পুরাতন মন্দিরে কিম্বা পাহাড়ে সম্মিলিত হইয়া তাঁহাদের ভবিষ্যৎ সমস্যা, দেশের নানাবিধ সমস্যা এবং তাঁহাদের কর্মপন্থা সম্পর্কে নিভৃত আলোচনা করিতেন। শ্রীসাভারকর মধ্যে মধ্যে ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায় হইতে বক্তৃতা দিতেন। তাঁহারা স্বদেশীদ্রব্য

ব্যবহার করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন যদিও তখন স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয় নাই।

শ্রীসাভারকর সময় সময় লোকমান্য তিলকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেন। তিলক ছিলেন সেই সময়ে মহারাষ্ট্রীয় যুবশক্তির আদর্শের প্রতীক—জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে সর্বাপেক্ষা শ্রদ্ধাভাজন ও পূজ্যতম ব্যক্তি।

স্বদেশী আন্দোলন

১৯০৫ সালের বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ উপলক্ষে উদ্ভূত স্বদেশীর বন্যা বিস্তৃতি লাভ করিয়া বোম্বাই পর্যন্ত প্লাবিত করিল। পুনায় সাভারকরপন্থীগণ বিলাতীবস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব করিলেন, ফলে, ধীরপন্থী কংগ্রেসীগণ আতঙ্কিত হইলেন। কলেজের অধ্যক্ষ আর পি পরাঞ্জপে শ্রীসাভারকরকে কলেজের ছাত্রাবাস হইতে বহিষ্কৃত করিলেন এবং দশটাকা অর্থদণ্ড করিলেন। ইহার অল্পকাল পরেই ১৯০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে শ্রীসাভারকর বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় তাঁহার সহকর্মীগণ সবিশেষ পরিতুষ্ট হইলেন।

সাভারকরের বোম্বাই গমন

১৯০৬ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি বোম্বাই গমন করিলেন। তথায় এক বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র তাঁহার সম্মুখে উন্মোচিত হইল। পরবর্তীকালে দেশের নানাদিকে যাঁহারা কর্মশক্তি প্রদর্শন করিয়া দেশবরেণ্য হইয়াছেন, গোপনে তাঁহাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে "অভিনব ভারত সঙ্ঘের" ভারতমুক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে সক্ষম হইলেন। তন্মধ্যে বোম্বাই রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বি জি খের, কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি আচার্য জে বি. কৃপালনীও ছিলেন।

লণ্ডন যাত্রা

পুণাতে থাকাকালে এক বৎসর পূর্বেই শ্রীসাভারকর প্রাথমিক এল্ এল্. বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। এখন তাঁহার লক্ষ্য হইল ইংলণ্ডে গিয়া ব্যারিস্টার হওয়া এবং সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজের রাজনৈতিক প্রাণকেন্দ্র লণ্ডনে অবস্থান করিয়া প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞানলাভ করা। এমন সময়ে সংবাদপত্রের একটি বিজ্ঞপ্তির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। সংবাদটি ছিল পণ্ডিত শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা বিঘোষিত কয়েকটি বৃত্তি সম্পর্কে। বৃত্তিগুলি প্রদান করিবেন শ্রীসর্দার সিংজী রাওজী রাণা। শ্রীসাভারকর লোকমান্য তিলক এবং "কাল" পত্রের সম্পাদক

শিবরাম পন্ত পরাঞ্জপের পত্রসহ দরখাস্ত প্রেরণ করিলেন। অনতিবিলম্বে শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা প্রথম কিস্তির ৪০০৲ টাকা লোকমান্যের নিকট প্রেরণ করিলেন। সাভারকরকে প্রথানুযায়ী একখানা চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া উক্ত টাকা আনিতে হইল। এই বৃত্তি "শিবাজী" বৃত্তি নামে আখ্যাত ছিল। লণ্ডন যাত্রার পক্ষে ৪০০৲ টাকা অতি সামান্য এজন্য শ্রীসাভারকরের শ্বশুর শ্রীচিপলঙ্কর তাঁহাকে প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করিলেন।

শ্রীসাভারকর তাঁহার পত্নী ও শিশুপুত্র প্রভাকরকে ফেলিয়া রাখিয়া এবং জ্যেষ্ঠ সহোদর গণেশ সাভারকরের স্কন্ধে তাঁহার সকল কর্মভার ন্যস্ত করিয়া ১৯০৬ সালের ৯ই জুন "এস্, এস্, পার্শিয়া" স্টীমারযোগে লণ্ডন যাত্রা করিলেন। জুলাই মাসের প্রথম দিকে তিনি লণ্ডনে পৌছিয়া অবিলম্বে "গ্রেজ ইন্‌সে" (Gray's Inns) ব্যারিস্টারী পড়িবার জন্য ভর্তি হইলেন।

শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা নবাগত ত্রয়োবিংশ বর্ষীয় যুবকের সঙ্গে আলোচনায় উপলব্ধি করিলেন যে তাঁহার অন্তরে ভারত মুক্তির পবিত্র হোমানল প্রজ্জলিত রহিয়াছে। পৃথিবীর সর্বদেশ ও জাতির উত্থান পতনের ইতিহাস, বিভিন্ন পরপদদলিত নিপীড়িত দেশের মুক্তি সংগ্রামের কাহিনী শ্রীসাভারকরের নখদর্পণে। সাভারকর ইণ্ডিয়া হাউসে "অভিনব ভারতের" একটি শাখা স্থাপন করিলেন। আলাপ আলোচনায় সুযোগ পাইয়া তিনি তাঁহার পিতৃতুল্য প্রবীণ শ্যামাজীকে "অভিনব-ভারতের" অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন।

শ্রীসাভারকরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং ভারতবর্ষের মুক্তি সম্পর্কে তাঁহার দৃঢ়প্রত্যয় বহু বিশিষ্ট দেশভক্তকে তাঁহার চক্রে আকৃষ্ট করিল। পাঞ্জাবের ভাই পরমানন্দ, লালা হরদয়াল, রেঙ্গুন হইতে আগত আইনজীবি ভি, ভি, এন আয়ার, হরনাম সিং, সরোজিনী নাইডুর ভ্রাতা বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানচাঁদ বর্মা, শ্রীসর্দার সিংজী রাওজী রাণা, ম্যাডাম ভিকাজী কামা, সেকেন্দর হায়াৎ খাঁ, সেনাপতি বাপাত, ডক্টর রাজন, শ্রীসুকলা এবং আরও অনেকে উক্ত "অভিনব ভারত"-এর মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। শ্রীসাভারকর আরও একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিলেন তাহা হইল "ফ্রি ইণ্ডিয়া সোসাইটী"। তাহারও কর্মকেন্দ্র ইণ্ডিয়া হাউসেই প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহাই ছিল প্রকাশ্য সমিতি। এই সমিতির সভ্যগণ সপ্তাহে একদিন সম্মিলিত হইয়া তাঁহাদের কর্মপন্থা সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা ও পরামর্শ করিতেন।

পণ্ডিত শ্যামাজী এই উদীয়মান কম্যাণ্ডার-ইন-চীফকেই ইণ্ডিয়া হাউসের অধিনায়ক নিযুক্ত করিয়া তাঁহার হস্তে সর্ব বিষয়ের কর্মভার প্রদান করিলেন।

"ইণ্ডিয়া হাউসে" সারা বৎসরই উৎসবের বন্যা বহিত। আজ শিবাজী উৎসব, কাল গুরুগোবিন্দ উৎসব, অন্যদিন গুরু নানক কিম্বা রাণা প্রতাপ উৎসব এবং অন্যান্য ভারতীয় পূজ্যপাদগণের স্মৃতি বার্ষিকী। দশহরা ও বিজয়া সম্মেলন উপলক্ষে সর্বস্থান হইতে আগত ভারতীয় ছাত্রগণ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে উৎসবকে সাফল্য মণ্ডিত করিয়া তুলিতেন।

রেলে ট্রামে উত্তেজনা

"ফ্রি ইণ্ডিয়া সোসাইটী"র সদস্যগণ ১৮৫৭ খৃস্টাব্দের প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের শহীদগণের পুণ্য স্মৃতিতে মে মাসের প্রথমদিকে বক্ষে ব্যাজ ধারণ করিলেন। ইহাতে উগ্র মস্তিষ্ক ব্রিটন এবং দেশভক্ত ভারতীয়গণের মধ্যে রেলে, ট্রামে, বাসে ঝগড়ার সৃষ্টি হইতে লাগিল। মিঃ হরনাম সিং ও মিঃ আর, এম, খাঁ ব্যাজ ধারণ করিয়া তাঁহাদের কলেজে গিয়া শুনিলেন, কলেজের অধ্যক্ষ ১৮৫৭ খৃস্টাব্দের বীরগণের কুৎসা গাহিতেছেন, এজন্য তাঁহারা প্রতিবাদে কলেজ ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলেন।

শ্রীসাভারকরের ব্যক্তিত্ব

যেমন নাসিকে, পুণায় এবং বোম্বাই শহরে শ্রীসাভারকর অতি সহজেই তাঁহার চতুর্দিকে শত শত যুবকের এক শক্তিশালী মণ্ডল গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, লণ্ডনেও তেমনি মাত্র একবৎসর কাল মধ্যে নানা প্রদেশ হইতে আগত ভারতীয় ছাত্রগণের এক প্রাণবন্ত ও বলিষ্ঠ কর্মী-সঙ্ঘ গড়িয়া তুলিলেন। সঙ্ঘ-সত্তায়, প্রভাবে, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে এই কর্মীদল ভারতীয় এবং নিরপেক্ষ ব্রিটিশ জনগণের প্রশংসা অর্জন করিতে সক্ষম হইল।

সেনাপতি শ্রীবাপাতের ভাষায় বলিতে হয় "শ্রীসাভারকর সে সময়ে ছিলেন লণ্ডনে ভারতীয়গণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী পুরুষ।" ১৯০৯ সালে তিনি যে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের রাজধানী লণ্ডন শহরে মধ্যাহ্নসূর্যের প্রখর দীপ্তিমান ভাস্করের মত দেদীপ্যমান ছিলেন তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমরা ১৯১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লণ্ডনে উপনীত হইয়াই উপলব্ধি করিয়াছিলাম। তাঁহার শত্রু বলিতে কেহ ছিলনা। ঈর্ষান্বিত এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ও ভারতীয় রাজভক্তরা অন্তর্জ্বালায় তাঁহার নিন্দাবাদ করিতেন সত্য কিন্তু তিনি ভারতীয় ছাত্রগণকে কুপথে চালনা করিতেছেন বলিয়া বর্ণনা করিবার কালেও তাঁহার অসাধারণ কর্মশক্তি ও প্রেরণা দানের ক্ষমতা যে অসীম, একথা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত

হইতেন না। স্যার (পরে এইচ, এইচ) আগা খাঁ, স্যার আমীর আলী, স্যার মাঞ্চেরজী ভবনাগরী, মিঃ দাদাভাই নৌরজী এই কর্মবীরের ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। বাগ্মীবর বিপিনচন্দ্র বলেন, "সাভারকরের কর্মোদ্যমের তুলনা নাই, এই তরুণ যদি পাঁচ বৎসর পূর্বে লণ্ডনে আসিতেন তবে ভারতীয় ছাত্রগণের মত ও পথ পরিবর্তিত করিয়া এক বিপুল উৎসাহী কর্মীদল গঠন করিতে পারিতেন। মিশরের মোস্তফা কামিল পাশা, তুরস্কের এনবার বে (পরে পাশা) যেমন সমগ্র জাতিকে গঠন করিয়াছেন, বিনায়ক দামোদর সাভারকরও সেইরূপ করিতে পারিতেন এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।"

লোকমান্য তিলকের কারাদণ্ড

১৯০৮ সালের মধ্যভাগে ভারতে দমননীতির বিরুদ্ধে এবং তৎকালে লোকমান্য তিলকের কারাদণ্ডের ফলে লণ্ডনস্থ ভারতীয় ছাত্রমহলে প্রবল বিক্ষোভের সৃষ্টি হইল। এই সময়ে ভারতীয় কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি গোপালকৃষ্ণ গোখলে লণ্ডনে গমন করেন। তিনি মর্লি-মিণ্টো সংস্কার সম্পর্কে তদ্বীর করার জন্যই বোম্বাই "মডারেট" কংগ্রেসীগণ কর্তৃক প্রতিনিধি স্বরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন। শ্রীসাভারকর এবং তাঁহার সহকর্মীগণ তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহারা গভর্ণমেণ্টের দমননীতির প্রতিবাদ ও লোকমান্য তিলকের নির্যাতনের বিরুদ্ধে একটি জনসভা করিয়া প্রতিবাদ জ্ঞাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে উক্ত সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলে তিনি সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিলেন। তিনি "সার্ভেণ্টস্ অব ইণ্ডিয়া সোসাইটী"র প্রতিষ্ঠাতা। তিনি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিতেন ভারতে ইংরাজ শাসন ভারতের মঙ্গলের জন্য স্বয়ং ভগবান করিয়া দিয়াছেন সুতরাং দমননীতি প্রয়োগের জন্য ভারতবাসীগণকেই তিনি মুখ্যতঃ দায়ী করিলেন।

"ইণ্ডিয়া হাউসের" দল ইহাতে অত্যন্ত ব্যথিত ও উত্তেজিত হইলেন। তাঁহারা "ক্যাক্সটন হলে" মিঃ জে, এম, পারিখের সভাপতিত্বে অগৌণে এক সভার অনুষ্ঠান করিলেন। উক্ত সভায় বক্তারা উত্তেজিত কণ্ঠে বক্তৃতা দিয়া গভর্ণমেণ্টের দমননীতির তীব্র প্রতিবাদ করিলেন এবং অপর এক প্রস্তাবে গোখেলের আচরণের তীব্র নিন্দা করিলেন।

বঙ্গ বিভাগের স্মৃতি-বার্ষিকী

১৯০৮ সালের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের তৃতীয় স্মৃতি-বার্ষিকী সমুচিতভাবে

পালন করার জন্য শ্রীসাভারকর ভারতীয় মহলে এক প্রেরণার সৃষ্টি করিলেন। সময়টি নানা কারণে উপযুক্ত ছিল। সে সময় বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বহু দেশ-বরেণ্য নায়ক বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়া লণ্ডনে উপস্থিত ছিলেন। দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাগ্মীবর বিপিনচন্দ্র পাল, মধ্য প্রদেশের খাপার্দে ও করণ্ডিকর, পঞ্চনদের লালা লাজপত রায়, গোকুলচাঁদ নারাং এবং অন্যান্য অনেকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য লইয়াই তথায় গিয়াছিলেন। শ্রীসাভারকর ভাবিলেন এই সময়ে বঙ্গ বিভাগের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ সভার ব্যবস্থা করিলে ইউ-রোপেব রাজনৈতিক জগতে ইহার কিছুটা প্রতিক্রিয়া অবশ্যই হইবে। লালা লাজপত রায়ের সভাপতিত্বে এক বিরাট সভায় পূর্বোক্ত নায়কগণের মধ্যে প্রায় সকলেই বঙ্গ বিভাগের তীব্র নিন্দা করিলেন। ঐ দিনেই সভাগৃহেই স্যাব মাঞ্চুরজী ভবনাগরীব সভানেতৃত্বে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়গণের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের জন্য একটি সভা হইল। বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীসাভারকর, লালা লাজপত রায়, খাপার্দে প্রমুখ দেশকর্মীগণ বক্তৃতা দিলেন।

ন্যাশনেল কনফারেন্স

২০শে ডিসেম্বর, ক্যাক্সটন হলে "ফ্রি ইণ্ডিয়া সোসাইটীর" উদ্যোগে একটি ন্যাশনেল কনফারেন্সের ব্যবস্থা হইল। ইহাতে বিভিন্ন মত ও পথাবলম্বী ভারতীয়গণ সাগ্রহে যোগদান করেন। প্রবীণ দেশকর্মী খাপার্দে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ম্যাডাম ভিকাজী কামা, শ্রীজ্ঞানচাঁদ বর্মা, ভি, ভি, এস আয়ার, স্যার আগা খাঁ, ডক্টর আনন্দকুমার কুমারস্বামী প্রমুখ ভারতীয়গণ যোগদান করেন।

ডক্টর কুমারস্বামী মূল প্রস্তাব, অর্থাৎ ভারতে অবিলম্বে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার দাবী উত্থাপন করেন। এই বিশ্ববরেণ্য জ্ঞানতপস্বীর জ্ঞানগর্ভ ভাষণ সভাস্থ সকলকে মুগ্ধ করে। উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করেন, বয়সে তরুণ হইলেও জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রবীণ বিপ্লবী বীর শ্রীসাভারকর। তিনি ভারতে ইংরাজ শাসনের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিলেন। তিনি বলিলেন, "স্বরাজ বলিতে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা বুঝায়। ইহা আপনারা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত থাকিয়াই এই প্রস্তাবে সম্মতি দিতেছেন।" প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

অতঃপর মর্লি-মিন্টো সংস্কার সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। তাহা এই, "মর্লি-মিন্টো সংস্কার প্রকৃতপক্ষে প্রতারণামূলক (deceptive), হতাশব্যঞ্জক ও অপমানকর। ইহা ভারতে সাম্প্রদায়িক বিচ্ছেদ সৃষ্টি করিবে।"

বিপিনচন্দ্র পালের বক্তৃতা

পরদিন ২১শে ডিসেম্বর শ্রীসাভারকরের উদ্যোগে সুসজ্জিত ক্যাক্সটন হলে চরমপন্থী নায়ক সুবক্তা বিপিনচন্দ্র পাল "ভারতে স্বরাজ" বিষয়ে এক সুযুক্তিপূর্ণ মনোজ্ঞ অভিভাষণ প্রদান করেন। বক্তার নাম ঘোষিত হইলে বহু ইংরাজ সাগ্রহে প্রবেশপত্র ক্রয় করিয়া সভায় উপস্থিত হন। পাশ্চাত্যের সভা সমিতির রীতি অনুসারে কেহ কেহ কতকগুলি বিষয়ে প্রশ্নপত্র বক্তার সম্মুখে উপস্থিত করেন। সুবিজ্ঞ বক্তা বক্তৃতার মধ্যকালীন বিরতিকালে সেসকল বাছাই করিয়া বলেন যে, প্রশ্নগুলি সমুদয়ই এক ধরনের এবং একই সমস্যা সম্পর্কে। তিনি একখানা প্রশ্নপত্র পাঠ করিয়া সভাস্থ সকলকে জ্ঞাত করিলেন যে প্রশ্নটি এই, "ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে ভারত ইংরাজের সাহায্য ব্যতীত স্বরাজ চালাইতে সক্ষম হইবে কিরূপে? ইংরাজ ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিলে, ভারতের বিভিন্ন ধর্ম, কৃষ্টি, মত ও পথের অনুসরণকারী কোটি কোটি নরনারীর মধ্যে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইবে না কি?"

বিপিনচন্দ্র বলেন, "সবগুলি প্রশ্নেই এই এক সমস্যা। উত্তরে আমি বলছি, ইংরাজ স্বেচ্ছায় ভারতবর্ষ ত্যাগ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ভারতবাসী কর্তৃক সাংঘাতিক রূপে প্রহৃত আহত পর্যুদস্ত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা ভারত ত্যাগ করবে না। যখন আমরা তা করতে সক্ষম হব, তখন তারা পলায়ন করবে। তারপর আমরা আমাদের স্বরাজ নির্বিঘ্নে চালিয়ে যেতে পারব। পৃথিবীর কত ছোট বড়, অশিক্ষিত কুশিক্ষিত দেশ তাদের স্বাধীন সত্তা বজায় রেখে পৃথিবীর বক্ষে বিচরণ করছে, আর আমরা পারবো না?"

লণ্ডনে সাভারকরপন্থীগণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

এই সময়ে লণ্ডনে শ্রীসাভারকর এবং তাঁহার সহকর্মী ও সহধর্মীগণের বিরুদ্ধে একটা বিক্ষোভ দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে তাহা ভারতীয় যুবকগণ লক্ষ্য করিলেন। ভারতের পেন্সনভোগী ইংরাজ, তথাকথিত ভারতবন্ধু ইংরাজকুল এবং একদল সুবিধাবাদী ভারতীয় যাঁহারা প্রায় সারাবৎসরই লণ্ডনে অতিবাহিত করিয়া প্রভুজাতি ব্রিটেনের সঙ্গে খানাপিনা, নৃত্য গীতে জীবন সার্থক করিতেন, তাঁহারা সকলে ভারতীয় যুবকগণের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। ইংলণ্ডের কোনো কোনো সংবাদপত্র ভারতীয় যুবকগণের ইংলণ্ডে আগমন, বাক্‌-স্বাধীনতা ও কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের দাবী তুলিল।

বাসুদেবের কীর্তি

এই সময়ে "ইণ্ডিয়া হাউসে" একজন নবাগত যুবক শ্রীবাসুদেব ভট্টাচার্য ভারত সচিবের অন্যতম এ, ডি, সি, স্যার উইলিয়াম লী ওয়ার্ণারের সঙ্গে ইণ্ডিয়া অফিসে বাকবিতণ্ডাকালে স্যার ওয়ার্ণারের গণ্ডদেশে এক চপেটাঘাত করেন। এই ঘটনায় লণ্ডনে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। "রয়টার" তৎক্ষণাৎ ক্যাবল করিয়া এই সংবাদ ভারতে প্রেরণ করিলেন। বিচারে বাসুদেবের এক পাউণ্ড অর্থদণ্ড হইল।

ইংলণ্ডের সংবাদপত্রসমূহ "ইণ্ডিয়া হাউস", শ্রীসাভারকর এবং উগ্রপন্থী ভারতীয়গণের বিরুদ্ধে অগৌণে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য আন্দোলন সৃষ্টি করিল। শীঘ্রই অবস্থা এইরূপ হইল যে "ইণ্ডিয়া হাউসের" নাম শুনিলেই লণ্ডনবাসীর ত্রাসের সঞ্চার হইত। "সাণ্ডে ডেসপ্যাচ" পত্রিকা "ইণ্ডিয়া হাউস"কে "প্রহেলিকাচ্ছন্ন বাটী" (House of mystry) বলিয়া আখ্যাত করিল।

বোম্বাই-এর অন্যতম প্রাক্তন গভর্ণর লর্ড লেসিংটনের সভাপতিত্বে লণ্ডনে এক সভার অধিবেশন হইল, উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় ছাত্রগণকে সংযত ও শান্ত করা। কিন্তু বিপিনচন্দ্র পাল ব্যতীত অন্য সকলেই বক্তৃতাকালে নানাভাবে বাধা প্রাপ্ত হইলেন। বিপিনচন্দ্র শান্ত গম্ভীর ভাষায় ভারতীয়গণের অবস্থা বিচার ও বিশ্লেষণ করিতে উদাত্তকণ্ঠে আহ্বান জানাইলেন। ভারতে যে প্রকার দুঃশাসন, জবরদস্তি ও দমননীতি চলিয়াছে তাহা সত্বর পরিহার করিয়া বৈষম্যমূলক আচরণ ও নির্দয় শাসননীতির পরিবর্তে সহানুভূতি ও মমত্ববোধের পরিচয় দিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। কার্যতঃ উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল।

সেনাপতি বাপাত ও শ্রীসাভারকর

সেনাপতি শ্রীবাপাত উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে শ্রীসাভারকরের প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "সাভারকর ক্ষণিক উত্তেজনায় নরহত্যা কিংবা অন্য কোনো প্রকার কার্য দ্বারা সুলভ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে অভিলাষী ছিলেন না, তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল সুযোগ মত সুগঠিত বিপ্লবীদল দ্বারা মাতৃভূমিকে বিদেশীর পদতল হইতে মুক্ত করা।" সেনাপতি শ্রীবাপাত আরও বলিয়াছেন যে, "তিনি যখন ভারতসচিবকে হত্যা করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন, তখন শ্রীসাভারকরই তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করেন। পার্লামেন্টভবনে বোমা নিক্ষেপ করিয়া তাহা ধ্বংস করার আকাঙ্ক্ষা শ্রীসাভারকরকে জ্ঞাপন করিলে তিনি ব্যথিত হইয়া তাঁহাকে

অচিরে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করিতে আদেশ দেন।" তিনি বলেন, "দেশে বহু কার্য আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, আমি এই উঁহার প্রশান্ত দেশভক্তের আদেশ মূল্যবান মনে করিলাম।"

গণেশ দামোদর সাভারকরের কারাদণ্ড

শ্রীবিনায়ক দামোদব সাভারকরেব জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীগণেশ দামোদর সাভারকর ছিলেন নাসিক এবং পুণায় বিপ্লবীদলেব প্রধান কার্যাধ্যক্ষ। ১৯০৯ সালের ৯ই জুন নাসিক রাজদ্রোহ এবং বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যমে সহায়তা করার জন্য তাঁহাব উপর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও দ্বীপান্তরবাসের আদেশ হয়। তাঁহার প্রধান অপরাধ ছিল, তিনি ১৯০৮ সালে "লঘু অভিনব ভারত মেলা" নামে একখানা কবিতা পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। গণেশ সাভারকরের কারাদণ্ডের সংবাদ একটি ক্যাবলে (cable) লণ্ডনে শ্রীসাভারকরের নিকট প্রেরিত হয়। সিডিশন কমিটির রিপোর্টের ৮ম পৃষ্ঠায় দেখা যায়—"প্রতি রবিবারের মতই ইণ্ডিয়া হাউসের ২০শে জুন রবিবারের সম্মেলনে লক্ষ্য করা যায় যে শ্রীসাভারকর বিশেষভাবে উত্তেজিত। তিনি পুনঃপুনঃ প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করেন যে ইংরাজের উপর প্রতিহিংসা তিনি চরিতার্থ করিবেনই।"

উক্ত রিপোর্টে বর্ণিত হইয়াছে যে, "গণেশ সাভারকরের প্রতি দণ্ড দান এবং মদনলাল ধিংড়া কর্তৃক কর্ণেল স্যার উইলিয়াম কার্জন ওয়াইলী হত্যা এজন্যই হইয়াছিল কিনা তাহার স্থির সিদ্ধান্ত হয় নাই" কিন্তু ধিংড়ার পকেটে প্রাপ্ত একটি বিবৃতির প্রথম দিকেই আছে "আমি ইচ্ছা করিয়াই ভারতীয়ের প্রতি অমানুষিক নির্বাসন এবং ফাঁসির বিনীত প্রতিবাদ হিসাবে ইংরাজের রক্তপাত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।"

জ্যাকসন হত্যা

নাসিকের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ জ্যাকসন শ্রীগণেশ সাভারকরকে দায়রায় সোপর্দ করেন। সম্ভবতঃ ইহার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্যই সাভারকরপন্থীগণ উদ্দাম হইয়া উঠিলেন এবং ছয়মাস পরে ২১শে ডিসেম্বর, জ্যাকসনের বিদায় সংবর্দ্ধনাকালে দাক্ষিণাত্যের আওরঙ্গাবাদ হইতে আগত একজন ব্রাহ্মণযুবক তাঁহাকে একটি ব্রাউনিং পিস্তলের গুলিতে হত্যা করেন। প্রবলভাবে তদন্ত চালাইয়া গভর্ণমেন্ট ৭ জনকে গ্রেপ্তার করেন। তাঁহারা সকলেই ছিলেন চিৎপাবন ব্রাহ্মণ এবং বিচারে তন্মধ্যে তিন জনের ফাঁসির আদেশ হইল।

বিচারকালে ইহা প্রমাণিত হইল যে, হত্যাকারী যে পিস্তল দ্বারা হত্যা করিয়াছিলেন তাহা লণ্ডন হইতে শ্রীসাভারকর প্রেরিত ২০টি ব্রাউনিং পিস্তলেরই অন্যতম।

কার্জন ওয়াইলী হত্যা

১৯০৯ সালের ১লা জুলাই সন্ধ্যাবেলা ন্যাশনেল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের বার্ষিক উৎসবে ভারতসচিব লর্ড মর্লির রাজনৈতিক এ, ডি, সি, কর্ণেল স্যার উইলিয়াম কার্জন ওয়াইলী মদনলাল ধিংড়া কর্তৃক নিহত হন। এই ঘটনায় সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে এক আলোড়ন সৃষ্টি হইল। সাম্রাজ্যেব রাজধানী লণ্ডনে একটি কৃষ্ণকায় বৃটিশপ্রজা প্রকাশ্য সভায় উপস্থিত হইয়া এরূপ দুঃসাহসিক কাণ্ড ঘটাইতে পারিল ইহা উপলব্ধি করিয়া ইংরাজ জাতির মধ্যে দারুণ বিক্ষোভ গর্জিয়া উঠিল।

পরবর্তী ৫ই জুলাই ক্যাক্সটন হলে স্যাব (পবে হিজ হাইনেস) আগা খাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক প্রকাশ্য সভায় মদনলাল ধিংড়াব কার্যের নিন্দাসূচক প্রস্তাব পাশ করার চেষ্টা হইলে সাভারকব যেভাবে তাহার প্রতিবাদ করেন তাহাতে এক শ্রেণীর ইংরাজ সাভাবকরকে সায়েস্তা কবাব জন্য সংকল্প করিল। তাহাবা ট্রেনে, টিউব বেলে, ট্রামে ও বাসে ভাবতীয় যুবকগণকে অযথা লাঞ্ছিত করিতে শুরু করিল। সুযোগ পাইলেই তাহারা শ্রীসাভারকরের উপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবে তাহা প্রতীয়মান হইল। এই সময়ে শ্রীসাভারকর বিপিনচন্দ্র পালের বাটীতে বাস করিতেন। সহসা একদিন একদল ব্রিটিশ গুণ্ডা ঐ বাটী আক্রমণ করিল এবং শ্রীসাভারকরকে বাহির করিয়া দিবার দাবি তুলিল। বিপিনচন্দ্র পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করিলেন, তিনি প্রাণ থাকিতে তাহাদের দাবি পূর্ণ করিবেন না। বিপিনচন্দ্র গুণ্ডাদিগের আক্রমণের প্রথমেই পুলিশে টেলিফোন করিয়াছিলেন। বাকবিতণ্ডা চলিতে থাকা কালেই পুলিশভ্যান চলিয়া আসিল, গুণ্ডাদল ছত্রভঙ্গ হইল।

পরবৎসর সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে আমি ও আমার সহযাত্রী বন্ধু ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (পরবর্তীকালে বার্লিনের ডক্টর, সুরেন্দ্রনাথ কলেজের অধ্যক্ষ) বিপিনচন্দ্রের বাটীতে এক সান্ধ্যভোজে নিমন্ত্রিত হইয়া গেলে তিনি আমাদিগকে একটি কক্ষ দেখাইয়া বলিলেন, "এই কক্ষেই শ্রীসাভারকর বাস করিতেন। ৫ই জুলাই পামার নামীয় ইউরেশিয়ান যুবক কর্তৃক আহত হয়ে এসে এখানেই শয্যাশায়ী হন ও আমার পুত্র শ্রীনিরঞ্জন পালকে দিয়ে লণ্ডন "টাইম্‌স্" পত্রিকায়

প্রতিবাদ পত্র পাঠান। পরদিন চা পানের সময় সেদিনকার "টাইম্‌স্‌"এ প্রতিবাদ বের হয়েছে দেখে খুশী হয়েছিলেন। এই কক্ষ শ্রীসাভারকরের পবিত্র স্মৃতি বিজড়িত।"

ব্রিটিশ সংবাদপত্রের উষ্মা

মদনলালের ফাঁসির পূর্বে, ২২শে জুলাই, ১৯০৯, বীর সাভারকর মদনলালকে বলিলেন, "আমি তোমার দর্শন লাভেব জন্য এসেছি।" মদনলাল পরম পরিতুষ্ট হইলেন। তাঁহার চোখে মুখে আনন্দেব বিমল জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল। তাঁহার কার্য সমাপ্ত হইয়াছে, তাঁহার সঙ্ঘগুরু তাঁহাব সমীপে উপস্থিত। শ্রীসাভারকর ও মদনলাল উভযেবই জীবন আজ সার্থক।

মদনলালেব কার্যের জন্য ব্রিটিশ সংবাদপত্রসমূহ শ্রীসাভারকরকেই দায়ী করিয়া প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিল। ভারতে প্রতিহিংসাপরায়ণ গভর্ণমেণ্ট সাভারকরেব আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবগণের উপর নানাভাবে দমননীতি চালাইতে লাগিলেন। কোনো কোনো আত্মীয় কর্মচ্যুত হইলেন, কেহ কেহ তাঁহাদের ভূসম্পত্তি হইতে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত হইলেন।

এ সময়েই পণ্ডিত শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা ও বীবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উপরও এই প্রকাব অত্যাচার ঘোষিত হইল। তাঁহাবা উভয়েই তখন প্যাবিসে। বীরেন্দ্রনাথের ব্যারিস্টারীর সনদ এবং বোম্বাই হাইকোর্টে শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মার সনদ নাকচ হইল।

আশ্রয়হীন সাভারকর

বিপিনচন্দ্র পালের পরিবারের নিরাপত্তা এবং নিজে স্বাধীনভাবে বিচরণ করার উদ্দেশ্যে বীর সাভাবকর বিপিনচন্দ্রের বাটী ত্যাগ করিলেন। কিন্তু তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল গুপ্ত পুলিশ। তিনি যেখানে যে ফ্ল্যাটে আশ্রয় নিতে যান সেখানেই গুপ্ত পুলিশ গিয়া বাধা সৃষ্টি করে। কখনও কখনও তাঁহাকে এক দিনেই দুইবার বাটী পরিবর্তন করিতে হয়। এই ভাবে তিনি এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে, এক স্ট্রীট হইতে আর এক স্ট্রীটে ঘুরিতে লাগিলেন। অনাহার, অনিদ্রা, বিশ্রামাভাব, অর্থাভাব এমনকি মাথা গুঁজিবার স্থানের অভাবের ফলে তিনি ভগ্ন স্বাস্থ্য হইলেন। অবশেষে একজন জার্মেন গৃহকর্ত্রী (Land lady) তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন। কয়েক সপ্তাহ তিনি তাঁহারই ফ্ল্যাটে অতিবাহিত করিলেন।

ব্রাইটনে শ্রীসাভারকর

তৎপর শ্রান্ত, ক্লান্ত, স্বাস্থ্যহীন বীর সাভারকর সমুদ্র তীরবর্তী ব্রাইটন শহরে চলিয়া গেলেন। ব্রাইটনে শ্রীসাভারকরের সঙ্গে ছিল বিপিনচন্দ্র পালের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীনিরঞ্জন পাল। সেখানেই তাঁহার প্রসিদ্ধ কবিতা—"সমুদ্র সৈকতে" রচিত হয়।

"Take me O Ocean !

Take me to my native shores"

গান্ধীজীর একজন প্রধান শিষ্য আচার্য কাকা কালেলকর এই কবিতার মহারাষ্ট্র অনুবাদকে মারাঠী ভাষার এক অতুলনীয় সম্পদ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

আচার্য আত্রে ইন্দোরে অনুষ্ঠিত এক সাহিত্য সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে উক্ত কবিতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন।

ব্রাইটনে আসিয়াও সাভারকর তাঁহার এক প্রধান কর্তব্যের কথা বিস্মৃত হইলেন না। তিনি অচিরে তাঁহার সহকর্মী 'অভিনব ভারত সঙ্ঘের' সম্পাদক শ্রীজ্ঞানচাঁদ বর্মাকে ব্রাইটনে আনাইয়া মদনলাল ধিংড়ার বিবৃতি যাহা তাঁহার পকেটে পাইয়াও পুলিশ গোপন করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা অতি সত্বর প্রকাশের ব্যবস্থা করাইলেন। আর দুইটি মাত্র দিন। এই দুইটি দিন অতীত হইলেই মদনলাল ধিংড়া ইহলোক ত্যাগ করিবেন, কাজেই মুদ্রিত বিবৃতি যাহাতে তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া যাইতে পারেন তাহার জন্যই সাভারকর অধীর হইয়া উঠিলেন। বর্মা প্যারিসে চলিয়া গেলেন এবং ইহা মুদ্রিত করিয়া আনিয়া বার্লিন, বার্ন, ক্র্যাকো, ওয়াশিংটন এবং অন্যান্য স্থানে প্রেরণ করিলেন। ইউরোপের বিভিন্ন সোশিয়েলিস্ট সংবাদপত্র ও নায়কগণের নামে পাঠাইয়া দিলেন।

ধিংড়াও ফাঁসির পূর্বদিনে, কারা অন্তরালে ইহার কপি পাইয়া উৎফুল্ল হইলেন।

প্যারিস যাত্রা

শ্রীসাভারকরের কতিপয় বন্ধু তাঁহাকে প্যারিসে গিয়া শ্রান্তি দূর ও শান্তিলাভ করিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেন। ১৯১০ সালে জানুয়ারী মাসে তিনি প্যারিসে গেলেন। তথায় তিনি ম্যাডাম ভিকাজী কামার ফ্ল্যাটে একটি কক্ষ লইলেন। সত্বরই অবগত হইলেন যে, আহমদাবাদে ভারতের তদানীন্তন গভর্ণরজেনারেল লর্ড মিণ্টোর জীবননাশের জন্য কে বা কাহারা এক বোমা নিক্ষেপ করিয়াছে। হত্যার চেষ্টায় লিপ্ত ব্যক্তিগণকে গ্রেপ্তার করায় জন্য

গভর্ণমেণ্ট প্রবল চেষ্টায় ব্যাপৃত হইলেন। সাভারকরের জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীগণেশ সাভারকর দ্বীপান্তর দণ্ড লাভ করিয়া তখন আন্দামানে বন্দী। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীনারায়ণরাও সাভারকর গ্রেপ্তার হইলেন।

শ্রীগণেশ সাভারকরের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসের আদেশের প্রতিশোধ নিবার জন্য আওরঙ্গাবাদ হইতে অনন্ত কানহেরে (Kanhere) আসিলেন। নাসিক শহরে বিজয়ানন্দ থিয়েটার হলে নাসিকের বিদায়ী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এ, এম, টি, জ্যাকসনকে যখন বিদায় সম্বর্ধনা (Farewell) দেওয়া হইতেছিল, যখন তাহার সকল পাপ, সকল অপরাধ গোপন করিয়া, গুণের কথা অতিরঞ্জিত করা হইতেছিল, আর শুধু তাহাই নয়, সদ্‌গুণাবলীর জন্য যখন তাহাকে প্রদানের জন্য ঘড়ি, আংটি, যষ্টি প্রভৃতি বহু উপঢৌকন স্মারক লিপিসহ মঞ্চস্থ করা হইতেছিল সেই সময়ে সহসা অনন্ত কানহেরে একটি পিস্তলের গুলিতে জ্যাকসনকে বিদ্ধ করিলেন, জ্যাকসনের প্রাণবায়ু নিমেষে বহির্গত হইয়া গেল। কানহেরে গ্রেপ্তার হইলেন। তাঁহার দুই বন্ধু, দুই নির্ভীক মুক্তিমন্ত্রের উপাসক দেশপাণ্ডে ও কার্ভেসহ ১৯০৯ সালের শেষ দিনে ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ বিসর্জন দিয়া বিপ্লবী ভারতের অমর ঐতিহ্যকে স্বর্ণ রেখাঙ্কিত করিলেন।

এই সকল কাহিনী, একের পর এক আসিয়া শ্রীসাভারকরের কর্ণে পৌছিল। তিনি স্থির করিলেন, এই সময়ে তাঁহাকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। অগৌণে তাঁহার সঙ্গীগণের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইতে না পারিলে তিনি কিছুতেই শান্তি পাইবেন না, তাঁহারাও দারুণ সঙ্কটকালে নির্বান্ধব, নিঃসহায় বোধ করিবে। অতএব তিনি অচিরে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

তাঁহার বন্ধুগণ বিশেষভাবে ম্যাডাম কামা, সর্দার সিং রাণা, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ মুক্তিসংগ্রামের তপস্বীগণ তাঁহাকে বুঝাইলেন, এ সময়ে তিনি ফরাসী গণতন্ত্রের বাহিরে গেলেই ব্রিটিশের শৃঙ্খল নিমেষে তাঁহাকে আবদ্ধ করিবে। কিন্তু তিনি তাঁহার প্রিয় নাসিকের সহকর্মীগণের জন্য এমনই ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন যে কাহারও বাধানিষেধ শুনিলেন না। ১৯১০ সালের ১২ই মার্চ তারিখ কালে—ডোভার পথে লণ্ডন যাত্রা করিলেন।

১৩ই মার্চ, রবিবার, তিনি লণ্ডনে ভিক্টোরিয়া স্টেশনে অবতরণ করা মাত্রই গ্রেপ্তার হইলেন। পরে জানা গেল যে, বোম্বাই গভর্ণমেন্টের এক টেলিগ্রাফিক ওয়ারেন্ট বলেই তিনি ধৃত হইয়াছেন। ওয়ারেন্টখানা ছিল ১৮৮১ সালের Fugitive Offender's Act অনুযায়ী। ইহা লণ্ডনের Bow Street Court হইতে অনুমোদিত হইয়া ২২শে ফেব্রুয়ারী বলবৎ হইয়াছিল।

১৪ই মার্চ বীর সাভারকরকে বো স্ট্রীট কোর্টে উপস্থিত করা হইল। কয়েক-দিন স্থগিতের পর, ২০শে এপ্রিল তাঁহাকে জামিনে মুক্তি দেওয়ার প্রার্থনা করিলে তাহা না-মঞ্জুর হয়। অতঃপর তাঁহাকে ব্রিক্সটন জেলে প্রেরণ করা হইল।

১২ই মে ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহাকে বিচারের জন্য ভারতবর্ষে পাঠাইবার আদেশ দিলেন। ইহার বিরুদ্ধে শ্রীসাভাবকরের সলিসিটর মিঃ ভাওগান (Vougban) Habeas Corpus-এব দবখাস্ত করিলেন। গভর্ণমেণ্ট পক্ষে জুনিয়ার কাউন্সেল মিঃ এস্, এ, টি, বাওলাট দণ্ডায়মান হইলেন। সাত বৎসর পবে ইনিই কুখ্যাত সিডিশন কমিটিব প্রেসিডেণ্ট রূপে ভাবতে উদয় হইয়াছিলেন। তিনি সে সময়ে লণ্ডনেব কিংস বেঞ্চ ডিভিশনেব জজ ছিলেন এবং সম্ভবতঃ অন্য চারিজন মেম্বারের মধ্যে বয়োকনিষ্ঠ ছিলেন। বোম্বাই হাইকোর্টেব চীফ জাস্টিস, মাদ্রাজ হাইকোর্টের জজ দেওযান বাহাদুর সি, ভি, কুমারস্বামী শাস্ত্রী, কলিকাতা হাইকোর্টেব প্রসিদ্ধ এডভোকেট মিঃ প্রভাসচন্দ্র মিত্র প্রমুখ ব্যক্তিগণ এই প্রেসিডেন্টেব সঙ্গে কমিশনে বসিয়া ভাবতে বাজদ্রোহ, যুদ্ধোত্তম প্রভৃতি বিষয়ের তদন্তে জীবন ধন্য কবিলেন।

২বা এবং ৩রা জুন দবখাস্তেব পক্ষে ডিভিশনেল কোর্টে শুনানী আবম্ভ হইল। চীফ জাস্টিস ম্যাজিস্ট্রেটেব বায়ই বহাল রাখিলেন। ইহার বিরুদ্ধেও আপীল কোর্টে আবেদন করা হইল কিন্তু তথায়ও সুফল পাওয়া গেল না।

ভাবত গভর্ণমেণ্ট এক স্পেশ্যাল অর্ডিন্যান্স জাবী করিয়া বোম্বাইতে শ্রীসাভাবকর এবং নাসিক হত্যা মামলার আসামীগণের বিচারের জন্য একটি স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুনেল গঠন করিলেন।

শ্রীসাভারকরকে উদ্ধারের চেষ্টা

লণ্ডনে শ্রীসাভারকরের বিচারকালে কতিপয় ভারতীয় যুবক এবং তাঁহাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন কয়েকজন আইরীশ বিপ্লবী জেল হইতে শ্রীসাভারকরকে কোর্টে নেওয়ার কালে সহসা মধ্যপথে মোটরভ্যান আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করার জন্য উদ্যোগী হইলেন। সম্ভবতঃ কোনো প্রকারে এই প্রচেষ্টার সংবাদ পুলিশ পূর্বেই অবগত হইয়াছিল। উদ্যোগীগণ ভ্যান আক্রমণও করিয়াছিল, কিন্তু দেখিতে পাইলেন ভ্যানটি শূন্য। সাভারকরকে অন্যপথে ভিন্ন গাড়ীতে করিয়া কোর্টে নেওয়া হইয়াছিল।

শ্রীসাভারকরের সঙ্গীগণের মধ্যে কেহ কেহ বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করিয়া

তাঁহাকে মুক্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার পরিবর্তে সেলের মধ্যে অন্য কাহাকেও প্রবেশ করাইয়া তাঁহাকে মুক্ত করার চেষ্টা হইয়াছিল কিন্তু তাহা কার্যকরী হয় নাই।

১৯১০ সালের ১লা জুলাই, পি, এণ্ড ও, কোং-এর (P, & O, Co.) স্টীমার এস্, এস্. মোরিয়া (Morea) শ্রীসাভারকরকে লইয়া লণ্ডন হইতে ভারত অভিমুখে যাত্রা করিল। এইরূপ জানা যায় যে মোরিয়ার ইঞ্জিনে কিছু গোলযোগ সৃষ্টি হওয়ায় ৭ই জুলাই বে-অব বিস্কে (Bay of Biscay) ইহাকে "মার্সেল" বন্দরে (Marselles) লঙ্গর ফেলিতে হয়। বস্তুতঃ ইহাই মার্সেলে লঙ্গর ফেলার কারণ কিনা অথবা "মোরিয়া" ইহার অন্যান্য ভগ্নী স্টীমারগুলির মতই মার্সেলে প্যাসেঞ্জার লইতে বা নামাইতে কিম্বা আবশ্যক মালপত্র প্রদান বা গ্রহণ করিতে বাধ্য ছিল, এ বিষয়ে আমরা প্রকৃত তথ্য জ্ঞাত হইতে পারি নাই। একটি মাত্র ইঞ্জিন ফিট করিয়াই "মোরিয়া" ভারত যাত্রা করে নাই, করিতেও পারে না। এর মত একটি সম্মানী স্টীমার বিশেষতঃ যাহাতে বীর সাভারকরের ন্যায় একজন দুর্ধর্ষ বিপ্লবী রহিয়াছে তাহাতে অতিরিক্ত অন্ততঃ আরও দুই বা তিনখানা ইঞ্জিন ছিল না ইহা অবিশ্বাস্য। তবে "মোরিয়াতে" চাপিয়াই যে ১লা জুলাই শ্রীসাভারকরকে ভারতে যাইতে হইবে এই অতি গুপ্ত তথ্য প্যারিসে ম্যাডাম কামা এবং তাঁহার সহকর্মীগণ যথাসময়ে পাইয়াছিলেন এবং তজ্জন্য শ্রীসাভারকরকে উদ্ধার করার সকল ব্যবস্থা সংগোপনে করিয়াছিলেন।

"মোরিয়া" এডেনে উপনীত হইলে তাহার যাত্রী এবং ডাক "এস্, এস্, শান্তিতে" স্থানান্তরিত করা হইল। তাহার কারণ কেহ আজও জানেনা। "শান্তি" বিনা বাধায় বোম্বাইতে পৌঁছিল। সাম্রাজ্যমদমত্ত ব্রিটেনের নগ্নরূপ বোম্বাইবাসীকে প্রদর্শন করার জন্যই সম্ভবতঃ বোম্বাই পুলিশ বীর সাভারকরকে হাতে পায়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিল। মুক্ত তরবারী হস্তে দণ্ডায়মান দুই সারি পুলিশের মধ্য দিয়া মার্চ করাইয়া তাঁহাকে একটি কৃষ্ণ বর্ণের মোটর ভ্যানে তুলিয়া লইয়া চলিল। বোম্বাই রেলস্টেশনে স্পেশ্যাল ট্রেনের এক ক্যাবিনের সম্মুখে আসিয়া ভ্যান দাঁড়াইল। হস্তপদ শৃঙ্খলিত বীর বিপ্লবীকে ভ্যান হইতে নামাইয়া আনিয়া ক্যাবিনে তুলিয়া দিল। উন্মুক্ত তরবারী হস্তে মিলিটারী পুলিশ আর সঙ্গীন উচান আর্মড্ পুলিশ ক্যাবিনে উঠিয়া তাঁহার সহযাত্রী হইল। ট্রেন নাসিক যাইবে।

প্যারিস হইতে বিপ্লবী নায়িকা ম্যাডাম কামার নির্দেশ পাইয়া সাভারকরের লণ্ডনস্থ সলিসিটর মিঃ ভাওগান (Voughan) মামলা সংক্রান্ত কাগজপত্র বোম্বাইতে ব্যারিস্টার মিঃ ব্যাপটিস্টার (Baptista) নিকটে প্রেরণ করিলেন।

মিঃ ব্যাপটিস্টা ম্যাডাম কামা হইতে নির্দেশ পাইয়া ১৩ই সেপ্টেম্বর যারবেদা জেলে শ্রীসাভারকরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন।

ডংগ্রি জেলে শ্রীসাভারকর

অকস্মাৎ যারবেদা জেল হইতে বীর সাভারকরকে ডংগ্রি জেলে স্থানান্তরিত করা হইল। ১৫ই সেপ্টেম্বর স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুনেলে তাঁহার বিচার আরম্ভ হইল। বিচারের সংক্ষিপ্ত মর্ম আমরা শ্রীধনঞ্জয় কীর সঙ্কলিত "সাভারকর জীবনী" হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

"ট্রাইব্যুনেলে ৩টি মামলার বিচার চলে। প্রথম মামলায় শ্রীসাভারকরসহ ৩৮ জন আসামী ছিলেন। দ্বিতীয় মামলায় সাভারকর ও গোপাল রাও পাটঙ্কর ছিলেন। পাটঙ্কর প্রথম মামলায়ও আসামী ছিলেন। তৃতীয় মামলায় সাভারকরই একমাত্র আসামীরূপে অভিযুক্ত হইলেন। সকলের বিরুদ্ধেই ৮টি চার্জ।

রাজসাক্ষী

"কাশীনাথ অধুশকর, দত্তাত্রেয় যোশী, ডবলু, আর, কুলকারাণী ও ছত্রভুজ রাজসাক্ষীরূপে কোর্টে দণ্ডায়মান হইলেন।

"বীর সাভারকর কোর্টে উপস্থিত হইবার কিছুক্ষণ পরে তাঁহার পরম স্নেহাস্পদ কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান নারায়ণরাও সাভারকরকে দেখিলেন এবং কতকটা অনুমানে চিনিতে পারিলেন। নারায়ণরাও এই মামলায় অন্যতম আসামী ছিলেন।

"বাদীপক্ষের প্রসিকিউটার কাউনসেল এডভোকেট জেনারেল মিঃ জার্ডিন মামলার উদ্বোধন করেন।

"২৬শে সেপ্টেম্বর আসামীগণের পক্ষে মিঃ ব্যাপটিস্টা মামলা মুলতুবী রাখার প্রার্থনা করেন। তিনি বলেন যে সাভারকর মার্শেলে তাঁহার গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে ফ্রেঞ্চ এবং ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট যে আপীল করিয়াছেন তাহার শুনানী না হওয়া পর্যন্ত মামলার বিচার চলিতে পারেনা। বিচারকগণ ইহা না-মঞ্জুর করিলেন। দুইজন বাদী পক্ষীয় সাক্ষীর জবানবন্দী ও জেরার পর কোর্ট শ্রীসাভারকরকে জেরা করার জন্য সুযোগ দিলে শ্রীসাভারকর দণ্ডায়মান হইয়া বলেন যে, যেহেতু তিনি ফ্রেঞ্চ গভর্ণমেণ্টের এলাকায় আশ্রয় পাইতে অধিকারী (entitled to the right of asylum) সেই হেতু তিনি ভারত গভর্ণমেণ্টের বিচারের জুরিসডিকশন আছে

বলিয়া স্বীকার করিবেন না। তিনি বলেন যে, তিনি সম্পূর্ণরূপে ফ্রেঞ্চ গভর্ণমেন্টের উপর নির্ভর করিয়াছেন, সুতরাং তিনি এই মামলায় কোনো অংশ গ্রহণ করিবেন না।

"মিঃ ব্যাপটিস্টা বলেন যে, সাভারকরের গ্রেপ্তার বে-আইনী হইয়াছে। কোর্ট ইহাও না-মঞ্জুর করিলেন।

"১লা অক্টোবর extradition আইনের ধারাগুলি পূর্ণরূপে বিবেচিত হয়। যখন উক্ত বিষয়ে শ্রীসাভারকরকে প্রশ্ন করা হয় তখন তিনি কিছু বলিতে অস্বীকার করেন।

কোর্ট ঘোষণা করে যে মার্সেল বন্দরে শ্রীসাভারকরের গ্রেপ্তারের ফলে ভারত-গভর্ণমেন্ট কর্তৃক তাহার বিচারের ক্ষমতা লুপ্ত হয় নাই।

"বিচারকালে প্রসিকিউশন হইতে তাঁহার বিরুদ্ধে নৃপতি ও সম্রাটের বিপক্ষে যুদ্ধোদ্যমের চার্জ প্রত্যাহার করা হয়, সুতরাং দ্বিতীয় মামলা অচল হইয়া যায়।

"প্রথম মামলার দীর্ঘকালব্যাপী বিচারকালে সরকার পক্ষ বহু সাক্ষী উপস্থিত করিয়া জবানবন্দী দেওয়াইল, সে সকলের জেরা হইল।

"আসামীদের মধ্যে অধিকাংশ কোর্টে এই অভিযোগ করেন যে তাহাদের উপর পুলিশের অত্যাচারে এবং তাহাদের আত্মীয়-স্বজনের উপর পুলিশের জুলুমে বাধ্য হইয়া ম্যাজিস্ট্রেটের নিকটে যে সকল বিবৃতি দিয়াছিল সে সকল যেন সত্য বলিয়া গৃহীত না হয়।

"সাক্ষীগণের জবানবন্দী ও জেরার পর আসামীগণের পালা আসিল। চীফ জাস্টিস্ শ্রীসাভারকরকে তাঁহার বক্তব্য বলিতে বলিলেন। তিনি বলেন, 'আমার বিরুদ্ধে যে সকল চার্জ উপস্থিত করা হইয়াছে, আমি সে সকল সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরপরাধ। আমি ইংলণ্ডের বিচারে অংশগ্রহণ করিয়াছি, সেখানে কোর্ট-গুলি দেশবাসীর মঞ্জুরীলব্ধ ডেমোক্রেটিক আইন মতে গঠিত। এইরূপ কোর্টে মানুষ বিচার পাইতে আশা করিতে পারে। সেখানে কর্তৃপক্ষ পশুবলের উপর নির্ভর করে না। ভারতে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবস্থা। আমি ইণ্ডিয়ান কোর্টের জুরিসডিকশন স্বীকার করি না, সুতরাং কোনো প্রকার স্টেটমেন্ট দিতে কিম্বা আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো প্রমাণ দিতে অস্বীকার করি'।

"অতঃপর উভয় পক্ষের সওয়াল জবাব চলিল। ৩৮ দিন ক্লান্তিকর বিতর্কের পর রায়দানের দিন আসিল। ১৯১০ সালের ২৩শে ডিসেম্বর, শনিবার, চীফ্ জাস্টিস্ তাঁহার সুদীর্ঘ রায় পাঠ করিয়া দণ্ডদান ঘোষণা করিলেন। তিনি সর্বাগ্রে শ্রীবিনায়ক দামোদর সাভারকরের নামই উল্লেখ করিলেন। তিনি বলিলেন,

'বিনায়ক দামোদর সাভারকর! আপনার উপর কোর্টের রায় এইরূপ :—যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর এবং সমুদয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত।'

"বাকী ৩৭ জনের মধ্যে ৮ জন মুক্তি পাইলেন। অন্যান্য আসামীগণের মধ্যে ১৫ বৎসর দ্বীপান্তব হইতে নিম্নে ৬ মাসের কারাদণ্ড পর্যন্ত প্রদত্ত হইল।

"সাভারকর ভ্রাতৃগণের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ শ্রীমান নারায়ণরাও ৬ মাস কারাদণ্ড পাইলেন। মনে হইল, গণেশ দামোদব ও বিনায়ক দামোদবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়াই লৌকিকতার খাতিবে সামান্য কিছু দণ্ড না দিলে ব্রিটিশ শাসনযন্ত্রের অধিকর্ত্তাগণ ক্ষুণ্ণ হইতে পারেন ভাবিয়াই ধর্মের অবতার জজগণ নারায়ণরাওকে কিঞ্চিৎ দণ্ড দিলেন, একেবারে বঞ্চিত কবিলেন না।

"জজগণ কোর্ট ত্যাগ করিয়া চলিলেন। আসামীগণ চিৎকার করিয়া বলিলেন—"জয় মুক্তিদাত্রী দেবী!"

জ্যাকসন হত্যায় সাহায্য

লর্ড হার্ডিঞ্জেব মধুব শাসন এবং লর্ড সিডেনহামের উদার রাজনীতি বীর সাভাবকরকে একবার মাত্র যাবজ্জীবন কাবাদণ্ড দানেব ব্যবস্থা করিয়া দিয়াই পরিতৃপ্ত হইল না। তাহারা তাঁহাকে নাসিকেব ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ জ্যাকসনকে হত্যায় সাহায্য করার জন্য অপব একটি মামলায় সোপর্দ করাইয়া পূর্বোক্ত ন্যায়-বিচারেব প্রতীক জবরদস্ত ট্রাইব্যুনালের হস্তেই অর্পণ করিলেন। তাঁহারা পুনরায় আর একটি বিচার প্রহসন সম্পন্ন করিয়া বীর সাভারকবকে আর এক দফা যাবজ্জীবন কাবাদণ্ড প্রদান করিলেন। উভয় দণ্ড কিন্তু এক সঙ্গে (concurrently) নহে, পব পর (consecutively) ভোগ করার নির্দেশ দিলেন, অর্থাৎ দুইবার ২৫+২৫=৫০ বৎসর কাবাবাসের ব্যবস্থা হইল। এরূপ দণ্ড পৃথিবীর কোনো সভ্যদেশে প্রচলিত আছে বলিয়া আমরা অবগত নহি।

পত্নীর সঙ্গে সাক্ষাৎ

শ্রীসাভারকর কঠোর দণ্ডলাভ করিয়াছেন জানিয়া তাঁহার শ্যালক শ্রীসাভার-করের পত্নীকে নিয়া একদিন ডংগ্রি জেলে সাক্ষাৎ করিতে উপস্থিত হইলেন। সাভারকরপত্নী নির্বাক হইয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। সাভারকরের লণ্ডন থাকা কালেই তাঁহাদের একমাত্র পুত্র প্রভাকরের জীবনান্ত হইয়াছিল। পুত্রশোকাতুরা সতীসাধ্বী মহিলা স্বামীর ৫০ বৎসর কারাদণ্ডের সংবাদে কল্পনাতীত বিষাদে সম্পূর্ণ বিচারবুদ্ধি রহিত হইয়া পড়িলেন। কারাগারের দারুণ নির্যাতন,

খাদ্যাভাব, তদুপরি বিশ্রামাভাব, তার উপর সশ্রম গুরু কার্যভারে নিশ্চয়ই কারাবাসে স্বামীর দেহের অবসান হইবে। তিনি অধীর হইয়া পড়িলেন, নিঃশব্দে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল, ইহা সত্য নয়। বোধ হয় একটা দুঃস্বপ্ন দেখিতেছেন। সহসা তাঁহার চমক ভাঙ্গিল, তিনি গললগ্নিকৃতবাসে অদূরে দণ্ডায়মান স্বামীর উদ্দেশে প্রণাম করিলেন।

প্রহরীগণ সাক্ষাতের সময় শেষ হইয়াছে বলিয়া হাঁক দিল। অশ্রুভারাক্রান্ত হৃদয়ে স্বামীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া পত্নী বিদায় লইলেন।

হেগ আদালতে বিচার

ইতিমধ্যে হেগ আদালতের বিচারের সংবাদ শ্রীসাভারকর জ্ঞাত হইলেন। বোম্বাই-এর "টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া" সগর্বে "রয়টার" প্রেরিত বিচারফল ঘোষণা করিয়া ব্রিটিশের জয়জয়কারে উৎফুল্ল হইল।

শ্রীসাভারকরের সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইয়া গেল। সদাশয় বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট তাঁহার পোশাক, পরিচ্ছদ এবং গ্রন্থাদি নীলামে বিক্রয় করিয়া ন্যায়-পরায়ণতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিল। কিন্তু দয়ার সাগর গভর্ণমেণ্ট তাঁহার চশমাটি তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিয়া দেশবাসীকে কৃতার্থ করিলেন।

আন্দামানের পথে বীর সাভারকর

বীর সাভারকরকে জেলের পোশাক পরাইয়া গলায় টিকেট ঝুলাইয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় কুখ্যাত "মহারাজা" স্টীমারে চাপাইয়া আন্দামান প্রেরণ করা হইল। ভারত গভর্ণমেণ্ট প্রথম সপ্তাহেই জেলের আয় বৃদ্ধির জন্যই হউক, অথবা ব্রিটিশ জাষ্টিস ও সভ্যতার পরিচয় দিবার আকাঙ্খায়ই হউক, নারিকেলের ছোবড়া পিটাইয়া নির্দিষ্ট পরিমাণ তন্তু প্রস্তুত করিতে এই বীর বিপ্লবীকে বাধ্য করিল। জেল কর্তৃপক্ষ, তাহাদের উপরওয়ালা হুকুমদার ব্রিটনগণের নির্মম, নিষ্ঠুর নির্দেশ-সমূহ সকল বিপ্লবী কারাবাসীগণের উপর কার্যকরী করিয়া যে আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছিল, চারি বৎসর পরে, তাহারাই জার্মেন কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে এবং বন্দী-নিবাসসমূহে বাস করার কালে তাহার কিছু অংশ ভোগ করিতে বাধ্য হইয়া কিরূপ মর্মভেদী চিৎকার করিয়াছিলেন তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া আনন্দিত হইয়াছি। যুগে যুগে মানুষ এমনইভাবে শত্রুকে হাতে পাইলে পিষ্ট করিয়াছে আর শত্রুর হস্তে পতিত হইয়া ভগবানকে ডাকিয়া সুবিচারের জন্য গলা ফাটাইয়া চিৎকার করিয়াছে। শৃঙ্খলিত, ব্যথিত ও পীড়িত দেশমাতৃকার বীর সন্তানকে

ব্রিটিশ শাসকগণ যেভাবে দলিত করিয়াছিল তাহার প্রতিবাদ সারা ভারতে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল।

১৯২০ সালে সম্রাট পঞ্চম জর্জ যখন সকল ভারতীয় বিপ্লবীকে অন্তরীণ কারাবাস এবং আন্দামান হইতে মুক্তি দিলেন, যখন মানিকতলা, যুগান্তর ও অনুশীলনের বিপ্লবীগণ মুক্তি পাইয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে পারিলেন, তখনও এই মহাবিপ্লবী চিৎপাবন ব্রাহ্মণের মুক্তি মিলিল না। ১৯২৪ খৃস্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী বীর সাভারকর রত্নগিরিতে প্রথম জেলমুক্ত হইয়া অন্তরীণাবদ্ধ হইলেন। তাহার দুই সপ্তাহের মধ্যেই তাঁহার ভ্রাতা শ্রীগণেশ দামোদর সাভারকরের উৎসাহ ও উদ্যমে এবং প্রধানতঃ বীর সাভারকরের সংগঠনের ফলে হিন্দুমহাসভা গঠিত হইল।

লণ্ডনে প্রথম ভারতীয় শহীদ

মদনলাল ধিংড়া

১৯০৯ সালের গ্রীষ্মকাল। ভারত গভর্ণমেণ্টের দুর্দ্ধর্ষ মারমুখো রূপ দিকে দিকে প্রকট হইয়াছে। খানাতল্লাস, গ্রেপ্তার, ষড়যন্ত্রের মামলা নিত্যকার ঘটনা। কয়েক মাস পূর্বেই "ক্রাইমস্ এ্যাক্ট" পাশ হইয়াছে। বাংলাব কতিপয় সর্বজনবরেণ্য দেশনায়ক ও কয়েকজন বিপুল উৎসাহী দেশকর্মী বিনা বিচারে, এমন কি কোনো প্রকার কৈফিয়ৎ দেওয়ার সুযোগ সুবিধা না পাইয়াই নির্বাসিত হইয়াছেন। স্বদেশী ও স্বরাজ অর্জনের আন্দোলন কতকটা স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে। দেশের মুক্তিকামী তরুণগণের কর্মধারা লোকচক্ষের অন্তরালে চলিতেছে। গুপ্ত সলাপরামর্শ, গুপ্ত সংগঠন, গুপ্তভাবে জেলায় জেলায়, পল্লীতে পল্লীতে গোপন কর্মপরিষদ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, দেশ যেন নিরুদ্যম, নিশ্চল এমন কি কর্মশক্তিহীন হইতেই চলিয়াছে।

এমনই হতাশাব্যঞ্জক পারিপার্শ্বিক অবস্থায়, ২রা জুলাই প্রাতঃকালীন সংবাদপত্র এক অকল্পিত, অচিন্ত্যনীয় সংবাদ লইয়া উপস্থিত হইল। লণ্ডন হইতে রয়টার সংবাদ দিতেছে—"সন্ত্রাসবাদীর অভূতপূর্ব দুঃসাহসিকতা! ইণ্ডিয়া অফিসের এ, ডি, সি, কর্নেল স্যার উইলিয়াম কার্জন ওয়াইলী প্রকাশ্য সভায় ভারতীয় বিপ্লবীর গুলিতে নিহত।"

বিবরণে ছিল, "অদ্য (১লা জুলাই) সন্ধ্যাকালে লণ্ডন শহরের সাউথ কেনসিংটন অঞ্চলে অবস্থিত ইম্পিরিয়াল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স এণ্ড টেকনোলজীর সুবিস্তৃত হলে অনুষ্ঠিত এক সভায় স্যার উইলিয়াম কার্জন ওয়াইলী সস্ত্রীক উপস্থিত হন। সভার শেষ দিকে ভারতীয় ছাত্র মদনলাল ধিংড়া সহসা পিস্তলের গুলিতে তাঁহাকে হত্যা করেন। তাঁহাকে ধরিবার চেষ্টা করার কালে ভারতীয় চিকিৎসক ডক্টর কাওয়াস লালকাকা (Cawas Lalcaca) আততায়ী কর্তৃক গুলি বিদ্ধ হইয়া নিহত হন। তারপর ভারতীয় ছাত্র মিঃ মদনমোহন সিং আততায়ীকে ধরিবার চেষ্টা করেন কিন্তু তাঁহার গুলি তাহাকে হত বা আহত করে নাই। ব্যাপারটি কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘটিয়া যায়।"

"সভাটি ছিল ন্যাশনেল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের বার্ষিক অধিবেশন (Anniversory)। বহু বিশিষ্ট ভারতীয় ও ইংরাজ, ব্যবসায়ী, ছাত্র,

কিছুসংখ্যক ভারতের পেনসনভোগী ও ভারতের শুভানুধ্যায়ী পুরুষ উপস্থিত ছিলেন। অনেক সম্ভ্রান্ত ইংরাজ ও ভারতীয় মহিলাও যোগদান করিয়া উদ্যোক্তাগণের আনন্দ বর্ধন করিয়াছিলেন। সহসা এই অভাবনীয় কাণ্ডে সবই বিপর্যস্ত হইয়া গেল।

"ইংলণ্ডের জনসাধারণ ইহাতে অভূতপূর্ব বিক্ষুব্ধ হইয়াছেন। স্বরাষ্ট্র দপ্তর এবং ইণ্ডিয়া অফিসের কর্তৃপক্ষ এরকম ব্যাপার যাহাতে ভবিষ্যতে ঘটিতে না পারে তজ্জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন।

"মদনলাল ধিংড়াকে গ্রেপ্তার করিয়া ব্রিক্সটন (Brixton) জেলে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে।"

মৃত্যুঞ্জয়ী মদনলাল

মদনলাল ছিলেন অমৃতসরের অধিবাসী। লাহোর ইউনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েট হইয়া লণ্ডনে গিয়াছিলেন ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যা অনুশীলন করিতে। লণ্ডনে পৌঁছিয়াই তৎকালে ভারতীয়গণের মিলন কেন্দ্র সুবিখ্যাত "ইণ্ডিয়া হাউসে"র সভ্য হইলেন। রোজই শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা, শ্রীসাভারকর, ম্যাডাম ভিকাজী কামা, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীজ্ঞানচাঁদ বর্মা প্রমুখ বিপ্লবীগণের আলাপ, আলোচনা ও বিশ্লেষণ শুনিতেন। শ্রীসাভারকর প্রতিষ্ঠিত "অভিনব ভারত সঙ্ঘ", "ফ্রি-ইণ্ডিয়া সোসাইটী"র শাখাতে বিভিন্ন প্রকার কার্যক্রম, বিভিন্ন দেশে মুক্তিকামীগণের অনুষ্ঠিত বৈপ্লবিক কর্মসাধন প্রভৃতি তথ্য অবগত হইলেন। তিনি ছিলেন নিরীহ প্রকৃতির তরুণ। বৈপ্লবিক কার্যে একাগ্রতা ও বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করিয়া শ্রীসাভারকরের বিশ্বাস ও প্রীতিভাজন হইলেন। ইণ্ডিয়া হাউসে বাস করার কালে তাঁহাকে কোনো প্রকার উত্তেজনাপূর্ণ ভাষণ দিতে কিংবা মন্তব্য করিতে কেহ কখনও শুনেন নাই।

প্রতি রবিবার ইণ্ডিয়া হাউসে ভারতীয় জাতীয়তাবাদিগণের ভীড় জমিত। চরিত্রবল, দেহবল ও বুদ্ধিবল প্রভৃতি বিষয়ে সাভারকর, ম্যাডাম কামা, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিপ্লবীগণ আলোচনা শুরু করিতেন। ভারতে দাম্ভিক শাসকগণের নির্বিচার নৃশংস দমননীতি, মুক্তিমন্ত্রের উপাসকগণের কর্তব্য প্রভৃতি বিষয়ে পর্যালোচনা হইত। কিন্তু মদনলাল ছিলেন নির্বাক্ শ্রোতা। তিনি ছিলেন নিরলস, নিঃস্বার্থপর, এবং নির্বিকল্প অথচ অসীম নির্ভীক ও অতুলনীয় তেজস্বী।

সাভারকর, ইণ্ডিয়া হাউস, অভিনব ভারত, ফ্রি ইণ্ডিয়া সোসাইটী প্রভৃতির

সংস্পর্শে পড়িয়া দেশগতপ্রাণ মদনলালের ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষানুশীলনের উদ্যম স্তিমিত হইয়া গেল। দেশমাতার মুক্তিযজ্ঞে আত্মাহুতি দেওয়ার আকাঙ্খা তাঁহাকে পাইয়া বসিল। কিন্তু আত্মদানের নির্দেশ দলপতি সাভারকর বা ম্যাডামা কামা কাহারও নিকট হইতে পাইতেছেন না, সকলেই বলিতেছেন, "আত্মদান বড কথা নয়, কিরূপ কাজে, কখন, কিভাবে আত্মদান করিবে ধীরে সুস্থিরে, বিনা উত্তেজনায় চিন্তা কর। দেশে কোটি কোটি লোক আছে। কিন্তু আত্মদান করার মত লোক নখাগ্রে গণনা করা চলে। অতএব, খুব সংযতচিত্তে বিবেচনা কর, দান যেন নিরর্থক না হয়, নিষ্ফল না হয়, আত্মাহুতি যেন আত্মহত্যা না হয়।"

তাঁহার অন্তরের অন্তঃস্থলে জাগিয়া উঠিল এক দুর্নিবার আকাঙ্খা। তিনি লণ্ডন শহরের বুকের উপরে একটা অভাবনীয় কাণ্ড সংঘটিত করিয়া সমগ্র সভ্য জগতে বিজ্ঞাপিত করিবেন ভারতে অত্যাচারী, ইংরাজ শাসকগণের নৃশংস দমননীতির কাহিনী। তিনি যেন দেশমাতার আহ্বান শুনিলেন –

"কাঁপিবে বিমান পৃথ্বী বিক্রমে নবীন
রহিবেনা পুণ্যভূমি চির পরাধীন।"

বাসুদেব ভট্টাচার্য

১৯০৮ সালের শেষদিকে বাংলার এক চরমপন্থী তরুণ বাসুদেব ভট্টাচার্য লণ্ডনে পৌছিয়া ইণ্ডিয়া হাউসে আশ্রয় নিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের প্রারম্ভ হইতেই তিনি বাগ্মীবর বিপিনচন্দ্র পালের সহচর ছিলেন। সভা সম্মেলনে সভাপতির অনুমতি লইয়া বা না লইয়াই এমনকি বাধাপ্রাপ্ত হইয়াও চরমপন্থী মতের সমর্থনে বক্তৃতা দিতেন। তিনি কলিকাতার স্বদেশীমহলে "দুর্মুখ" নামেই খ্যাত ছিলেন।

সহসা একদিন প্রাতঃকালীন সংবাদপত্রে পাঠ করিলাম, তিনি ইণ্ডিয়া অফিসে গিয়া ভারত সচিবের সহকারী কুখ্যাত স্যার লী ওয়ার্ণারের সঙ্গে আলোচনা কালে তাঁহার গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করিয়া গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

সংবাদটি ক্ষুদ্র ছিল, কিন্তু কলিকাতায় বেশ আনন্দের সঞ্চার করিল। বাসুদেব কবে, কিভাবে লণ্ডন চলিয়া গিয়াছিলেন, কি জন্যই বা স্যার লী ওয়ার্ণারকে প্রহার করিলেন তাহা বোঝা গেল না। কিন্তু কলিকাতার তরুণ মহলে ইহাতে বেশ উৎসাহের সৃষ্টি হইল। নিত্য চারিদিকে ধরপাকড়, স্থানে স্থানে বড় বড় ষড়যন্ত্রের মামলা। এমনই সময়ে "দুর্মুখ" ভট্টাচার্য এক

সামান্য কাণ্ড করিয়া দেশবাসীকে অসামান্য আনন্দ দান করিলেন। কলিকাতার ছাত্রাবাসগুলিতে ভোজের (feast) ব্যবস্থা হইল। "সন্ধ্যা"র হকারগণ অধিক রাত্রি পর্যন্ত ২য় সংস্করণ "সন্ধ্যা" লইয়া চিৎকার করিয়া শহরবাসীকে জাগ্রত রাখিল।

"ইণ্ডিয়া হাউসে"র সদস্যগণের মধ্যে বাসুদেবকে নিয়া বাক্‌বিতণ্ডা শুরু হইল। কেহ কেহ বাসুদেবকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিলেন, আবার কেহ বা উচ্চহাস্যে বিষয়ের গুরুত্ব লাঘব করিলেন। মদনলাল বাসুদেবকে বিদ্রূপ বা অভিনন্দন কোনটাই করিলেন না।

সহকর্মীগণ তাঁহার অভিমত জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, "ইহা অবিবেচনাপ্রসূত। এরকম দায়িত্বহীন সামান্য কার্যেই অসামান্য কার্যের পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়া যায়। যেমন প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্বক্ষণে, ১৮৫৭ সালে, অতি সামান্য ব্যাপারে ধৈর্যচ্যুত হইয়া মুক্তিকামী বীর শহীদ মঙ্গল পাঁড়ে বৃহত্তর ও মহান পরিকল্পনা ফাঁস করিয়া ফেলিলেন।"

১৯০৯ সালে একদিন ইণ্ডিয়া হাউসের জনৈক সদস্য কথাচ্ছলে বলেন যে এশিয়ার মধ্যে জাপানীগণই সর্বাপেক্ষা অধিক সাহসী, তাহারা দেশের জন্য হেলায় প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হয় না। এই বিষয় নিয়া কিছুক্ষণ বাদপ্রতিবাদ চলিল। মদনলাল বলিলেন, ভারতীয়গণ যে অসীম সাহসী এবং দেশের জন্য অকাতরে রক্তদান করিয়াছেন তাহার প্রমাণ ইতিহাসে সুপ্রচুর। এখনও প্রয়োজন হইলে যে পারিবে তাহার প্রমাণও পাইবেন।

বিষয়টি নিয়া তর্কের অবতারণা হইল। অবশেষে স্থির হইল, নিরীহ মদনলালের সাহস ও সহিষ্ণুতার পরীক্ষা হইবে। একটা পিন (pin) তাঁহার দক্ষিণ হস্তের তালুতে বসাইয়া দেওয়া হইবে, তিনি নিশ্চল থাকিয়া দেখাইবেন, তাঁহার ধৈর্য কিরূপ। মদনলাল সম্মত হইলেন। মদনলাল হাত পাতিয়া দাঁড়াইলেন। একজন সহকর্মী একটি পিন হাতে বিদ্ধ করিয়া দিতেছেন, ঝর ঝর করিয়া রক্ত পড়িতেছে, অবিচলিতচিত্ত অমিতবীর্য দেশপ্রাণ তরুণ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ভারতের তিক্ততম শত্রু কে?

"ফ্রি ইণ্ডিয়া সোসাইটী"র সদস্যগণ মধ্যে একদিন আলোচনা চলিল, ভারতের তিক্ততম শত্রু (bitterest enemy) কে? কে সর্বাপেক্ষা সাংঘাতিক শত্রুতাসাধন করিয়াছে বা করিতেছে?

কেহ কেহ বলিলেন, "নিঃসন্দেহরূপে লর্ড কার্জন অব কেডেলস্টোন।"

আবার কেহ বলিলেন, "না, তিনি অসময়ে বেত্রাঘাত করে আমাদের মোহনিদ্রা ভঙ্গ করেছেন, সুতরাং তিনি শত্রু নাহেন, মিত্র।" আবার কেহ বলিলেন, ভারত সচিবের এ, ডি, সি, কর্ণেল স্যার উইলিয়াম কার্জন ওয়াইলী। ইনিই বর্তমানে ভারতে অনুষ্ঠিত সর্বপ্রকার নৃশংস দলনের নির্দেশদাতা। কাহারও কাহারও অভিমত এইরূপ ছিল—

সাধু জন মর্লি (Lord Morley) সেক্রেটারী অব স্টেটস্ অব ইণ্ডিয়া বটে, কিন্তু ওয়াইলীরই হাতের ক্রীড়নক। মর্লি উদারনৈতিক দলের উদারহৃদয় সচিব, কিন্তু এই অটোক্রেট রক্ষণশীল দলের অধিনায়ক মিঃ ব্যালফোরের প্রধানমন্ত্রীত্ব কাল হইতেই ইণ্ডিয়া অফিসে বসিয়া আমাদের পুণ্যভূমিকে শোষিত ও দলিত করিতেছে। নিত্য নূতন ধরনের নৃশংস অত্যাচারে স্বদেশী, স্বরাজ, জাতীয় শিক্ষা ও বয়কট আন্দোলন দাবাইবার জন্য এই ব্যক্তিই দুর্বার শক্তি প্রয়োগ করিতে অনুজ্ঞা প্রেরণ করিয়াছে ও করিতেছে। তাহারই নির্দেশে বাংলায় পঞ্চনদে, মহারাষ্ট্রে ও অন্যান্য প্রদেশে, সভা, সঙ্ঘ ও দলগুলি বেআইনী আইনের বিধানে অবৈধ ঘোষিত হইয়াছে।

মদনলাল উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছেন। সহসা সকলকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়া বলিলেন, "উভয়ই, লর্ড কার্জন এবং স্যার কার্জন একই দেবতার ভিন্নমূর্তি। আরও আছেন, আরও আবির্ভূত হবেন। এ জাতই দৈত্যের। এরা ৩০০ বছর ধরে পৃথিবী লণ্ডভণ্ড করিয়াছে সভ্যতার নামে, সাম্যের নামে, অতএব প্রতিকার চাই, প্রতিবিধান চাই। চাই আমাদের আত্মদান, চাই আমাদের রক্তস্নান। আমাদের "মরিয়া অমর হইতে" হইবে। কারও গণ্ডদেশে একটি চপেটাঘাত করিয়া নয়, কোনো প্রতিমূর্তিতে কালি লেপন করিয়া নয়, বেনামী চিঠি ছাপিয়া বা ভীতি-প্রদর্শক পত্র লিখিয়াও নয়। আত্মোৎসর্গ করিয়া, ধূপের মত অগ্নিতে নিজেকে নিঃশেষ করিয়া মাতৃ-অঙ্গন সৌরভে পরিপূর্ণ করিয়া, দীপের মত জ্বলিয়া জ্বলিয়া দেশমাতৃকার বদনমণ্ডল প্রভাদীপ্ত করিতে হইবে।"

সভাস্থ সকলে নিস্তব্ধ। সহকর্মীগণ মধ্যে বীর বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সাবাস, সাবাস!"

সঙ্ঘগুরু সাভারকরের চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিল এক চিন্ময় জ্যোতি।

মদনলাল আরও বলিলেন, "ঐ দৈত্যবংশ নির্বংশ করিতে হইবে। একবার নয়, দুইবার নয়, একবিংশ বার পৃথিবী নিঃব্রিটিশ করিতে হইবে, সমগ্র ভূমণ্ডলের পৃষ্ঠে যে বিরাট জগদ্দল পাথর চাপিয়া আছে তা চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে হইবে।

কিভাবে জানিনা, কে শক্তি দিবেন বলিতে পারি না কিন্তু অবিলম্বে আরম্ভ করিতে হইবে দৈত্য-নিধন যজ্ঞ।"

পোলিশ বিপ্লবী ইস্তাহার

দিন যায়, দিন আসে। মদনলালের অহর্নিশ ধ্যান হইয়া দাঁড়াইল দেশ-মাতৃকার মুক্তি আর খুঁজিতে লাগিলেন তার পথ। সহসা প্যারিস হইতে এক প্যাকেট প্রচারপত্র আসিয়া লণ্ডনে পৌঁছিল। ঐগুলি ছিল পোলিশ বিপ্লবী সঙ্ঘের প্রচারপত্রের ইংরাজী অনুবাদ। বিনা রক্তপাতে, বিনা রক্ত দানে, বিনা সন্ত্রাসবাদী কার্যে কোনো জাত কখনও কিছু পায় নাই, ইহাই ছিল সেগুলির মর্মার্থ। আমেরিকা, ইতালী, রাশিয়া প্রভৃতি সংগ্রামী দেশসমূহে কি পাইতে কি পরিমাণ আত্মদান, রক্তস্নান করিতে হইয়াছে তাহারই একটা ফিরিস্তি ঐ প্রচারপত্রে ছিল। ভারতের মুক্তিসংগ্রামীগণ সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলেন, ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামকালে ভারতবাসী যে বিপুল পরিমাণ রক্তক্ষয় করিয়াছিলেন, যে অগণিত নরনারী আত্মবলি দিয়াছিলেন এবং সংগ্রাম ব্যর্থ হইলে ব্রিটিশ শাসকগণ যে লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ ভারতবাসীকে নির্বিচারে হত্যা করিয়াছিল পোল বিপ্লবীগণ তাহাও ফরাসী ও পর্তুগীজ প্রত্যক্ষদর্শী লেখকের বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন। ভারতবাসী কি পাইয়াছিল? তাঁহাদের মতে কিছু পাইয়াছিল, যদিও নগণ্য, যদিও যৎসামান্য, তথাপি কিছু। তাহা অন্ততঃ যথেচ্ছাচারী লুণ্ঠনলোলুপ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনতন্ত্র হইতে অব্যাহতি পাইয়া সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার পার্লিয়ামেণ্টারী শাসনের অন্তর্ভুক্তি—ভিক্টোরিয়ার উদারনৈতিক শাসনের ঘোষণা, প্রতিশ্রুতি ; ন্যায় ও ধর্মানুমোদিত শাসনের অঙ্গীকার। পোলিশ বিপ্লবীগণের মতে ইহা যথেষ্ট নহে, ইহা কিছুই নহে। সুতরাং চাই আরও আত্মদান, আরও সন্ত্রাস সৃষ্টি। বিদেশী শাসনকে রাজ্যশাসনে পদে পদে বাধা দান।

মদনলাল হৃদয়ঙ্গম করিলেন, এই পথেই ভারতের মুক্তি ; জগতের সকল পর-পদদলিত জাতির অভ্যুত্থান, স্বেচ্ছাতন্ত্রী শাসকের শাসন-শৃঙ্খল হইতে স্বদেশের অব্যাহতি। এই একমাত্র পথ।

সহসা একদিন মদনলাল তাঁহার সঙ্ঘগুরু শ্রীসাভারকর সান্নিধ্যে উপস্থিত হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আত্মদান করিয়া শহীদ হওয়ার সময় কি হইয়াছে?"

সংক্ষেপে সাভারকর উত্তর দিলেন, "যদি কেহ স্থিরচিত্ত হন এবং প্রস্তুত হন

কোনো উদ্দেশ্যে আত্মদান করার জন্যে, তবে এর মধ্যেই নিহিত থাকে জবাব যে শহীদ হওয়ার সময় হইয়াছে কিনা।"

মদনলাল উত্তর পাইলেন। বিনা বাক্যব্যয়ে শুধু বলিলেন, "বিদায়।"

জলি ক্লাব

মদনলাল 'ইণ্ডিয়া হাউসে' সহকর্মী বন্ধুদের মতই গুলি ছোড়া (shooting), ছুরি চালনা, তলোয়ার খেলা এবং জিওজিৎসু প্রভৃতি বিবিধ আত্মরক্ষামূলক ক্রীড়া শিক্ষা করিয়াছিলেন। এবার তিনি গুলি ছোড়ায় দক্ষতা অর্জন এবং লণ্ডনের কিছু সংখ্যক 'এরিস্টোক্রেটের' সঙ্গে নৈকট্য স্থাপনের আকাঙ্খায় উদ্দীপ্ত হইয়া 'জলি ক্লাবে' (Jolly club) ভর্তি হইলেন। তিনি উক্ত ক্লাবে বহু প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি ও পদস্থ রাজপুরুষের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাইলেন। উত্তম পোশাক পরিচ্ছদে শোভিত হইয়া ক্লাবে যাতায়াত করিতেন এবং সত্বরই লর্ড মর্লি, লর্ড কার্জন, কর্ণেল স্যার উইলিয়াম কার্জন ওযাইলী প্রমুখ বড বড রাজপুরুষগণের আস্থাভাজন হইলেন। ইহার অত্যল্পকাল পূর্বেই ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট 'ইণ্ডিয়া হাউস' বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন এবং উহার বোর্ডারগণ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন গৃহকর্ত্রীর ফ্ল্যাটে বাস করিতেছিলেন। মদনলাল একটি কক্ষ লইয়া বাস করিতেন। তিনি এই সময়ে পুরা দস্তুর সাহেব। টাই, কলার, কালোপযোগী ফ্যাশনে টাই বাঁধিয়া একটি সাদা পার্লদেওয়া সন (pin) গুঁজিয়া দেন। ট্রাওজারের ভাঁজ নিখুঁৎ।

"অন্তরে জলিছে সদা প্রতিহিংসানল
ধিকি ধিকি তুষানল সম।"

লর্ড কার্জন হত্যার উদ্যোগ

ভারতে ভেদনীতির প্রকাশ্য উদযোগী বাঙ্গালীর অভিশপ্ত লর্ড কার্জন! মদনলাল স্থির করিলেন সর্বাগ্রে তাঁহাকেই নিপাত করিবেন। তিনি শুনিতে পাইলেন, কোথাও কোন একটা সভাধিবেশনে লর্ড কার্জন সভাপতি বা বক্তা হিসাবে উপস্থিত হইবেন। মদনলালের রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। স্থির করিলেন ঐ সভায় তিনি উপস্থিত হইবেন। ভারতের অবিস্মরণীয় এই শত্রুকে নিধন করিয়া প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবেন।

মদনলাল উৎকৃষ্ট পোশাক পরিচ্ছদ পরিলেন, অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইলেন ও তারপর চলিলেন ঐ সভায়। কিন্তু হায়! সভাস্থলে প্রবেশাধিকার মিলিল

না। সংকল্প কার্যে পরিণত করিতে পারিলেন না। হতাশ হৃদয়ে ছুটিয়া গেলেন শ্রীসাভারকর সমীপে। ভগ্নহৃদয়ে মনোবেদনা জ্ঞাপন করিলেন।

ইম্পিরীয়াল ইনস্টিটিউটে সভা

১৯০৯ সালের ১লা জুলাই সন্ধ্যাবেলায় লণ্ডন সাউথ কেনসিংটন অঞ্চলে অবস্থিত ইম্পিরীয়াল ইনস্টিটিউটের সায়েন্স এণ্ড টেকনোলজির সুবিস্তৃত ও সুরম্য হলে "ন্যাশনেল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের" বার্ষিক উৎসব (anniversery) অনুষ্ঠিত হইবে, এই সংবাদ বিঘোষিত হইল। জলি ক্লাবের সদস্যগণ আমন্ত্রিত, অবলুপ্ত "ইণ্ডিয়া হাউসে"র বোর্ডারগণের মধ্যেও নিমন্ত্রণপত্র আসিয়াছে। মৃত্যুপণ দেশপ্রেমিক মদনলালের রক্ত আবার ঝিলিক দিয়া উঠিল। তিনি তাঁহার কক্ষে নিভৃতে বসিয়া দুইটি পিস্তলে গুলি ভরিলেন, একখানা ছোরার ক্ষুরধার পরীক্ষা করিলেন। তারপর উৎকৃষ্ট পোশাক পরিচ্ছদ পরিলেন, একটি মূল্যবান হ্যাট মাথায় দিলেন, অস্ত্রগুলি কোটের স্থানে স্থানে পুরিয়া তাঁহার আরাধ্য দেবতাকে মুহূর্তকাল স্মরণ করিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, এক দিকে সহধর্মী ও সহকর্মীরা উপবিষ্ট। তিনি সেদিকে তাকাইলেন না। তিনি "জলি ক্লাবের" সভ্য, সুতরাং এরিস্টোক্রেট, এরিস্টোক্রেটগণের মধ্যেই গিয়া উপবেশন করিলেন।

ন্যাশনেল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনটি ছিল সেকালের এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, ভারতের মুরুব্বি ব্রিটেন ও ইংলণ্ডে অবস্থিত ইংরাজের পদলেহী ভারতীয়গণের একটি মিলন ক্ষেত্র। খানাপিনা, নৃত্য, গীত এবং সর্ব প্রকারের ব্রিটিশসভ্যতা শিক্ষা দিয়া ভারতীয়গণকে ব্রিটিশের পূর্ণাঙ্গ গোলামে পরিণত করিতে এই সমিতি সর্বদাই যত্নবান থাকিত।

ঐ উৎসবে বহু বিশিষ্ট ভারতীয়, ভারত-বন্ধু ইংরাজ, ভারতীয় ছাত্র, ভারতের পেন্সনভোগী এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান উপস্থিত ছিলেন। বহু সম্ভ্রান্ত ইংরাজ ও ভারতীয় মহিলাও তাঁহাদের কেশ ও বেশের পারিপাট্যে সভাস্থ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গবাসে ব্যবহৃত ফরাসী কসমেটিক্স্ সভাগৃহ মাতাইয়া তুলিয়াছে।

সভার কার্য আরম্ভ হইল। একের পর এক কার্যসূচীর ধারাগুলি অনুষ্ঠিত হইতেছে, আর ক্রমেই সভা জাঁকিয়া উঠিতেছে। রাজভক্তি নিবেদন, রাজপদে আনুগত্য নিবেদন, রাজদ্রোহ ও শাসক-জাতির প্রতি অসন্তোষের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ ইত্যাদির পর বার্ষিক কার্যবিবরণী পাঠ হইল। মদনলাল

আর স্থির থাকিতে পারিতেছেন না। না, ঐ যে আসমুদ্র-হিমাচল প্রতিহিংসা-মূলক নিপীড়ন চালাইয়া ভারতবাসীকে যিনি অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছেন, সেই নরপিশাচ কর্ণেল স্যার উইলিয়াম কার্জন ওয়াইলী পুষ্পগুচ্ছ কোটের বোতামে আবদ্ধ করিয়া দম্ভের প্রতিমূর্তির মত উপবিষ্ট! আর দেরী নয়।

মুহূর্তেই মদনলাল উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দ্রুত পাদবিক্ষেপে চলিলেন ঐ দিকে। তার পর প্রতিহিংসায় উন্মত্ত ব্যাঘ্রের মত ঝাঁপাইয়া পড়িলেন ভারতের শত্রু কার্জন ওয়াইলির উপর। সঙ্গে সঙ্গে তিনটি গুলি ছুঁড়িয়া তাঁহাকে ভূপতিত করিলেন। তৎক্ষণাৎ বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়া আসিলেন এক দু-মুখো পার্শী চিকিৎসক ডাক্তার কাওয়াস লালকাকা (Cawas Lalcaca), মদনলাল মুহূর্তে তাঁহাকেও গুলিবিদ্ধ করিয়া নিহত করিলেন। অবশেষে আসিলেন একজন ভারতীয় মিঃ মদনমোহন সিং। তিনি অক্ষতই রহিলেন। সম্ভবতঃ অপর পকেটে যে আর একটি কার্তুজ ভর্তি পিস্তল ছিল তাহা তিনি বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন।

আশ্চর্যের বিষয় এই, বীরত্বপূর্ণ কার্যসাধনের জন্য ব্রিটিশসিংহের কত খ্যাতি সমগ্র পৃথিবীতে, অথচ আজ তাঁহাদের বিবরে ভারতীয় হত্যাকারী প্রবেশ করিয়া পর পর দুই জনকে হত্যা করার পর একটিও সিংহ শাবক অগ্রসর হইল না। যাঁহারা অগ্রসর হইলেন তাঁহারা উভয়েই ভারতীয়।

মদনলাল গ্রেপ্তার হইলেন। কার্জন ওয়াইলীর পত্নী লেডি ওয়াইলী প্রথমটায় হতভম্ব হইয়া গিয়াছিলেন। ক্ষণিকের মধ্যে কি যে হইয়া গেল, কেন তাঁহার স্বামী ভূপতিত হইলেন, কেন তাঁহার বক্ষ হইতে রক্তধারা সবেগে ছুটিয়াছে, কেনই বা সভাস্থল চিৎকার, আর্তনাদ ও হৈ-হুল্লোরে তোলপাড় হইতেছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। কিন্তু শীঘ্রই চমক ভাঙ্গিয়া গেল। ছুটিয়া গিয়া রক্তাপ্লুত স্বামীর বক্ষে লুটাইয়া পড়িলেন।

মদনলালের দেহ পরীক্ষা

পুলিশ মদনলালের দেহ পরীক্ষা করিয়া ২টি পিস্তল, ১ খানা ছোরা, আর কিছু অর্থ ও কাগজপত্র পাইলেন।

পুলিশ হেপাজতে মেডিকেল অফিসারগণ তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, তাঁহার নাড়ী এবং হার্টের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। দুইটি হত্যা করার পরও তাঁহার কোনো উত্তেজনা, ভয় বা শ্রান্তি নাই, যেন কিছুই ঘটে নাই। মেডিকেল অফিসারগণ অভিমত প্রকাশ করিলেন, তিনি সাধারণ অপরাধী নহেন

(not an ordinary criminal), দীর্ঘকাল চিন্তা ভাবনার পর অবশ্য কর্তব্য সম্পাদনের মতই এই হত্যা করিয়াছেন।

মদনলালকে ব্রিক্স্টন জেলে (Brixton Jail) আবদ্ধ রাখা হইল।

হত্যাকাণ্ডের নিন্দা

এই অভাবনীয়, সম্পূর্ণ অকল্পিত ও অভূতপূর্ব হত্যাকাণ্ডে সমগ্র ইংলণ্ডের অস্থিমজ্জা পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। কি সাহস, কি ধৃষ্টতা! আমাদেরই পদানত কৃষ্ণকায় ভারতবাসী, আমাদেরই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের চিরগৌরবোজ্জ্বল রাজধানী লণ্ডনের বক্ষস্থলে অবস্থিত ইম্পিরীয়াল ইন্‌স্টিটিউটে অনুষ্ঠিত সভায় এমন একটা অভাবনীয় কার্য সম্পাদন করিতে পারিল? অনতিবিলম্বে ইহার প্রতিকার চাই, প্রতিবিধান চাই। ভারতীয় ছাত্রের আগমন, নির্গমন, তাহাদের ভর্তি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। তাহাদিগকে সর্বভাবে সুসংযত রাখিতে হইবে, শায়েস্তা করিতে হইবে ইত্যাদি বিভিন্ন সভা, সঙ্ঘ, এমন কি সংবাদপত্রসমূহ দাবী তুলিল।

মধ্য ইউরোপের মুক্তিকামী জাতি ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনগণ উল্লসিত হইল। এই ভাবেই দম্ভ চূর্ণ করিতে হয়, এরূপ ব্যবস্থাই গ্রহণ করিতে হয় বর্বর শাসকগণের বিরুদ্ধে। তাঁহারা আশার আলোকে উদ্ভাসিত হইলেন। অপর দিকে রাজভক্ত ভারতীয়গণ, রাজানুগ্রহপ্রার্থী ভারতের তথাকথিত সুহৃদ ব্রিটনগণ মদনলালের কার্যের নিন্দা প্রকাশ করার জন্য ৫ই জুলাই, ইতিহাসখ্যাত ক্যাক্সটন হলে (Caxton Hall) এক সভার আয়োজন করিলেন। স্যার আগা খাঁ (পরবর্তীকালে হিজ হাইনেস্) সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। সভায় মাঞ্চুরজী ভবনাগরী, দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (তৎকালে প্রেস কনফারেন্সে যোগ দেওয়ার জন্য লণ্ডনে ছিলেন), লণ্ডন প্রবাসী বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল, ফজলভাই করিম ভাই প্রমুখ ভারতের বহু নায়ক উপস্থিত হইলেন।

ভারতসচিবের দপ্তরে বিভিন্ন স্থান ও ব্যক্তি হইতে প্রাপ্ত শত শত শোকজ্ঞাপক, নিন্দা ও ঘৃণাপ্রকাশক ক্যাবল ও টেলিগ্রাম সভামধ্যে পুঞ্জীভূত করা হইল, তন্মধ্যে মদনলালের পিতৃদেব প্রেরিত একটি বার্তাও ছিল?

সভা আরম্ভ হইলে ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য মিঃ থিয়োডোর (পরে স্যার) মরিসন মদনলালের ভ্রাতা অনেক বিত্তার্থীসহ সভামধ্যে উপস্থিত হইলেন। ভ্রাতা অন্যের শিক্ষায় প্ররোচিত হইয়াও একটি ছত্রের মধ্যেই তাঁহার বক্তব্য

সমাপ্ত করিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি ভ্রাতার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখি না।"

সুরেন্দ্রনাথ ও বিপিনচন্দ্র ভারতীয় যুবকগণের অন্তরে যে অসন্তোষ জমিয়া উঠিতেছে তাহার কারণ ও নিরাকরণের দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের অবতারণা করিলেন।

অতঃপর মাননীয় সভাপতি তাঁহার হীরকমালা শোভিত অঙ্গুলি তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মদনলাল ধিংড়ার কার্যের তীব্র নিন্দাজ্ঞাপক প্রস্তাব সর্ববাদী-সম্মতিক্রমে গৃহীত হইল ?"

অমনি সভাকক্ষের এক প্রান্ত হইতে ধ্বনিত হইল—

"না, না, কিছুতেই না। সর্ববাদীসম্মতিক্রমে নিশ্চয়ই নয়।"

মনে হইল একটা বিরাট বিস্ফোরণে বুঝি সভাস্থল চুরমার হইয়া গেল।

উত্তেজিত কণ্ঠে সভাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কে বলছেন, না, না ?"

উত্তর আসিল।

"আমি।"

সভাপতি। "আপনার নাম ?" (Your name please)!

"আমি শ্রীসাভারকর।"

স্যার আগা খাঁ শ্রীসাভারকরকে উত্তমরূপেই জানিতেন। আটমাস পূর্বে এই ক্যাক্সটন হলেই শ্রীসাভারকরের সঙ্গে ন্যাশনেল কন্‌ফারেন্স করিয়াছেন, কিন্তু আজ অবস্থার পরিবর্তনে না জানার ভান করিলেন।

সভায় উপস্থিত এক শ্রেণীর ব্রিটনের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল, তাহারা চিৎকার করিয়া প্রতিবাদীকে সায়েস্তা করিতে উদ্যত হইল। পামার নামক এক ইউরেশিয়ান যুবক ছুটিয়া গিয়া সাভারকরের মুখে ঘুষি মারিলে সাভারকরের চশমা ভাঙ্গিয়া গেল, ভ্রূ ও ললাট কাটিয়া গেল, রক্ত ছুটিল। পার্শ্বে দণ্ডায়মান সাভারকরের সহকর্মী ত্রিমূল আচারিয়া পামারকে ঘুষি মারিয়া জর্জরিত করিলেন। অপর সহকর্মী ভি, ভি, এস আয়ার পিস্তলের গুলিতে পামারকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলে সাভারকর তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন।

সাভারকর চিৎকার করিয়া বলিলেন, "এর পরেও আমি বলছি, আমি সাভারকর, আমি এই প্রস্তাবের সম্পূর্ণ বিরোধী, সুতরাং প্রস্তাব সর্বসম্মত নহে।"

এই সময়ে সুরেন্দ্রনাথ ও বিপিনচন্দ্র সাভারকরের উপরে কাপুরুষোচিত এই আক্রমণ চালাইবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া সভা ত্যাগ করিলেন।

সভায় হুলস্থূল পড়িয়া গেল। কিছুসংখ্যক লোক দ্রুত সভা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

সভাপতিও প্রস্তাব গ্রহণ না করিয়াই সভাস্থল ত্যাগ করিলেন। সভা পণ্ড হইয়া গেল।

লণ্ডন "টাইম্‌স্"এ প্রতিবাদ

সভান্তে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া সেদিনকার সভা যে অন্যায় এবং অবৈধ শ্রীসাভারকর তাহা আইনের যুক্তিসহ বিবৃত করিয়া "টাইম্‌স্" পত্রিকায় এক প্রতিবাদলিপি প্রেরণ করিলেন। যে সময়ে মদনলাল ধিংড়া জেলে আবদ্ধ ও তাঁহার অপরাধের প্রাথমিক তদন্ত পর্যন্ত হয় নাই এবং বিষয়টা সম্পূর্ণ বিচারাধীন (while the case is sub-judice) সেই সময়ে মদনলালের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রকাশের জন্য সভা করা যাইতে পারে না। ইহাতে আদালতের অবমাননা করা হইয়াছে। পরদিন ৬ই জুলাই প্রাতঃকালীন টাইম্‌স পত্রিকায় এই প্রতিবাদ প্রকাশিত হইল। "টাইম্‌সে"র সম্পাদক একটি স্তবক লিখিয়া সাভারকরের যুক্তি সমর্থন করিলেন।

বিপিনচন্দ্র তাঁহার সম্পাদিত "স্বরাজ" পত্রে তীব্র ভাষায় এই কার্যের সমালোচনা করিলেন। তিনি লিখিলেন, সভানুষ্ঠান ও মদনলালকে টানিয়া আনিয়া বক্তৃতায় তাঁহার নিন্দাবাদ গর্হিত অপরাধ হইয়াছে।

ওয়েস্টমিনস্টার কোর্টে মদনলাল ধিংড়া

১০ই জুলাই লণ্ডনের ওয়েস্টমিনস্টার কোর্টে মদনলালের বিরুদ্ধে প্রাথমিক তদন্ত আরম্ভ হইল। মদনলাল বলিলেন, তিনি এই কার্য কেন করিয়াছেন সে সম্বন্ধে একটি বিবৃতি তাঁহার পকেটে রাখিয়াছিলেন, তাহা পুলিশ গোপন করিয়াছে। পুলিশ ইন্সপেক্টার বলিলেন, তাঁহারা কোনো বিবৃতি পান নাই। অতঃপর মদনলাল আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে অস্বীকৃত হইলেন। কেহ কেহ জেলে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে উন্মাদের ভান করিতে পরামর্শ দিলেন, কিন্তু সমগ্র পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টি করিবার জন্যই যিনি সজ্ঞানে সুস্থমনে এই কার্য করিয়াছেন তিনি এ পরামর্শ ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিলেন।

অদম্য উৎসাহে উদ্দীপ্ত মুক্তিসংগ্রামী মদনলালের আকাঙ্ক্ষা ছিল দেশের একটি তিক্ততম শত্রুকে হত্যা করিয়া জীবন ধন্য করিবেন। ব্রিটিশ কোর্টের

বিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ড হউক ইহাই কামনা করিয়াছিলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন একবৎসর পূর্বে প্রথম বোমার মামলায় শ্রীউল্লাসকর দত্তের দশ বৎসর কারাদণ্ড হইলে, তৎকালীন "ইংলিশম্যান" পত্রিকায় "সন্ত্রাসবাদী সন্ত্রাসিত" (The terrorist terrorised) বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ, শ্রীউল্লাসকর কোর্টের কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া গাহিয়াছিলেন বিশ্বকবির বিশ্ববিশ্রুত জাতীয় সঙ্গীত—

"সার্থক জনম আমার জন্মেছি
এই দেশে"

আরও শুনিয়াছিলেন, প্রাণদণ্ডের আদেশপ্রাপ্তির পর মৃত্যুঞ্জয়ী কানাইলাল দত্তের শরীরের ওজন ১৬ পাউণ্ড বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই সংবাদে তাঁহার রক্তস্রোতে ঝলক তুলিয়াছিল। পঞ্চনদীর বারিবিধৌত চিরঅম্লান পঞ্জাবের বীরসন্তান মদনলাল করিবেন উন্মাদের ভান? শুধু দেহরক্ষা করার জন্য? কিছুতেই নয়। তিনি কোর্টে দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, "জার্মানদের যেমন এই দেশ আয়ত্ত করার অধিকার নাই তেমনি ইংরাজেরও পবিত্র ভারতভূমি আয়ত্ত করার অধিকার নাই। এ জন্যই আমাদের পক্ষে ইংরাজকে হত্যা করার ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে। কারণ, ইংরাজ আমাদের পবিত্র দেশ কলুষিত করিতেছে। আমি ইংরাজের ভণ্ডামী, ব্যঙ্গ অভিনয় এবং বৃথা আড়ম্বর দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত।"

তাঁহাকে সেসনে সোপর্দ করা হইল।

সেসনে বিচার

সেসনের বিচার একটা লোক দেখান প্রহসন মাত্র হইল। মদনলাল আত্মপক্ষ সমর্থন না করিয়া তাঁহার পকেট হইতে নিয়া পুলিশ যে বিবৃতি গোপন করিয়াছে, তাহা কোর্টে উপস্থিত করিতে পুনঃপুনঃ বলিলেন। ইংরাজ রাজপুরুষগণ মদনলালের আত্মীয়স্বজনের পক্ষে একজন কৃতী কাউন্সেল নিযুক্ত করিয়া বিচারকালে, মদনলালের কার্যে যে তাঁহাদের সহযোগিতা ও সহানুভূতি ছিল না এবং মদনলালের সঙ্গে যে তাঁহাদের কোনো সম্পর্ক নাই, বরং তাঁহারা যে অতীব রাজভক্ত, ইংরাজভক্ত তাহা ঘোষণা করাইলেন। এরূপ ধান ভানিতে শিবের গীত ব্রিটিশ সেসন কোর্টে কিভাবে সম্ভব হইতে পারিল তাহা সত্যই অভাবনীয়।

বিচার শেষ হইল। ধিংড়া ব্রিটিশ ন্যায়শাসনের বিচারে মৃত্যুদণ্ড লাভ করিলেন, ধন্য হইলেন। পরবর্তী ১৮ই আগস্ট ফাঁসির দিন ধার্য হইল।

ধিংড়ার সহকর্মীগণ তাঁহার বিবৃতি মুদ্রিত করার জন্য প্রবল চেষ্টা আরম্ভ করিলেন। পুলিশ বিবৃতি গোপন করিলেও একটি অনুলিপি বহু বাধা বিঘ্নের পর প্রকাশ করা সম্ভব হইল। ১৫ই আগস্ট "অভিনব ভারত সঙ্ঘে"র সম্পাদক শ্রীজ্ঞানচাঁদ বর্মা মুদ্রিত বিবৃতির অনুলিপি বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সঙ্ঘ, সমিতি ও ব্যক্তির নিকট পাঠাইলেন। কিন্তু লণ্ডনের পত্রিকা সমূহে প্রকাশ করা সম্ভব হইল না। অবশেষে "ডেইলী নিউজ" পত্রিকার জনৈক আইরীশ নৈশ সম্পাদকের সহায়তায় ১৬ই আগস্টের প্রাতঃকালীন সংখ্যায় বিবৃতিটি প্রকাশিত হইল। উক্ত পত্রিকায় ভারতের কংগ্রেস নায়ক বৃদ্ধ দাদাভাই নৌরজীর মোটা অংশ ছিল।

"ডেইলী নিউজে"র উক্ত সংখ্যা ইংলণ্ডে অভাবনীয় আলোড়ন সৃষ্টি করিল। কারাকক্ষে ইহার কপি পাইয়া মদনলাল পুলকিত হইলেন, তাঁহার কর্তব্য সমাপ্ত হইল।

বিবৃতিটি ছিল এরূপ :—

"I admit, the other day, I attempted to shed British blood, as an humble revenge for the inhuman hanging and deportations of patriotic Indian youth…I believe that a nation held in bondage with the help of foreign bayonets is in perpetual state of war Since open battle is rendered impossible to unarmed race, I attacked by surprise, since guns were denied to me, I drew forth my pistol and fired. As a Hindu, I feel a wrong done to my country is an insult to God

The war of independence will continue between India and England, so long as the English and Hindu races last (if the present unnatural relation does not cease)."

বাংলা অনুবাদ :—"আমি স্বীকার করি যে সেদিন আমি, দেশভক্ত ভারতীয় যুবকগণকে অমানুষিকভাবে ফাঁসি দেওয়া ও নির্বাসিত করার ক্ষীণ প্রতিহিংসা গ্রহণের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশের রক্তপাত করার চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমি বিশ্বাস করি যে, বিদেশের সঙ্গীনের সাহায্যে একটি জাতিকে দাসত্বশৃঙ্খলে

আবদ্ধ রাখার অর্থই নিরন্তর যুদ্ধাবস্থা। যেহেতু একটি নিরস্ত্র জাতির পক্ষে প্রকাশ্য সংগ্রাম অসম্ভব সেই হেতু, আমি অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়াছিলাম ; যেহেতু আমাকে বন্দুক দেওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছিল, আমি আমার পিস্তল বাহির করিলাম ও গুলি ছুড়িলাম। একজন হিন্দু বলিয়া আমি অনুভব করি যে আমার দেশের প্রতি একটা অন্যায় কবাব অর্থ ঈশ্বরকে অবমাননা করা।

"যে পর্যন্ত ইংরেজ এবং হিন্দু জাতির অস্তিত্ব থাকিবে (যদি বর্তমান অস্বাভাবিক সম্পর্কের অবসান না ঘটে) ততদিন পর্যন্ত ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যে স্বাধীনতার সংগ্রাম চলিতে থাকিবে।"

মদনলালের অন্তিম আকাঙ্খা

মদনলাল জেলকর্তৃপক্ষের নিকট তাঁহার অন্তিম আকাঙ্খা জ্ঞাপন কবিলেন। তিনি বলিলেন, তাঁহার শব যেন কোনো অহিন্দু স্পর্শ না করে ; ইহা যেন হিন্দুশাস্ত্রমতে দাহ কবা হয়। তাঁহার পোশাক, পরিচ্ছদ ও জিনিসপত্র বিক্রয়লব্ধ অর্থ যেন ভারতের জাতীয় অর্থভাণ্ডারে প্রদত্ত হয়।

প্রতিহিংসাপরায়ণ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট মদনলাল ধিংড়াব শহীদী আত্মাকে ব্যথাক্লিষ্ট ও অসম্মানিত কবার জন্যই সম্ভবতঃ শবটি ভূপ্রোথিত করার নির্দেশ দিলেন। যে গভর্ণমেণ্ট বিগত শতাব্দীর শেষ ত্রিশ চল্লিশ বৎসর ওয়াহাবী বিপ্লবীগণের শব তাঁহাদের অভিলাষানুযায়ী ইস্‌লামী মতে গোর না দিয়া দাহ করিয়া জগৎবাসীকে দেখাইয়াছে যে মৃত শত্রুর প্রতিও ব্রিটিশ কোনো প্রকার কৃপা বা অনুকম্পা প্রদর্শন করে না, সেই নির্মম গভর্ণমেণ্ট তাহাদের সাম্রাজ্যের মধ্যমণি রাজধানী লণ্ডন শহরের বুকের উপর ধিংড়ার অনুষ্ঠিত অপরাধ কিভাবে বিস্মৃত হইবে? ইহারা যে তাঁহার শব হাইড পার্কের (Hyde Park) উচ্চতম ওক বৃক্ষের শাখায় ঝুলাইয়া রাখিয়া পচিয়া গলিয়া বায়ুতে মিশিয়া যাইবার ব্যবস্থা দ্বারা ভারতীয় বিপ্লবীগণের সম্মুখে দৃষ্টান্ত হিসাবে রাখিবার ব্যবস্থা করে নাই, ইহাই বরং আশ্চর্য ব্যাপার।

রক্ষণশীল দলের সুবিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকা "দি স্যাটারডে টাইম্‌স্" মদনলাল ধিংড়ার কার্য ও তাহার মূল কারণ বিশ্লেষণ করিয়া ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকেই এই প্রকার হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী করিল এবং তীব্রতম ভাষায় সমালোচনা করিল। সম্পাদক লিখিলেন, "প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার উত্তেজনা ভ্রান্ত গভর্ণমেণ্টই সৃষ্টি করেন"। বিপিনচন্দ্র এই মন্তব্যের সঙ্গে একমত হইলেন না। তিনি তাঁহার "স্বরাজ" পত্রিকায় এক জটিল মনো-বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে ইহাকে

গভর্ণমেণ্টের "বিচারবুদ্ধিতে ভ্রান্তি" (error of judgement) বলিয়া স্বীকার করিলেন না। তিনি স্পষ্টভাষায় লিখিলেন, ইহা জ্ঞানপাপীর অনুষ্ঠিত প্রতিহিংসাপরায়ণতা।

বার্লিনের সুবিখ্যাত সমাজতন্ত্রী নায়ক হ্যার অগাস্ট বেবেল রাইক্স্টাগের সৃষ্টি হইতেই প্রগতিবাদী নায়করূপে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁহার সম্পাদনায় দৈনিক "ফরভেয়ার্তস" (Vorwaerts) পত্রিকায় এবং প্যারিসের সুবিখ্যাত সমাজতন্ত্রী পত্রিকা "লুম্যানিতে" L' Huminite পত্রিকায় "ভারতীয় শহীদ মদনলাল ধিংড়া" শীর্ষক সংবাদ ও মন্তব্য প্রকাশকালে ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র সচিবের এই হীন মনোবৃত্তির তীব্র সমালোচনা করা হইয়াছিল। ভারতের বুকে বৃটিশ শাসনের নৃশংসতা ইউরোপের স্বাধীনতাপ্রিয় নাগরিকদের বিবেককে কতখানি আলোড়িত করিয়াছিল তৎকালীন বিভিন্ন দেশের পত্র-পত্রিকায় তাহার অসংখ্য সাক্ষ্য রহিয়াছে।

মদনলালের আত্মদান ব্যর্থ হয় নাই। তাঁহার অমর আত্মাহুতি স্বাধীন-ভারতের পতাকায় স্বর্ণরাগ-রেখাঙ্কিত হইয়া ভারতীয়দের কাছে চিরকালের জন্য স্মরণীয় হইয়া থাকিবে, প্রেরণার বস্তু হইয়া থাকিবে।

বিমূর্ত দেশপ্রেম মদনলাল ধিংড়া। শহীদের দেশপ্রেম মৃত্যুঞ্জয়ী, তোমার দেশপ্রেমের মৃত্যু না।

বার্লিনে ভারত উদ্ধার উদ্যোগ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধিল ১৯১৪ সালে জুলাই মাসের শেষ দিকে। তার পূর্বে, ভারতের মুক্তিকামী বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে ছিলেন। ফ্রান্সে থাকিয়া ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা চালান আর সম্ভবপর এবং নিরাপদও নহে ইহা উপলব্ধি করিয়াই তিনি এপ্রিলের প্রথমভাগে জার্মেনীর হালে (Halle) শহরে চলিয়া আসেন। সেই সময়ে আমি হালেতে ছিলাম। ইতিপূর্বে উভয়ের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদান হইলেও দেখা-সাক্ষাৎ হয় নাই। সাক্ষাৎ হওয়ার পর সত্বরই বিশেষ হৃদ্যতা জন্মিল। স্বদেশী যুগ হইত যে সকল নির্ভীক স্বাধীনতাকামীর নাম শুনিয়াছিলাম তিনি তাঁহাদিগের অন্যতম, সুতরাং তাঁহাকে শ্রদ্ধার সহিতই গ্রহণ করিলাম।

জুলাই মাসের শেষসপ্তাহে মধ্য ইউরোপের আকাশে বাতাসে যুদ্ধের ডামাডোল, জনচিত্ত আতঙ্কে উদ্বেলিত। যুদ্ধ বাধিয়া গেল। ৪ঠা আগস্ট রাত্রি ১১টায় গ্রেট ব্রিটেনও জার্মেনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। পরদিন প্রত্যুষে রাস্তায় বাহির হইয়া দেখিলাম কয়েক স্থানে বড় বড় হরফের প্লাকার্ড আঁটা রহিয়াছে। সে সকলে আছে, "গ্রেট ব্রিটেন আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে।" (Gross Britanien erklaret uns Krieg !)

আমি চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে গেলাম। তিনি একটি ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাস দ্বারা পুস্তকের প্রুফ দেখিতেছিলেন। বলিলাম, "শুনেছো, গ্রেট ব্রিটেন যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।" আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তিনি আমাকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন। বলিলেন, "ভট্টাচার্য ! সর্বাপেক্ষা আনন্দদায়ক সংবাদ তুমি দিলে। এই মহাযুদ্ধে ইংরাজ পর্যুদস্ত হবে, তাহার দর্প, তাহার হঠকারিতা চূর্ণ বিচূর্ণ হবে।"

আমরা শহরের বিভিন্ন লাইব্রেরী ও সংবাদপত্রের এজেন্সীগুলিতে ঘুরিয়া যুদ্ধের সংবাদ অবগত হইতেছিলাম। নিজেদের কক্ষে বসিয়া জল্পনা-কল্পনা করিলাম, এই মহাযুদ্ধে ইংরাজকে সায়েস্তা করার অভিযানে আমরা কোনো প্রকার অংশ গ্রহণ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারি কিনা। কিছুতেই কিছু সম্ভবপর বিবেচিত হয় না, কারণ, ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে যে সকল বিপ্লবী, জাতীয়তাবাদী বন্ধুবান্ধব আছেন, তাঁহাদিগকে এসময়ে সমবেত করাও প্রায় দুঃসাধ্য কার্য। সত্বরই যুদ্ধে জার্মেনীর অভাবনীয় সাফল্য দেখিয়া আমরা আরও

উৎফুল্ল হইলাম, কোনো প্রকারে এ সময়ে ভারতে ইংরাজকে বিপন্ন করা যায় কিনা, তজ্জন্য অধীর হইয়া উঠিলাম।

এই সময়েই জার্মেনী-প্রবাসী জাপানীগণ একটা বিবৃতিতে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকে স্বেচ্ছাতন্ত্রী বর্বর রাশিয়ার সঙ্গে যোগ দিয়া জার্মেনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করায় তীব্র ভাষায় কটূক্তি করিয়া জার্মেনীর প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন ও জার্মেনীর জয়লাভ কামনা করিল। ইহার কয়েকদিন পরেই অবশ্য জাপানও জার্মেনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল।

আমরাও এরূপ একটি বিবৃতি প্রকাশ করা স্থির করিলাম। আমি নিজেই জার্মেন ভাষায় বিবৃতিটি রচনা করিয়া ভারতের পরম হিতৈষিনী বৃদ্ধা মহিলা ফ্রাউ আনা মেরী সিমনকে দেখাইয়া প্রকাশের ব্যবস্থা করিলাম। ইহার বাংলা অনুবাদ ছিল মোটামুটি এইরূপ :—

"সাম্রাজ্যবাদী গ্রেট ব্রিটেন ও সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার ধাপ্পাবাজ ফ্রান্স চিরকাল আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশে যথেচ্ছ অত্যাচার করিয়াছে, অবিরাম লুণ্ঠন করিয়া উক্ত দুই মহাদেশের নরনারীকে ধ্বংসের পথে টানিয়া নামাইয়াছে। আজ উক্ত দুই অত্যাচারী জাতি পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বিরাট স্বেচ্ছাচারী বর্বর রাজ্য রাশিয়ার সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের লীলাভূমি, সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, সঙ্গীত ও চারুকলার পুণ্যতীর্থ মহান জার্মেনীকে ধ্বংস করার জন্য অগ্রসর হইয়াছে। সমগ্র এশিয়া ও আফ্রিকার পদদলিত জাতিসমুদয়, বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায় ও সংস্কৃতিভুক্ত অগণিত নরনারী যখন সর্বান্তঃকরণে এই সঙ্কটকালে জার্মেনীর প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছিল, যখন জার্মেনীর এই মহাসঙ্কটে পরিত্রাণ এবং বিজয়লাভের জন্য ভগবান সমীপে প্রার্থনা ও উক্ত তিনটি আক্রমণকারী অত্যাচারী রাজ্যের ধ্বংস কামনা করিতেছিল, অকস্মাৎ এই সময়েই এশিয়ার কলঙ্ক, অসভ্য ও ধূর্ত জাপান অকারণ জার্মেনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া জার্মেনীর শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিপর্যয় সাধনে উদ্যত হইয়াছে, ইহাতে নিঃসহায় নিরুপোদ্রবী, নির্বিরোধ এশিয়া ও আফ্রিকাবাসীর আশা ও আকাঙ্খায় বজ্রপাত হইয়াছে।

জার্মেনী প্রবাসী ভারতীয়গণ জার্মেনীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের জয়যাত্রা অব্যাহত গতিতে সাফল্যমণ্ডিত হইয়া সমগ্র বিশ্ব উদ্ভাসিত করিয়া তুলুক এই প্রার্থনা মঙ্গলময় ভগবানের নিকট জানাইতেছে। ভারতীয়গণ এশিয়ার কলঙ্ক ধূর্ত জাপানীগণের আচরণে ঘৃণা প্রকাশ করিতেছে।"

ফ্রাউ সিমন ইহা হইতে "অসভ্য ও ধূর্ত" কথা দুইটি বাদ দিয়া দিলেন,

বলিলেন, একটা জাতিকে এরূপ ভাষায় গালি দেওয়া অনুচিত। অতঃপর আমরা বিবৃতি মুদ্রণের ব্যবস্থা করিলাম।

মুদ্রিত বিবৃতির কপি জার্মেনী, অস্ট্রো-হাঙ্গারী, সুইজারল্যাণ্ড ও নেদারল্যাণ্ডের প্রায় সকল পত্রিকা আফিসে, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি, প্রধান প্রধান লাইব্রেরী প্রভৃতিতে প্রেরণ করিলাম। জার্মেনীর বিভিন্ন স্টেটগুলির কর্তাগণকেও পাঠাইলাম। কয়েকদিন ধরিয়া স্টেট লাইব্রেরীতে যাইয়া দেখিলাম যে বিভিন্ন পত্রিকা বড় বড় শিরোনামাসহ বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছে, কোনো কোনো পত্রিকায় সম্পাদকীয় মন্তব্যও প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের আনন্দ হইল। দেশের জন্য একটা বিরাট কর্তব্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছি ভাবিয়া আত্মশ্লাঘা অনুভব করিলাম। কিন্তু সত্বরই অনুভব করিলাম যে ইহাতে কোনো লাভই হয় নাই, বরং দুঃসময়ে আমাদের শূন্যপ্রায় মনিব্যাগই শূন্য হইয়াছে।

জার্মেন গভর্ণমেণ্ট হইতে আমাদিগকে কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। আমরা উদ্বিগ্ন হইয়া ভাবিলাম, জার্মেনী নিশ্চয়ই ইংরেজকে সায়েস্তা করিতে সক্ষম হইবে, কিন্তু আমরা দুই বিপ্লবী ভারতের জন্য এই সুযোগে কিছুই করিতে পারিলাম না। নানাপ্রকার চিন্তা, নানা কলা-কৌশল মস্তিষ্কে নিয়ত জাগিয়া কেবলই চঞ্চল করিয়া তুলিতেছিল।

অবশেষে মাথায় একটা বুদ্ধি আসিল। আমাদের স্টেটিনের (Stettin) বন্ধু ডক্টর হেলমুথ ডেলব্রুক, ডক্টরেট নেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত হালেতেই ছিলেন। তিনি একজন বিশ্ববরেণ্য আইনজ্ঞের অধীনে আইন বিষয়ক গবেষণায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া স্টেটিনে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার খুল্লতাত হার ক্লেমেন্স ফন্ ডেলব্রুক প্রশিয়ার স্বরাষ্ট্র সচিব। অপর এক খুল্লতাত বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক। আমি হেলমুথকে একখানা পত্র দিয়া দেখিতে পারি, তিনি কোনো প্রকারে সরকারের সঙ্গে আমাদের সংযোগ স্থাপন করাইয়া দিতে পারেন কিনা। সহসা মনে হইল, তাঁহার সঙ্গে তিন বৎসর পূর্বে ফ্রাউ সিমনের বাড়ীতেই পরিচিত হইয়াছিলাম। ডেলব্রুক তাঁহার বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। সুতরাং তাঁহার দ্বারা হেলমুথকে পত্র লিখাইলে তাহা ফলপ্রসূ হইবে।

রাত্রি প্রভাতেই ফ্রাউ সিমনের বাড়ীতে চলিয়া গেলাম। তিনি প্রফুল্ল বদনে অভ্যর্থনা করিলেন। আমি উপবেশন করিয়াই বিনা ভূমিকায় আমার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ সানন্দে প্রস্তাব সমর্থন করিলেন এবং বলিলেন, এখনি টেলিগ্রাম করিতেছি। তিনি লিখিলেন :—

Can you ask your uncle State Secretary to receive Herr

Chattopadhaya Indian Patriot a friend of our beloved Bhatta for important political negotiation. Simon

ফ্রাউ সিমন তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা এলেনকে তখনি টেলিগ্রামটি করিয়া আসিতে বলিলেন। এলেন যাত্রাকালে মন্তব্য করিয়া গেলেন, "এ যেন প্রেসিডেণ্ট ক্রুগারের নিকট কাইজারের টেলিগ্রাম! মহাবিপর্যয়ের পূর্বাভাষ!"

মধ্যাহ্নে চট্টোপাধ্যায় আমার গৃহেই আহার করিতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে এত বিষণ্ণ দেখছি কেন?"

বিবিধ উদ্বেগের কথা তাঁহাকে বলিলাম। সেদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের আসর জমিল না। তিনি চলিয়া গেলেন। অপরাহ্ন ৩টায় আমার বাড়ীর নীচের দুধের দোকানের একটি বালিকা আসিয়া বলিল, "ডক্টর! আপনাকে ফোনে ডাকছে।"

বুঝিলাম, কিসের ফোন। নীচে গিয়া ফোন ধরিতেই বুঝিলাম ফ্রাউ এলেন সিমন বলিতেছেন, "ডক্টর! স্টেটিনের টেলিগ্রাম এসেছে, আসুন।"

আমি এক মুহূর্ত দেরী না করিয়া ট্রামে চাপিলাম। সিমন পরিবারে পৌঁছিতেই মাতা ও কন্যা সহাস্যে সংবর্ধনা করিলেন ও টেলিগ্রামটি হাতে দিলেন। ডক্টর ডেলব্রুক লিখিয়াছেন :—

Send Chattopadhaya Berlin Foreign office meet Baron Bertheim instruction given.

উপলব্ধি করিলাম, সুযোগ পাইব। সফল হই, বিফল হই, ইতিহাস খ্যাত এক মহাপ্রলয়ে অংশ গ্রহণ করিতে পারিব। জিজ্ঞাসা করিলাম, "আজই সন্ধ্যার ট্রেনে চট্টোপাধ্যায়কে বার্লিনে পাঠিয়ে দিই?"

ফ্রাউ সিমন বলিলেন, "না, কাল সকালে পাঠাবেন। এই যুদ্ধকালে রাত্রিবেলায় গেলে বিপদ হতে পারে।"

বলিলাম, "চট্টোপাধ্যায় এ ব্যাপারের কিছুই অবগত নন, তাঁকে গিয়ে বলি।"

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "খরচপত্র কোথায় পাবেন?"

বলিলাম, "চলে যাবে।"

"আপনাদেরই ত হাত শূন্য হয়ে এসেছে।" তারপর কন্যা এলেনকে বলিলেন, "দুটি বিশ মার্কের ক্রাউন এনে দাও।"

এলেন ক্রাউন দুটি (তৎকালে ৩২ টাকার মত) আনিয়া দিলেন। আমি ধন্যবাদ দিয়া বিদায় নিলাম। যাত্রাকালে তাঁহারা লক্ষ্য করিলেন, আমি গৃহ হইতে মাথার টুপি নিয়া যাই নাই। এমন একটা উত্তেজিত অবস্থায় গিয়াছিলাম যে টুপির কথা মোটেই মনে ছিল না।

আমি চট্টোপাধ্যায়ের দ্বারদেশে ট্রাম হইতে নামিয়া তাঁহার কক্ষে উপস্থিত হইলাম। তিনি তাঁহার পুস্তকের পাণ্ডুলিপি গোছাইতেছিলেন। ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাসযোগে কিছু পুঁথি ও প্রবন্ধের কপি বাঁধিতেছিলেন।

আমি উপস্থিত হইয়া তাঁহার সম্মুখে টেলিগ্রামটি তুলিয়া ধরিলাম। তিনি অপ্রস্তুত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিষয় কি? আমাকে foreign অফিসে পাঠাতে কে লিখেছেন?"

আমি সব কথা খুলিয়া বলিলাম। তিনি আনন্দে, উচ্ছ্বাসে উদ্দাম হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, "ভট্টাচার্য! ভাই! তোমার দ্বারা যদি জীবন সার্থক হয়।"

কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া চট্টোপাধ্যায় বলিলেন, "ভট্ট! বন্ধু! এতদিন কেবল শুকনো কাঠ চিবিয়েছি, কোনো রস বা স্বাদ উপভোগ করতে পারিনি, এখন তোমার কৃতিত্বে যদি দেশের কিছুটা কাজ করে জীবনটাকে সফল করে মরতে পারি।"

তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, আমাকে কিছুক্ষণ বক্ষে ধরিয়া রাখিয়া বলিলেন, "আজই সন্ধ্যার গাড়ীতে বার্লিন চলে যাই।"

"আমি বলিলাম, "না, ফ্রাউ সিমন আজ যেতে নিষেধ করেছেন।"

অবশেষে স্থির হইল পরদিন প্রত্যুষের গাড়ীতে তিনি যাত্রা করিবেন।

আমার কক্ষে আসিয়া উভয়ে চা পান ও জলযোগ করার কালে আলোচনায় ব্যাপৃত হইলাম। ঠিক হইল আমরা জার্মেন গভর্ণমেণ্ট হইতে সর্বপ্রকার সাহায্য পাইলে অগৌণে ইউরোপ ও আমেরিকাস্থ বিপ্লবী এবং জাতীয়তাবাদী-গণকে বিভিন্ন পথে দেশে প্রেরণ করিব এবং দেশের সর্বত্র এক অভূতপূর্ব বিপ্লবের সৃষ্টি করিব। কিন্তু এক সমস্যা দাঁড়াইল। ৪ঠা আগস্ট বিদেশীদিগকে জার্মেন গভর্ণমেণ্ট শহরে বাস করার জন্য যে পাশ (Identity Card) দিয়াছিলেন, তাহাতে লিখিত ছিল যে পাশহোল্ডার শহর পরিবর্তন করার পূর্বে উক্ত কার্ড স্থানীয় পুলিশ-অফিসে জমা দিবেন এবং নূতন কার্ড পাইলে তাহা নিয়া শহর পরিবর্তন করিবেন। এমতাবস্থায় চট্টোপাধ্যায়ের পক্ষে পূর্বোক্ত পাশ লইয়া বার্লিন যাত্রা সমীচীন কি?

সহসা তিনি গর্জিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "যদি কোথাও কেহ চ্যালেঞ্জ করে তবে তিনি ডেলব্রুকের টেলিগ্রামখানা দেখাইবেন, সম্ভবতঃ তাহাতেই বিপদ কাটিয়া যাইবে। এই সময়ে আমরা বার্লিন ফরেন অফিসে একখানা তার করিলাম, তাহার ভাষা ছিল এইরূপ :—

Baron Bertheim, Foreign office. Berlin, Meeting Your

Excellency tomorrow morning. Chattopadhaya, Indian Nationalist.

চট্টোপাধ্যায়ের বার্লিন যাত্রা

৩১শে আগস্ট, ভোর ৫টার সময় ত্বরিতপদবিক্ষেপে চট্টোপাধ্যায়ের কক্ষে যাইয়া দেখিলাম, তিনি প্রস্তুত। তখন গ্রীষ্মকাল, ভোর ৪টায়ই সূর্যোদয় হইয়াছে, বাহিরে স্নিগ্ধ রৌদ্রালোক।

তিনি তাঁহার ছোট গ্লাডস্টোন ব্যাগটি হাতে নিয়া বাটীর সম্মুখেই ট্রামে চাপিলেন।

যুদ্ধকাল। আমার পক্ষে স্টেশনে যাওয়া নিরাপদ নহে বিবেচনা করিয়া তিনি সঙ্গে যাইতে নিষেধ করিলেন। যাত্রার প্রাক্কালে বলিয়া গেলেন, শুভসংবাদ থাকিলে ট্রাঙ্ক টেলিফোনে খবর দিবেন।

দারুণ উৎকণ্ঠার মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিতে লাগিল, কোনো সংবাদ নাই। সহসা পূর্ব দিনের মত দুধের দোকানের মেয়েটি আসিয়া খবর দিল, "ডক্টর। বার্লিনের ট্রাঙ্ক কল।"

ছুটিয়া গেলাম। চট্টোপাধ্যায় জার্মেন ভাষায় বলিলেন, "ভট্টাচার্য! অবস্থা অকল্পিতরূপ উৎসাহব্যঞ্জক। কালই সকালে ফিরবো। কাজে লিপ্ত হওয়ার পূর্ণ সুযোগ পেয়েছি।" তারপর উৎসাহের আতিশয্যে বাধানিষেধ বিস্মৃত হইয়া বাংলায় বলিলেন,—

"ভট্টা! এসেছে সে একদিন
লক্ষ পরানে শঙ্কা না মানে"

লাইন কাটিয়া গেল। কারণ, যুদ্ধকালে বিদেশী ভাষায় ফোন করা নিষিদ্ধ।

অপরাহ্ন হইতে সারারাত্র আমার মনে একটি কথাই পুনঃ পুনঃ সাড়া দিতেছিল। রাত্রিতে ঘুম হইল না। ক্রীড়াচ্ছলে যে বিরাট কার্যে হস্তক্ষেপ করিলাম, তাহার সাফল্য কিভাবে সম্ভব, কেবল তাহাই মনকে আলোড়িত করিতেছে। মাঝে মাঝে শয্যা ত্যাগ করিয়া রাইটিং টেবিলের সন্নিকটে গিয়া বসিতেছি, বিপ্লবী এবং জাতীয়তাবাদী বন্ধুগণের তালিকার মধ্যে দুই চারটি নূতন নাম সংযোগ করিতেছি, আবার শয্যা গ্রহণ করিতেছি। অস্থিরতার মধ্যে বিনিদ্র রাত্রি কাটাইলাম।

১লা সেপ্টেম্বর, বেলা ১১টায়, চট্টোপাধ্যায় সরাসরি আমার কক্ষে আসিয়া

উপস্থিত হইলেন। হাত মুখ ধুইয়া দুই চারিখণ্ড মাখনরুটি ও এক গ্লাস দুধ খাইয়া একটু সুস্থ হইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন, "ভট্টাচার্য, আমরা এতদিন কি ভুলই করেছি। জার্মানীর চতুঃসীমার মধ্যে পা দিই নি। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার ধ্বজাধারী প্রবঞ্চনাকারী গণতন্ত্রী ফরাসী এলাকা থেকে ভারত উদ্ধারের প্রচেষ্টা চালিয়েছি। নিশ্চিতভাবেই আমাদের জানা ছিল ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে একটা গভীর মৈত্রীবন্ধন ১৯০৫ সাল থেকেই কার্যকরী ছিল কিন্তু তথাপি আমরা ইংলণ্ডকে সায়েস্তা করার জন্য তাহার অতিপ্রিয় বন্ধু ফ্রান্স-এ বসেই সময়, শক্তি ও অর্থ নষ্ট করেছি।"

তারপর চট্টোপাধ্যায় বলিলেন, "ভাই, তুমি যে বুদ্ধি খাটিয়েছিলে তার ফলে আমার কোনো অসুবিধা হয়নি।

"ফরেন অফিসে গিয়ে ব্যারন বেয়ারথাইম (Bertheim) সমীপে উপস্থিত হলে, ব্যারন কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করেই তাঁর গাড়ীতে করে একজন কুরিয়ারসহ আমাকে সারলোটেনবুর্গ (Charlottenburg)-এ সেফিগনী প্লাত্‌স (Savigny platz Bahnhof) স্টেশনের নিকটে ব্যারন ওপেনহাইম-এর বাটীতে পাঠিয়ে দিলেন।

"ব্যারন আমাকে প্রফুল্ল বদনে অভ্যর্থনা করে তাঁর প্রাইভেট চেম্বারে নিয়ে আমাদের পরিকল্পনা শুনলেন। তাঁর চোখে মুখে আনন্দধারা বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। তিনি উঠে আমাকে বক্ষে চেপে ধরলেন, তারপর বললেন সর্বপ্রকারে তাঁরা আমাদের সর্ব কার্যে সাহায্য করবেন।

"প্রায় একঘণ্টা আলোচনার পর তিনি তাঁহার সঙ্গেই আমাকে মধ্যাহ্ন-ভোজনে পরিতৃপ্ত করলেন। এখানকার সকল দায়িত্ব মিটিয়ে তোমাকে নিয়ে যাবার জন্য ৫০০ মার্ক দিয়েছেন।"

এই বলিয়া তিনি ২৫টি ক্রাউনের একটি পুটুলী আমার হাতে দিলেন। তিনি উৎসাহভরে অনেক কিছু বলিলেন, সে সকল আমার অন্তরে এক অভাবনীয় ভাবের সঞ্চার করিল। মনে হইল আমাদের সকল জল্পনা-কল্পনা আজ সত্যে পরিণত হইতে চলিল। আমি নববলে সঞ্জীবিত হইলাম, নব উৎসাহে উদ্দীপিত হইলাম। ইচ্ছা হইল হাঁক দিয়া দেশবাসীকে বলি,

"ভাইসব এস, সকল ভেদাভেদ ভুলে এস, অকল্পিত এক সুযোগ সমুপস্থিত।"

উভয়ে কথাবার্তার মধ্যেই মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপ্ত করিলাম। তারপর নিবিষ্টচিত্তে আমাদের কর্মপন্থা আলোচনা করিলাম। ব্যারন সমীপে কি কি

সুযোগ সুবিধা চাহিব, কি কি দাবী উত্থাপন করিব সে সকল লিস্টভুক্ত করিলাম ও দাবীগুলি টাইপ করিবার ব্যবস্থা করিলাম।

অপরাহ্ণ ৩টায় আমরা উভয়ে ক্রাউ সিমনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। বহু ভারতবাসী ইতঃপূর্বে এই পরিবারে যাতায়াত করিয়াছেন। কিন্তু আজই প্রথম বিপ্লবী বীর বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে নিয়া উপস্থিত হইলাম। ক্রাউ সিমন তাঁহাকে পাইয়া পরম প্রীত হইলেন। উভয়ে ব্যারন ওপেনহাইমের সঙ্গে আলোচনা সম্পর্কে কিছুক্ষণ ফরাসী ভাষায় কথা বলিলেন।

বার্লিন যাত্রা

ব্যারন প্রদত্ত ৫০০ মার্কের থলিটি হইতে আমাদের দেনা মিটাইলাম। চট্টোপাধ্যায় গৃহকর্ত্রী হইতে বিদায় লইয়া তাঁহার পুস্তকাদি আমার কক্ষে আনিয়া রাখিলেন। আমি কক্ষ ত্যাগ করিলাম। গৃহকর্ত্রী বলিলেন, "এই যুদ্ধকালে কে ঘরভাড়া নিতে আসিবে? সুতরাং জিনিসপত্র পুস্তকাদি থাকুক।"

যথাসময়ে আমরা ট্যাক্সিমিটারসংযুক্ত ফিটন গাড়ীতে চাপিয়া স্টেশনে পৌঁছিলাম কিন্তু যুদ্ধকালীন অবস্থার জন্য ট্রেন আসিতে দুই ঘণ্টা দেরি হইল। ট্রেন পুনঃ পুনঃ গতিহ্রাস করিতেছে, কখনও নিশ্চল হইতেছে। এইভাবে রাত্রি ১১টায় বার্লিনের আনহালটার বানহোফে পৌঁছিল। অনেক দেরিতে পৌঁছিয়া দেখিলাম স্টেশনে আমাদের জন্য কেহ নাই। ব্যারন ওপেনহাইম চট্টোপাধ্যায়ের তার পাইয়া যাহাকে স্টেশনে পাঠাইবেন বলিয়াছিলেন, তিনি হয়ত অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষা করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। নিরুপায় হইয়া আমরা স্টেশনের বিরাট রেস্তরাঁয় প্রবেশ করিলাম, ইচ্ছা ছিল টেলিফোন করিব। সঙ্গে সঙ্গে দুইজন পুলিশ আসিয়া আমাদের পাশ দেখিতে চাহিলেন। হালে ত্যাগ করিতেই আমাদের পাশ অকেজো হইয়া গিয়াছে, তাহা স্বীকার করিলাম। আজ অবস্থার পরিবর্তনে আমরা অস্বস্তি বোধ করিলাম।

আমি একজন পুলিশকে ডাকিয়া রেস্তরাঁর একপার্শ্বে গিয়া আমাদের বার্লিনে আসার কারণ বিবৃত করিলাম এবং তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম ব্যারন ওপেনহাইমের বাড়ীতে ফোন করার জন্য। প্রথমতঃ ব্যারনের প্রাইভেট সেক্রেটারী ফোন ধরিলেন কিন্তু পরক্ষণেই ব্যারন ফোন ধরিয়া পুলিশকে বলিলেন, আমাদিগকে সেই রাত্রের জন্য স্টেশনের নিকটবর্তী কোনো হোটেলে রাখিয়া পুনরায় তাঁহাকে ফোন করিয়া জানাইতে।

এবার পুলিশদ্বয় আমাদিগকে সসম্ভ্রমে দীর্ঘ কুর্ণিশ করিয়া স্টেশনের সংলগ্ন "Hotel Waldorf"এ স্থান করিয়া দিলেন।

হোটেলের সঙ্গে রেস্তর্ঁা ছিল না। একজন ওয়েটার কিছু ভোজ্য আনিয়া দিলে তদ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া আমরা শুইয়া পড়িলাম।

ঘুমাইবার উপায় ছিল না। সাম্রাজ্যবাদী জার্মেনীর আতিথ্য গ্রহণের আনন্দে হাসিয়া হাসাইয়া চট্টোপাধ্যায় কত কি যে বলিলেন, কত কি করিলেন ঠিক ঠিকানা নাই। বিপ্লবী জীবনে, নানাস্থানে নানাপ্রকাব অবস্থার মধ্যে বাস করার কালে যে সব হাস্যকর ঘটনার উদ্ভব হইয়াছে, সে সকলের বিবরণ দিয়া রাত্রি কাটাইয়া দিলেন। ভোবের দিকে একটু তন্দ্রা আসিযাছে, এমন সময়ে বঙ্গভাষা প্রায় বিস্মৃত হায়দাবাবাদী বাঙ্গালী বীরেন্দ্রনাথ গান ধবিলেন—

"চিদাকাশে হলো পূর্ণ প্রেম চন্দ্রোদয় হে
উথলিল প্রেমসিন্ধু কি আনন্দময় হে"!

আমি হাসিয়া মাটিতে গড়াইয়া পডিলাম। তিনি বলিলেন, "লণ্ডনে নববৈধানিক ব্রাহ্মগণেব এক সম্মেলনে সেনেদের (৺কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়েব) বাড়ীর একটি মহিলা এই সঙ্গীত মধুর কণ্ঠে গাহিয়া সভাস্থ সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। আমরা কতিপয় উচ্ছৃঙ্খল উন্মার্গগামী যুবক বলিয়াছিলাম, সঙ্গীতটি আমাদেব "কানের ভিতর দিয়া" প্রবেশ কবিলেও মর্ম স্পর্শ করে নাই, হিয়াও আকুল কবে নাই। আমরা কল্পনা করিতে পারি না কোন কারণে, কোন অবস্থায়ই "আশাশূন্য ভাষাশূন্য অতি ঘৃণ্য" চিদাকাশে পূর্ণ প্রেম চন্দ্রোদয় হইতে পারে। অবশ্য আমরা ভেবেছি, আমবা কেঁদেছি, বলেছি—

"এমন দিন কি হবে মা তারা
যবে তারা তারা তারা বলে দুনয়নে
বইবে ধারা"।

"ভাই, আজ মনে হচ্ছে, সে দিন, সে ক্ষণ এসেছে। ভারত এখনও মুক্ত, স্বাধীন সার্বভৌম শক্তিসম্পন্ন হয়নি, তবু মুক্তিযজ্ঞে আত্মাহুতি দিয়ে আজন্ম জ্বালা জুড়াতে পারবো"। তিনি গাত্রোত্থান করিলেন, বলিলেন—

"কি আনন্দ, কি আনন্দ, কি আনন্দময়
আজি নিখিল ভুবন!"

প্রত্যুষেই ডাক্তার নয়ম্যান আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুইদিন পূর্বে চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে ব্যারন ওপেনহাইম তাঁহাকে পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন।

কাল রাত্রে ১১টা অবধি স্টেশনে ছিলেন। তিনি সহাস্ত বদনে আমাদিগকে লইয়া ট্যাক্সিতে চাপিয়া বার্লিনের উপকণ্ঠে সোয়েনেবেয়ার্গ (Schoeneberg) পল্লীতে, তাঁহারই বাসভবনের সন্নিকটে একটি বাটীর সম্মুখে উপনীত হইলেন। বাটীটি চারিতল। ত্রিতলে ফ্রাউ বেস্‌লারের ফ্ল্যাটে একটি বৃহৎ অসজ্জিত (nnfurnished) কক্ষে আমাদের স্থান হইল। নয়ম্যান বলিলেন, অর্ধঘণ্টার মধ্যেই কক্ষ সুসজ্জিত হইবে। গৃহকর্ত্রী বলিলেন, "আপনারা প্রাতঃরাশ সেরে নিন, তার পরেই ঠিক করে দিচ্ছি!"

প্রাতঃকালীন সংবাদপত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। আজ ৩রা সেপ্টেম্বর। দেখিলাম, অস্ট্রো-জার্মেনীব সেনা বাহিনীর দিকে দিকে জয় জয়কার। নয়ম্যান বলিলেন, "বহুসম্মানপ্রদ ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা প্রাতঃরাশ সেবে নিন, আমি ঘুরে আসছি। হ্যাব ব্যারন বলেছেন, ১১টায় আপনাদের নিয়ে যেতে।" তিনি একটি সিগারেট ধরাইয়া গলাফাটা হাসি দিয়া পুনরায় বলিলেন, "কেন এ বাড়ীতে, এই অসজ্জিত কক্ষে এনে তুলেছি তা পরে বলব।"

পরে বলিয়াছিলেন, ১৯১১ সালেব শেষে কতিপয় চীনা বিপ্লবী আমাদের মতই উদ্দেশ্য নিয়ে এসে এ বাড়ীতে এই কক্ষেই ছিলেন।

ব্যারন ওপেনহাইম সমীপে

অনতিবিলম্বে হ্যার নয়ম্যান চলিয়া আসিলেন এবং আমাদিগকে লইয়া ট্যাক্সিতে ব্যারনভবনের দিকে যাত্রা কবিলেন। ব্যারন লিফ্‌টের দ্বার পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া সহাস্যে সংবর্ধনা করিলেন। অতঃপব নয়ম্যানকে বসিবার ঘরে রাখিয়া আমাদিগকে লইয়া প্রাইভেট কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

হ্যার ব্যারন এই প্রথম আমাকে দেখিলেন। আমি যে তাঁহাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে চারি বৎসর অধ্যয়ন করিয়া "ডক্টর" হইয়াছি, এ জন্যই হোক, কিংবা অন্য কোনো অজ্ঞাত কারণেই হোক, তাঁহার বিশ্বাস যেন আমার উপর একটু বেশী বলিয়া আমাদের প্রত্যয় হইল। কারণটা উপলব্ধি করিতে দেরী হইল না। ব্যারন জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলুন ত হ্যার ডক্টর ভট্টাচারিয়া, আপনি কি হ্যার ব্যালিনকে (Ballin) জানেন?"

"হামবুর্গ আমেরিকা লাইনের জেনারেল ম্যানেজার হ্যার ব্যালিন?"

"হ্যাঁ।"

"তাঁকে উত্তমরূপেই জানার সৌভাগ্য হয়েছিল।" ব্যারন একটা উচ্চ হাসি দিয়া বাহু প্রসারিত করিয়া করমর্দন করিলেন, তারপর বলিলেন—

"তবে এবার প্রকৃত কার্যে ঝাঁপিয়ে পড়ুন, আশা-আকাঙ্খা চরিতার্থ করার পূর্ণ সুযোগ পাবেন। কি বলেন? হ্যা?"

খুশি হইয়া বলিলাম, "আজ্ঞে হ্যা, হ্যা" (ya wahl, ya)

তারপর আমাদের বক্তব্য শুরু করিতে তিনি অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। কিছু আলোচনার পরই তিনি বৈদ্যুতিক ঘণ্টার বোতাম টিপিলেন, তাঁহার স্টেনোটাইপিস্ট ভালটাব স্টাইনহার্ট (Walter Stinhardt) আসিয়া কুর্ণিশ করিয়া ব্যারনের পাশে একখানা আসনে উপবেশন করিলেন।

বীরেন্দ্রনাথ আমাদের উদ্দেশ্য, কর্মপন্থা, কর্মের প্রসার প্রভৃতি সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করিলেন। তাবপর আমবা কি কি শর্তে কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে প্রস্তুত তাহার তালিকা ব্যারনের সম্মুখে প্রদান করিলেন। চট্টোপাধ্যায় এককপি রাখিলেন ও এককপি আমার হাতে রহিল। ব্যারন তাঁহার কপি পাঠ করিলেন :—

(শর্তগুলির বঙ্গানুবাদ)

১। আমরা ভারতে বিপ্লব সৃষ্টি ও চালনা করার জন্য প্রয়োজনমত অর্থ, অস্ত্রশস্ত্র, এমন কি আবশ্যকবোধে সুদক্ষ সেনাধ্যক্ষ পাইতে চাই।

২। আমাদের সকল সহকর্মীকে অগোণে ভারতে প্রেরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৩। স্পাণ্ডাও (Spandau) বিস্ফোবক কারখানায় কিংবা অন্য কোনো মিলিটারী বিস্ফোবক কাবখানায়, আমাদের মধ্যে যাহারা শিক্ষা গ্রহণে সমর্থ, তাহাদিগকে বিস্ফোরক প্রস্তুত ও প্রয়োগ প্রণালী শিক্ষা দিতে হইবে।

৪। কীল, ব্রেমেন, লুয়েবেক (Luebek) কিংবা অন্য কোনো কারখানায় সামুদ্রিক মাইন (Sea-mine) প্রস্তুত ও প্রয়োগপ্রণালী শিক্ষা দিতে হইবে।

৫। রাজকীয় মুদ্রণালয় (State press) হইতে বিভিন্ন ভাষায় আমাদের বিবৃতি, ইস্তাহারাদি মুদ্রণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৬। অসম্ভব না হইলে ইস্তাহার প্রেরণ ও প্রচারের জন্য কয়েকখানা এরোপ্লেন ভারতে পাঠাইতে হইবে।

৭। যেকোন প্রকারে ভারতের উপকূলে, গোলা, গুলি, অস্ত্রশস্ত্র এবং অন্যান্য যুদ্ধ সরঞ্জাম প্রেরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৮। ভারতবর্ষের কারেন্সী নোটের মত ১০৲ টাকার নোট ছাপিয়া দিতে হইবে।

৯। আমাদের অভিরুচি মত বার্লিনে "ইন্দো-জার্মেন কমিটি" গঠন করিয়া উক্ত কমিটির উপর ভারতে বিপ্লব পরিচালনার কার্যভার অর্পণ করিতে হইবে।

১০। আমাদের বিপ্লব সফল হইলে, ভারতে সাম্যবাদী প্রজাতন্ত্র শাসন প্রবর্তন করা আমাদের অভিপ্রেত হইবে, তখন অস্ট্রো-জার্মেন শক্তি তাহাতে বাধা দিতে পারিবেন না।

১১। ভারতে বহু শক্তিশালী নৃপতি আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কোনো নৃপতি সমগ্র ভারতে কিংবা তাঁহার রাজ্যমধ্যে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইলে অস্ট্রো-জার্মেন শক্তি তাঁহাদিগকে সাহায্য না করিয়া, আমাদের প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠায়ই সাহায্য করিবেন।

১২। আমাদের বিপ্লব যদি কোনো কারণে ব্যর্থ হইয়া যায় এবং বিপ্লবীরা যদি জার্মেনীতে চলিয়া আসিতে চায় ও আসিতে সক্ষম হয় অথবা অস্ট্রো-জার্মেন শক্তি যদি তাঁহাদিগকে আনাইতে সক্ষম হয়, তবে বিপ্লবীগণকে নিরাপত্তাসহ আশ্রয় দিতে জার্মেনী ও অষ্ট্রিয়া বাধ্য থাকিবে।

১৩। যদি কোনো প্রকার সন্ধির শর্তানুসারে গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স বা তাহাদের কোনো মিত্রশক্তি ভারতীয় বিপ্লবী, জাতীয়তাবাদী, এমন কি হত্যাকারী, লুণ্ঠনকারী, দস্যু, তস্কর ইত্যাদি আখ্যায় অভিহিত ব্যক্তিগণকে তাহাদের হস্তে অর্পণ করার দাবী করেন, তবে অস্ট্রো-জার্মেন শক্তি তাহা অন্যায় বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিবেন। ফরাসী গভর্ণমেণ্ট যেমন ১৯১০ সালে দেশভক্ত সাভারকরকে সাধারণ হত্যাকারী বলিয়া ইংরাজের দাবীতে, ইংরাজের হাতে অর্পণ করিয়াছিলেন, অস্ট্রো-জার্মেন শক্তি কিছুতেই তাহা করিতে পারিবেন না।

১৪। বিপ্লবে যোগদানকারী, অথবা রাজনৈতিক কারণে, কিংবা জেলে আবদ্ধ থাকায়, অথবা অন্য কোনো বাধা থাকায়, বিপ্লবে যোগদান করিতে অক্ষম ভারতবাসীও যদি বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার ফলে ও নিরাপত্তার জন্য অস্ট্রো-জার্মেন শক্তির আশ্রয়প্রার্থী হয়, তবে তাঁহাদিগকেও বিনাশর্তে আশ্রয় দিতে অষ্ট্রিয়া ও জার্মেনীর গভর্ণমেণ্ট বাধ্য থাকিবেন।

১৫। বিপ্লবে ব্যর্থকাম বা নিহত বিপ্লবীগণের পুত্র, কন্যা এবং স্ত্রী জার্মেনীতে আশ্রয় নিতে চাহিলে, অস্ট্রো-জার্মেন শক্তি তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিতে ন্যায়ত ও ধর্মতঃ বাধ্য থাকিবেন।

ব্যারন ধীরভাবে শর্তগুলি পাঠ করিয়া কয়েক মিনিট নীরব রহিলেন। তারপর বলিলেন, শর্তগুলির মধ্যে কোনো একটি, নিতান্ত অসম্ভব না হইলে সবগুলিই জার্মেন গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক পালিত হইবে, এই প্রতিশ্রুতি (Ehren

wort) তিনি দিতেছেন। অষ্ট্রিয়া সম্পর্কে তিনি এখনও কিছু ঘোষণা করিতে না পারিলেও, এইরূপ বলিতে পারেন যে, উভয় রাজ্যের মধ্যে যে অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক রহিয়াছে তাহাতে অষ্ট্রিয়াও অবশ্যই প্রয়োজন হইলে শর্ত পালন করিবে।

তারপর তিনি সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, ভারতীয় দেশভক্ত বন্ধুগণ, আপনারা ১০৲ টাকার জাল নোট চাহিয়াছেন কেন?"

আমি উত্তর দিলাম। তিনি বলিলেন, "এই শর্তটি বাদ দিন। অর্থ না চালাতে পারলে আপনাদের বিপদে নিমজ্জিত করব কেন? আমরা কি উন্মাদ?"

তিনি আমাদিগকে মধ্যাহ্ন ভোজনে পরিতৃপ্ত করিয়া ১-৩০ মিঃ পুনরায় সম্মিলিত হইতে অনুরোধ করিলেন। আমাদের প্রদত্ত বিভিন্ন ঠিকানায় ভারতীয় বন্ধুগণের নিকটে সংবাদ চলিয়া গিয়াছে, একথাও ব্যারন বলিলেন। সন্ধ্যাবেলায় নূতন তালিকা পাওয়ার আকাঙ্খাও জ্ঞাপন করিলেন। আমরা বিদায় লইলাম।

সহকর্মীর সন্ধানে

বিপ্লবীবীর বীরেন্দ্রনাথ ও আমি আজ আশার উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত। দীর্ঘকালের জল্পনা-কল্পনা আজ রূপায়িত হওয়ার পথে। অর্থাভাব, অস্ত্রাভাব, এককথায় সর্বপ্রকার অভাবই দূরীভূত। স্বদেশী যুগ হইতে যে ইংরাজকে অপরিসীম ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছি, যাহাদের সংস্রব সতর্কতার সহিত পরিবর্জন করিয়াছি, আজ তাহাদিগকে পর্যুদস্ত করার শক্তি লাভ করিলাম, এই অনুভূতিই আমাদিগকে বিপুল শক্তির অধিকারী করিল।

আমরা ব্যারনের বাটীর সংলগ্ন সেফিগ্ নিপ্লাত্স স্টেশন ছাড়িয়া এক মাইল দূরবর্তী জুয়োলজিকেল গার্ডেন স্টেশনে পদব্রজেই আসিয়াছি। বেলা তখন ৩টা, দ্রুত ৩-৫ মিঃ গাড়ী ধরিয়া ডালেমে চলিয়া গেলাম। কাইজার উইলিয়াম রিসার্চ ইনস্টিটিউটে যাইয়া অধ্যাপক বিনয় সরকারের ভ্রাতা ধীরেন সরকারকে পাইলাম না, তাঁহার গৃহকর্ত্রীর নাম ঠিকানা লইয়া তাঁহার বাড়ীতে যাইয়াও বিফল হইলাম, কিন্তু একখানা পত্র লিখিয়া রাখিয়া আসিলাম।

পথে ফিরিবার কালে চানজী কেরসাস্পকে পাইলাম। তাঁহার সঙ্গে আলোচনা হইল। তিনি চট্টোপাধ্যায়কে কখনও দেখেন নাই। আজ সম্মুখে পাইয়া পুলকিত হইলেন। সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলাম, তিনি মস্তক অবনত করিয়া চট্টোপাধ্যায়ের পদস্পর্শ করিলেন।

প্রথমটায় কেরসাস্প আমার প্রতি বিরূপ ছিলেন, কারণ ডক্টর যোশী,

পত্ররূপে প্রমুখ ছাত্রগণ আমাদের বিবৃতি প্রকাশ অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে বলিয়া নিতান্তই বিক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের বিশ্বাস, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত বিবৃতিতে একথা মুদ্রিত থাকিলেও বস্তুতঃ ইহা আমারই চালাকি, চট্টোপাধ্যায় তখনও প্যারিসেই আছেন। তাঁহার নামটি এক মিথ্যা ঠিকানাসহ আমিই দিয়াছি। এজন্য কিছুক্ষণ কেরসাম্প আমাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিলেন। অবশেষে বীরেন্দ্রনাথই তাঁহার পরিচয় দিয়া বিবৃতি প্রকাশের কাহিনী বর্ণনা করিলেন ও আমাদেব পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আসুন, ভারতের মুক্তিপন্থী বিপ্লবী বন্ধুগণ! এ সুযোগ ছাড়বেন না। শিক্ষাবিস্তার, সমাজ ও ধর্মসংস্কার—এমন কি শিল্পবাণিজ্য গড়ে তোলা, এর কোনোটিই পরপদদলিত পরনির্দেশচালিত জাতিব পক্ষে সম্ভব নয়। অগ্রে চাই বিপ্লব, অত্যাচারী, অবিচারী, পরসর্বস্বলুণ্ঠনকারী ব্রিটিশের শাসনযন্ত্র ভেঙ্গে চুড়মার করা, আর তারপর স্বতঃসিদ্ধভাবে গড়ে উঠবে সবকিছু।"

অধিক বলিতে হইল না। কেরসাম্প চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন, তিনি তাঁহার নির্দেশে দেশের জন্য জীবনপাত করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। এত সহজে যে চাকা ঘুরিয়া যাইবে তাহা ভাবি নাই। দাদার বক্তৃতায় নয়, ব্যক্তিত্বেই ইহা সম্ভব হইল।

কেরসাম্পের পরামর্শে আমরা আরও কতিপয় বাটীতে যাইয়া ভারতীয় বন্ধুগণের সন্ধান লইলাম, কেহই গৃহে ছিলেন না। তাঁহাদিগের নামে পত্র লিখিয়া গৃহকর্ত্রীদের নিকটে রাখিয়া আসিলাম।

সন্ধ্যা ৭টা ১৫ মিঃ সময় ব্যারন আমাদিগকে আহ্বান করিলেন। কেরসাম্পকে দেখিয়া এবং তাঁহার আমেরিকা থাকাকালের বৈপ্লবিক কার্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ শুনিয়া ব্যারন আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

আমরা আরও বন্ধুবান্ধবকে সংবাদ দিবার কথা বলিলাম। তিনি তাঁহার স্টেনোটাইপিস্টকে ডাকাইলেন। এই সময়ে, ব্যারন আমাদের তিনজনের হাতে ৩টি টাইপ করা তালিকা দিলেন। তালিকায় ছিল জার্মেনীর তৎকালীন ২২টি ইউনিভার্সিটি ও ৯টি টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটির (Technical University) সকল ভারতীয় ছাত্রের নাম, বাড়ীর ঠিকানা ও গৃহকর্ত্রীগণের নাম। ২৫শে আগস্ট (১৯১৪) পর্যন্ত ইহাই শেষ তালিকা, সুতরাং প্রায় ভুলভ্রান্তিহীন। আমরা জার্মেন প্রথায় অজ্ঞ ছিলাম না, কিন্তু ইহা যে এরূপ নিখুঁত তাহা কল্পনাতীত ছিল।

কেরসাম্পকে পাইয়া ব্যারন আমেরিকাস্থ গদর পার্টি সম্পর্কে আলোচনা

করিলেন। গদরীদের নামের তালিকাও যে আমরা দেখিতে পাইব তাহা বলিলেন। সুইজারল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশের ভারতীয়-গণের তালিকা (যুদ্ধের দু-এক মাস পূর্ব পর্যন্ত সংগৃহীত) দু-একদিনের মধ্যেই তিনি আমাদিগকে দিবার আশ্বাস দিলেন।

আমরাও কতকগুলি নাম ঠিকানা তাঁহাকে দিলাম, সে সকল স্থানে পত্র দিয়া বন্ধুগণকে সত্বর বার্লিনে চলিয়া আসিতে নির্দেশ দিতে হইবে।

জার্মেনীতে অবস্থিত ভারতীয়গণকে আসিবার পূর্বে শহরের পুলিশ অফিসে গিয়া পত্র দেখাইতে লেখা হইত। সুইজারল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া ও হল্যাণ্ডে যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদিগকে তথাকার জার্মেন কন্‌সাল অফিসে যাইতে নির্দেশ দেওয়া হইত। তাঁহারা পুলিশ অফিস কিংবা কন্‌সাল অফিস হইতে প্রয়োজনীয় অর্থ এবং অন্যান্য সাহায্য পাইতেন। নীরবে যন্ত্রের মত কার্য চলিয়াছে তাহা বেশ বোধগম্য হইল। দুই ঘণ্টা আলোচনার পর ব্যারন আমাদিগকে বিদায় দিলেন।

সোয়েনেবেয়ার্গ-এ প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখিলাম কক্ষ সুসজ্জিত, টেবিলের উপরে পুষ্পগুচ্ছ এবং আরও অনেক আবশ্যক অনাবশ্যক দ্রব্য গৃহের সৌষ্ঠব বর্ধন করিয়াছে। ফ্রাউ গ্রেমলার আমাদিগকে সুরক্ষিত মৎস্যসহ বিবিধ খাদ্যে পরিতৃপ্ত করিলেন।

ধীরেন সরকার ও এন্, এস্, মারাঠে

পরদিন প্রত্যুষে ৬টার পূর্বেই ধীরেন সরকার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বীরেন্দ্রনাথ সহ আমি তাঁহার বাটীতে গিয়াছিলাম সে সংবাদ পাইয়া রাত্রিতে তাঁহার সুনিদ্রা হয় নাই। খানিক পরেই কেরসাস্পও বয়োকনিষ্ঠ এক তরুণ সহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সম্ভবতঃ তিনি ছিলেন দলের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। আগ্নেয়গিরির মত অগ্নিবর্ষী এই মহরাষ্ট্র যুবক ছিলেন এন্, এস্, মারাঠে।

প্রায় দুই ঘণ্টাকাল আমাদের কর্মপন্থা সম্পর্কে আলোচনা হইল। ধীরেন সরকার একখানা বাঁধান খাতায় বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করিলেন। আমাদের শর্তগুলির অনুলিপি পাঠ করা হইলে ধীরেন সরকার সপ্রশংস সুরে বলিলেন, শর্তগুলিতে চট্টোপাধ্যায় এবং ভট্টাচারিয়ার দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়।

চট্টোপাধ্যায় বলিলেন, "বন্ধুগণ! সর্বপ্রকার সুযোগসুবিধা পাওয়ার নিশ্চয়তা পেয়েছি। এখন যদি ইতস্ততঃ করে কালক্ষেপ করি তবে দেশের দুর্ভাগ্য বলতে হবে। দীর্ঘকাল এই পথে চলেছি, অর্থাভাব, সর্ব দিকে, সর্ব বিষয়ে সহায় সম্বলের অভাব আমাদের প্রতিটি চেষ্টা ব্যাহত করেছে। বন্ধুগণ! এবার

ইংরাজ বিধাতার বিধানে শরশয্যায় শায়িত, আসুন, সংগ্রামে জয়যুক্ত হয়ে শৃঙ্খলিতা দলিতা দেশ মাতৃকাকে মুক্ত করি।"

তিনি অর্ধঘণ্টাকাল জার্মেন ভাষায় বক্তৃতা দিলেন। আমরা ৪ জন শ্রোতা মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁহার বিপ্লবী জীবনের গোপন মর্মকথা শুনিলাম।

সেদিন আমরা পদব্রজে, টিউব রেলে পরে ট্রেনে (রিং রেলে) ব্যারন-ভবনে উপস্থিত হইলাম। ঠিক ১১টায় ব্যারন আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার চেম্বারে লইয়া গেলেন।

সরকার ও মারাঠেকে করমর্দন করিয়াই তিনি তাঁহার ফাইল খুলিয়া বিবিধ সংবাদ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। বাসেল, জুরিখ, জেনা, এরলাংগেণ এবং আরও নানাস্থান হইতে প্রাপ্ত সংবাদ জানাইলেন। তাঁহারা তাঁহাদের বিশ্বস্ত প্রতিনিধিগণ হইতে যেসব সংবাদ পাইয়াছেন তাহাও বলিলেন। কয়েকদিন পরে আমরা আবিষ্কার করিলাম, এই সকল প্রতিনিধি বস্তুতঃ স্টেটের গুপ্তচর ছিলেন। তাঁহারা কোডে টেলী করিয়া প্রত্যহ সংবাদ দিতেন।

হার ব্যারন বলিলেন, "যাঁরা আসছেন, তাঁহাদের পৃথক পৃথক থাকার ব্যবস্থা নয়ন্যান করবেন, পরে আপনারা এক-একজন গিয়ে কথাবার্তা বলে যদি সহকর্মী করা উচিত বিবেচনা করেন তবে একসঙ্গে রাখবেন অথবা বিদায় দিবেন।"

ডক্টর দাশগুপ্ত ও পদ্মনাভম্ পিলাই

পরদিন আমার বাল্যবন্ধু ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত বাসেল (Basel). হইতে এবং সি, পদ্মনাভন পিলাই জুরিখ হইতে আসিলেন। দাশগুপ্ত ছিলেন হোফম্যান-ল্যা-রসে (Hoffmanu-La-Roche) কোম্পানীর কেমিস্ট। তিনি যুদ্ধ ঘোষণার পরেই জার্মেন পররাষ্ট্র দপ্তরে ভারতে বিপ্লব বাধাইবার এক প্রস্তাব দিয়াছিলেন, তাহার উত্তর পররাষ্ট্র দপ্তর দেয় নাই। পদ্মনাভন পিলাইও একটি প্রস্তাব দিয়াছিলেন, তাঁহাকেও উত্তর দেওয়া হয় নাই। এই সংবাদ আমরা ব্যারন ওপেনহাইম হইতে পাইয়াছিলাম। তিনি বলেন, "আমরা, জার্মেনগণ এরূপ অজ্ঞাত অখ্যাত ব্যক্তিগণের পত্রের সাড়া দিতে পারি না, বিশেষতঃ দুজনই নিরপেক্ষ দেশ থেকে পত্র দিয়েছিলেন।"

সি, পদ্মনাভন পিলাই জুরিখে এক "প্রো-ইণ্ডিয়েন সোসাইটী" এবং তাহার মুখপত্র, জার্মেন ভাষায় "প্রো-ইণ্ডিয়েন" সম্পাদন করিতেন। সিডিশন কমিটির রিপোর্টে, তাঁহার ভ্রাতা চম্পক রমণ পিলাইকে উক্ত দুই কার্যের জন্ত কৃতিত্ব দেওয়া হয়। চম্পক রমণকেই বার্লিনে প্রথম বিপ্লবী কমিটি গঠন করার

জন্যও দায়ী করা হইয়াছে। সেই কমিটির যাঁহারা সভ্য বলিয়া রিপোর্টে বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কেহই ১৯১৪ সালের ১লা অক্টোবর পর্যন্ত বার্লিনে পদক্ষেপও করেন নাই।

দাশগুপ্ত এবং পদ্মনাভন পিল্লাই তাঁহাদের উত্তর না পাওয়ায় ক্রুদ্ধ ছিলেন এবং উভয়ে পৃথকভাবে হার ব্যারন ওপেনহাইমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া মনোভাব ব্যক্ত করেন। পরে ইহারা আমাদের সঙ্গে যোগদান করেন।

স্পাণ্ডাও বিস্ফোরক কারখানায়

৫ই সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে আমরা যখন সোয়েনেবেয়ার্গে প্রাতঃরাশ করিতেছিলাম, তখন হার নয়ম্যান আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, সেদিনই অপরাহ্ণ আড়াইটায় আমাদের স্পাণ্ডাও বিস্ফোরক কারখানায় যাইতে হইবে। ব্যারন জানাইয়াছেন, সেদিন আমরা ৯টায় তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারি।

চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমাদের পরিচিত বিপ্লবী ডক্টর বিষ্ণু সুকৃতাঙ্কর (Suktankar), ডক্টর যোশী, গোপাল পরাঞ্জপে, করণ্ডিকর, অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র সেন, শ্রীসতীশচন্দ্র রায়, শম্ভাশিব রাও, মারাঠে, কেরসাম্প, ধীরেন সরকার ও আমি দুইখানা ট্যাক্সিতে চাপিয়া ব্যারন সমীপে যাত্রা করিলাম। ব্যারন সহকর্মীগণের পরিচয় পাইয়া সানন্দে সকলের করমর্দন করিলেন। তারপর প্রাতঃভোজনে আপ্যায়িত করার কালে ইতিমধ্যে তাঁহারা কি কি করিয়াছেন তাহার বিবরণ দিলেন।

আমরা প্রস্তাব করিলাম, শুধু বৈজ্ঞানিকগণকে লইয়াই স্পাণ্ডাও যাইব, কিন্তু তিনি বলিলেন, "দু-চারদিন সকলকেই নিয়ে যান, কারণ, সকলেই তাহাতে উৎসাহিত হইবেন।" আমরা সম্মত হইলাম। এই সময় নবাগত বন্ধুগণের মধ্যে কেহ কেহ আরও ভারতীয় ছাত্র এবং ব্যবসা প্রতিনিধির (যথা ইণ্ডিয়ান টি হাউস) নাম ঠিকানা দিলেন। অতঃপর সামান্য আলোচনার পর আমরা বিদায় লইলাম।

অপরাহ্ণ ১টার পূর্বেই হার নয়ম্যান দুইখানা ট্যাক্সিসহ উপস্থিত হইলেন। আমরা যাত্রা করিলাম। স্পাণ্ডাও-এর বনে প্রবেশ করার সময়ে একটি ছোট ফাঁড়ির সম্মুখে ট্যাক্সি দাঁড়াইল। তথায় এক অতি দীর্ঘকায় মিলিটারী অফিসার আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "ট্যাক্সি দুখানা বিদায় করে দিন, অপেক্ষমান ট্যাক্সিতে উঠুন।" আমরা নির্দেশ পালন করিলাম, নূতন ট্যাক্সিতে চাপিলাম। ঐ মিলিটারী অফিসার ড্রাইভারকে নির্দেশ দিতে লাগিলেন। আঁকাবাঁকা পথ

স্পাণ্ডাও বনের ভিতরে চলিয়াছে, কোথাও বড় দীঘি, কোথাও অনুচ্চ পাহাড়, মাঝে মাঝে করগেট গোদামের সম্মুখে ও ভিতরে নানাবিধ যুদ্ধ সরঞ্জাম দেখা যাইতেছে। দেখিলাম, একটি দীঘির মধ্যে পনটুন ব্রীজ প্রস্তুত হইতেছে, সারি সারি নৌকা সজ্জিত করিয়া সৈনিকদিগকে দুর্ভেদ্য ব্রীজ প্রস্তুত শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। কাঁটা তারে অঞ্চল প্রস্তুত হইতেছে, ট্রেঞ্চ কাটা হইতেছে ও মিলিটারীগণ ট্রেঞ্চের ভিতরে আত্মগোপন শিক্ষা করিতেছে।

আমরা কারখানায় উপনীত হইলাম। বিস্ফোরক দ্রব্যের একটি গোলা-ঘরের সম্মুখে পাইলাম একজন রাসায়নিককে, তিনি আমাদিগকে লইয়া ভিন্ন ধরনের বোমা, হাতবোমা, ল্যাণ্ডমাইন, ডিনামাইট প্রভৃতি দেখাইয়া অবশেষে ডিনামাইট দ্বারা বৃক্ষ, একটি পাকা দেয়ালের এক অংশ বিস্ফোরিত করিয়া দেখাইলেন। সন্ধ্যা ৬টায় আমরা বিদায় নিলাম। রাসায়নিক বলিলেন, পরদিন সকাল ৭টায় পৌছিতে যেন চেষ্টা করি, কারণ সে সময়ে কতকগুলি প্রক্রিয়া দেখাইবেন। কিছু কিছু আমাদিগকে হাতে কলমেও শিক্ষা দিবেন।

সরাসরি সোয়েনেবেয়ার্গে আসিয়া চা পান করিলাম ও ফোনে ব্যারনকে সংবাদ দিলাম। তিনি পরদিন প্রত্যুষে সকলকে লইয়া স্পাণ্ডাও যাইতে বলিলেন ও সেদিনই সন্ধ্যা ৭টায় চট্টোপাধ্যায়সহ তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ জানাইলেন। বন্ধুগণকে কয়েকটি কার্যভার দিয়া আমরা ট্যাক্সি লইয়া চলিয়া গেলাম, বন্ধুগণ ইস্তাহার মুদ্রণ বিষয়ে আলোচনা করিলেন। আমরা সোয়েনেবেয়ার্গে প্রত্যাবর্তন করিয়া আলাপ-আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। আলোচনাদি কার্যের সুবিধার জন্য জার্মেন ভাষায় চলিত। ধীরেন সরকার সর্টহ্যাণ্ড নোট নিতেন।

ইস্তাহার রচনা

আলোচনায় স্থির হইল, প্রথমতঃ বাংলা এবং মহারাষ্ট্র ভাষায় দুইটি ইস্তাহার রচিত হইবে, তৎপর তাহা হইতেই অন্যান্য সকল ভাষায় ইস্তাহার মুদ্রণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

চট্টোপাধ্যায় এবং ডক্টর সুকৃতাঙ্কর প্রস্তাব করিলেন মহারাষ্ট্র ভাষায় ইস্তাহার রচনার ভার গ্রহণ করিবেন ডক্টর যোশী আর বাংলা ইস্তাহার রচনার ভার থাকিবে আমার উপর। ইস্তাহার কি ধরনের হইবে তাহাও স্থির হইল।

"ভারতের মহামান্য নৃপতিবৃন্দ ও জনসাধারণ" এইরূপ সম্বোধন করিয়া যে যে বিষয় উল্লিখিত হইবে তাহা সকলে স্থির করিলেন। কার্যকালে দেখা গেল

ডক্টর যোশী দুই-চারি ছত্রের বেশী অগ্রসর হইতে পারেন নাই কিন্তু আমার ইস্তাহার পরদিন সন্ধ্যার মধ্যেই সমাপ্ত হইয়া গেল। আরও দু-চারদিন পর আমার বাংলা ইস্তাহারকে মূল ইস্তাহার ধরিয়া অন্যান্য ভাষায় রচনার ভার বিভিন্ন ব্যক্তিগণের উপর ন্যস্ত হইল। ডক্টর সুকৃতাঙ্কর ইংরেজী এবং হিন্দী, চট্টোপাধ্যায় উর্দু ও আরবী, শ্রীমারাঠে মহারাষ্ট্র, কেরসাস্প পার্শী এবং পস্তু, শম্ভাশিব রাও তামিল ও কেরল, ডক্টর যোশী গুজরাটি ও মালয়ালী, অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র সেন গুরুমুখী ও পাঞ্জাবী ইত্যাদি।

অতিশয় হাল্কা কাগজে, বিভিন্ন ভাষায় ইস্তাহার মুদ্রিত হইবে। যে সকল ভাষার টাইপ স্টেট প্রেসে নাই, সে সকল হাতে লিখিয়া কিংবা ব্লকের সাহায্যে মুদ্রণের ব্যবস্থা হইবে। বাংলা টাইপ ছিল না, আমাকেই বাংলা ইস্তাহারের ব্লক প্রস্তুতের জন্য কপি করিতে হইবে।

৬ই সেপ্টেম্বর ৫-৩০ মিঃ মধ্যেই বিপ্লবী সহকর্মীগণ আসিয়া সমবেত হইলেন। পৌনে ৬টায় গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সকলে স্পাণ্ডাও রওয়ানা হইলাম। নয়ম্যান সঙ্গে আছেন। পূর্বদিনের মত সেই দীর্ঘকায় মিলিটারী বন্ধু ফাঁড়ির সম্মুখে দণ্ডায়মান। ট্যাক্সি পবিবর্তন করিয়া নূতন দুখানায় চাপিয়া বিস্ফোরক ল্যাবরেটরীর সম্মুখে উপনীত হইলাম। সাতটার কিছু পরে, অপর একজন রাসায়নিক পাইক্রিক এ্যাসিড, নাইট্রোগ্লিসিরীন, ট্রাইনাই-ট্রোটলোল প্রস্তুতের কারিগরী দেখাইলেন। আমরা রাসায়নিকগণ এসকল পূর্বেই স্বহস্তে করিয়াছি, দার্শনিক এবং ভাষাতত্ত্ববিদ্ বন্ধুগণ অবশ্যই কখনও করেন নাই, সুতরাং এখন শিখিতেও পারিবেন না এরূপ বলায় ১২টাব সময়েই আমরা ছুটি পাইলাম।

সোয়েনেবেয়ার্গে ফিরিয়া আসার অত্যল্পকাল পরেই হ্যার নয়ম্যান আসিয়া বলিলেন, ব্যারন তাঁহাকে ফোনে সংবাদ দিয়াছেন যে নলেনডর্ফ প্লাত্‌স্-এর নিকটে একটি বন্দীনিবাসে মধ্যপ্রাচ্য হইতে যুদ্ধবন্দী সমাগত হইয়াছেন। আমাদের দলের কয়েকজনসহ হ্যার নয়ম্যানের তথায় যাইতে হইবে। নলেনডর্ফ প্লাত্‌স্ (Nollendorf Platz) বার্লিন শহরের মধ্যেই অবস্থিত। কেরসাস্প, চট্টোপাধ্যায় এবং আরও দুই তিনজন কর্মী হ্যার নয়ম্যানের সঙ্গে চলিয়া গেলেন। তাঁহারা ৪টার সময় ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, বন্দীগণ ফরাসী অধিকৃত আলজেরিয়া, টিউনেশিয়া ও বেলজিয়ামের অধিকৃত কঙ্গো অঞ্চল-বাসী। আজ প্রথমদিনে তাঁহারা বন্দীদলের মুখ্য ব্যক্তিগণের সঙ্গে বিশেষ আলাপ-পরিচয় জমাইতে পারেন নাই, কারণ, তাঁহারা পথশ্রম ও খাদ্যকষ্টে

খুবই পীড়িত, তবে দু-একদিনের মধ্যে তাঁহাদের অবস্থা একটু ভাল হইলে সংযোগ স্থাপন সম্ভবপর হইতে পাবে। চট্টোপাধ্যায় ব্যারনকে এই সংবাদ দিলেন। তিনি বলিলেন, অবিলম্বে আমরা দুইজন যেন আয়ার এবং আচারিয়া নামক দুইজন মিউনিক হইতে আগত ছাত্রের সঙ্গে "স্থলথাইস বিয়ারস্ট" কাণ্টষ্ট্রাসে এবং তৎপর "হোটেল কন্টিনেণ্টালে" গিয়া সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের মনোভাব অবগত হই। তৎপর ৭টায় সকলকে লইয়া যেন তাঁহার বাটীতে গমন করি।

এই সময়ে পর পর দুইজন মুসলমান ছাত্রের আগমনে আমরা বিশেষ উৎসাহিত হইলাম। প্রথম আসিলেন আরবী ভাষাতত্ত্ব অধ্যার্থী ভারত গভর্ণমেণ্টের ছাত্র মানসুব আহম্মদ ও তৎপর হায়দারাবাদ স্টেট স্কলার সিদ্দিক। উভয়েই আমাদের বিশেষ পবিচিত। এই মানসুর আহম্মদই ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্তেব পুস্তকে এবং কমবেড এম, এন, রায় লিখিত প্রবন্ধাদিতে ডক্টর মানসুব। সিদ্দিক ছিলেন তেজস্বী পুরুষ। ১৯১৩ সালে বার্লিনে চীন গভর্ণমেণ্টের তৎকালীন মন্ত্রী ডক্টর ইয়েনকে সংবর্ধিত করার কালে তিনি পুরোভাগে ছিলেন। তিনি মিশরের জাতীয়তাবাদী নায়ক ফরিদ বে-কে সংবর্ধনার কালেও বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করেন।

বিভিন্ন যানবাহন ধরিয়া সকলে পৌনে সাতটার মধ্যে ব্যারনের ভবনে উপস্থিত হইবেন এইরূপ নির্দেশ চট্টোপাধ্যায় দিলেন।

ডক্টর হারবার্ট মূলার

সেদিন সান্ধ্য সম্মেলনে ডক্টর দাশগুপ্ত ও সি, পদ্মনাভম পিলাই যোগ দিলেন। পিলাই ব্যারনের সঙ্গে কথাবার্তা বলিবার কালে উল্লেখ করেন যে, আমি তাঁহাকে উত্তমরূপেই জানি। কয়েকটি স্থানে, কয়েকটি সম্মেলনে, তিনি ১৯১২ এবং ১৯১৩ সালে আমার সঙ্গে সহযোগিতা করিয়াছেন। ব্যারন স্থির-নিশ্চয় হইলেন যে পিলাই মিথ্যা কথা বলেন নাই, তারপর তাঁহাকে কক্ষান্তর হইতে আমাদের সঙ্গে মিলিত হইতে সুযোগ দিলেন।

সভার কার্য আরম্ভ হইলে ডক্টর দাশগুপ্ত বলিলেন, তিনি ইচ্ছা করেন যে, চীন ভাষাবিদ্ ডক্টর হারবার্ট মূলারকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আনয়ন করিয়া আমাদের ও ব্যারনের মধ্যে লিয়াজোঁ (Liaison) অফিসাররূপে নিয়োগ করা হউক। ইহাতে উভয় পক্ষেই সুবিধা হইবে।

তিনি সত্বরই তাঁহাকে আনাইলেন। বার্লিনের উপকণ্ঠে সোয়েনেবেয়ার্গের

নিকটেই ভিলমার্সডর্ফ (Vilmersdorf) নামক একটি গার্ডেন পল্লীতে, বহু ফলফুলে পরিবেষ্টিত একখানা মনোরম দ্বিতল বাড়ি ছিল ডক্টর মুলার ও তাঁহার মাতার বাসস্থান। পুত্র ও মাতা উভয়েই ছিলেন হাস্যকৌতুকপ্রিয়। তাঁহাদেরই বাড়িতে আমাদের কর্মকেন্দ্র স্থাপিত হইল। টেলিফোন, টাইপরাইটার, ডুপ্লিকেটর ইত্যাদি এবং দুই ডজন অতিরিক্ত চেয়ার আসিল। আমরা উল্লসিত হইলাম। ডক্টর মুলারের রণক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগমনে তাঁহার বৃদ্ধা মাতা সন্তুষ্ট হইলেন।

৭ই সেপ্টেম্বর একমাত্র বৈজ্ঞানিকগণকে লইয়া একখানা ট্যাক্সি সকাল ৭টায় স্পাণ্ডাও শিবিরস্থ ল্যাবোরেটরীতে উপনীত হইল। আমরা সকলে Fulminate of Mercury প্রস্তুত করিলাম এবং Nitrification in vacuum করিলাম। আমাদের ছুটি হইল ২টায়।

বার্লিনে সমিতি গঠন

আমাদের বন্ধুদের মধ্যে কেহ কেহ খুব একটা জমকালো নাম দিয়া সমিতি স্থাপনের পক্ষপাতি ছিলেন। প্যারিস হইতে যেমন "Madanlal's Talwar" নামে পত্রিকা বাহির করা হইয়াছিল তেমনই "Dhingra Independence Committee" নাম দেওয়ার প্রস্তাব কেহ কেহ করিয়াছিলেন। হ্যার ব্যারন অভিমত প্রকাশ করিলেন যে, তিনি খুব "non-colourable name"-এর পক্ষপাতি, যথা "ভারতবন্ধু জার্মেন সমিতি" (Deutsche Verein der Freunde Indien)। ঐ সমিতিতে তিনি বার্লিনের প্রাচ্যতত্ত্ববিদ অধ্যাপক লুয়েডার্সকে (Lueders) রাখিতে ইচ্ছুক। আমরা রাজী হইলাম কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বার্লিনের অপর অধ্যাপক আন্তর্জাতিক আইনের পণ্ডিত কোলারকে (Kohler) লইবার অনুরোধ করিলাম কিন্তু উপলব্ধি করিলাম কোলারকে লইতে যেন তাঁহার বিশেষ আগ্রহ নাই।

ডক্টর মুলার আসিয়া পৌছিতেই আমরা সমিতি গঠনে উদ্যোগী হইলাম। তাঁহারই বাটীতে সকলে সমবেত হইয়া ডক্টর সুকৃতাঙ্করের সভাপতিত্বে এক সভায় আমাদের "ভারতবন্ধু জার্মেন" সমিতি গঠিত হইল। ইহার সভাপতি করা হইল হামবুর্গ-আমেরিকা স্টীমার লাইনের জেনারেল ম্যানেজার হ্যার আলবার্ট ব্যালিনকে। সহ-সভাপতি ব্যারন ওপেনহাইম ও ডক্টর সুকৃতাঙ্কর। ধীরেন সরকারকে সেক্রেটারী নির্বাচিত করা হইল। অবশ্য ডক্টর মুলার ব্যারন ব্যতীত কোনো জার্মেনই কোনো সভায় যোগ দেন নাই।

মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন

কেরসাম্প, সিদ্দিক, মনসুর আহম্মদ, রহমান, মজিদ, সেন (ইনি বাঙ্গালী ছিলেন না, সিন্ধু দেশের অধিবাসী), চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সদস্যগণের সোৎসাহ প্রচেষ্টায় বিভিন্ন বন্দীনিবাসে সমাগত ব্রিটিশ, ফরাসী ও বেলজিয়ান বন্দীগণের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ফলে সত্বরই তাহাদের সহিত আমাদের সংযোগ স্থাপিত হইল। বিভিন্ন দেশের মুসলমান সর্দারগণ জার্মেনীর বন্দী শিবির হইতে মুক্তি পাইয়া দেশে যাইতে পারিলে তাঁহাদের অত্যাচারী শাসকগণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে স্থিরসংকল্প হইলেন।

১৯১৫ সালের জানুয়ারী মাসে আমাদের পরম উৎসাহী, আত্মত্যাগে দৃঢ়সংকল্প কেরসাম্প, সিদ্দিক প্রমুখ একদল, কিছু জার্মেন স্বেচ্ছাসেবক মধ্যপ্রাচ্যের বন্দীসহ বার্লিন ত্যাগ করিয়া তুরস্কের পথে অগ্রসর হইলেন।

স্পাণ্ডাও শিবিরে গমন, বার্লিন "উনটারডেন লিণ্ডেন" নামক সুপ্রসিদ্ধ রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত "অস্ত্রাগারে" (Zeug Haus)-এ গিয়া তৎকালীন আধুনিকতম অস্ত্রশস্ত্র পরিদর্শন ও সে সকল খুলিয়া পুনরায় ফিট করা ইত্যাদি কার্যে উৎসাহী সদস্যগণ প্রায় প্রত্যহ সারাদিন কাটাইতেন। ব্যারন ওপেনহাইম ও ডক্টর মূলার অবিরত আমাদের উদ্দেশ্য সফল করার জন্য বিধি-ব্যবস্থা করিতেছিলেন। আমরাও সর্বক্ষণ আমাদের লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছিলাম। এমনই সময়ে এক দারুণ উদ্বেগপূর্ণ সংবাদে সকলে অভাবনীয়রূপ ব্যথিত হইলাম। ব্যারন ফোনে চট্টোপাধ্যায়কে ডাকিয়া সত্বর ডক্টর সুকৃতাঙ্কর, সরকার এবং আমাকে লইয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন।

আমরা গিয়া উপস্থিত হইতেই তিনি এককপি লণ্ডনের "টাইমস্" পত্রিকার লাল পেন্সিলে দাগ দেওয়া পৃষ্ঠা দেখাইলেন। ব্যারনের বিষণ্ণ মুখ এবং টাইম্সের লাল পেন্সিলে দাগ দেওয়া অংশ দেখিয়া আমরা কাঁপিয়া উঠিলাম : **"South African Passive Resister Mr. Gandhi joins us to fight out the Hun militarism and barbarity".**

(অনুবাদ) "দক্ষিণ আফ্রিকার নিরুপদ্রব প্রতিরোধকারী মিঃ গান্ধী হুন জঙ্গীবাদ ও বর্বরতার বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন।"

উপলব্ধি করিলাম ইহা অতীব দুঃসংবাদ। ব্যারনকে প্রবোধ দেওয়ার জন্য বলিলাম, ইহাতে কিছুই আসে যায় না। এরূপ বহু ছদ্মবেশী দেশনায়ক দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করিবে।

ব্যারনের নির্দেশে সকল সদস্য তাঁহার বাটীতে সমবেত হইলেন। আলোচনার

পর আমরা বিদায় লইলাম। রাত্রি ১১টা পর্যন্ত সর্ব বিষয়ে কর্মধারা স্থির করিলাম।

ভারত উপকূলে অস্ত্র প্রেরণ

যদিও অস্ত্র প্রেরণের বিষয়টি এড্‌মিরালাটির হস্তেই ছিল তথাপি মাঝে মাঝে দুই-তিনজন নৌবিভাগীয় অফিসার বিরাট ভূচিত্রাবলী (Map) সহ ব্যারনের কক্ষে আসিলে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ উপস্থিত থাকিতাম। লুডভিগ ফিশার নামক একজন অফিসারের সঙ্গে আমাদের কথাবার্তা হইয়াছিল। উড়িষ্যা উপকূলের চিত্র দেখিয়া কোন স্থান অস্ত্র নামাইবার পক্ষে উপযুক্ত তাহা আমরা বলিতে পারি নাই। আমাদের ভৌগোলিক জ্ঞানের অল্পতা আমাদিগকে বিশেষ লজ্জা দিয়াছিল।

ভারতসমুদ্রে এমডেন

১৬ই সেপ্টেম্বর অতি প্রত্যুষেই আমাদের গৃহকর্ত্রী ফ্রাউ বেসলার ভারত-সমুদ্রে এমডেনের বিজয় অভিযানের সংবাদ দিলেন। তিনি দুই-তিনখানা দৈনিকপত্র দিয়া গেলেন। আমরা পাঠ করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলাম। অল্পক্ষণ পরেই ধীরেন সরকার কয়েকখানা প্রসিদ্ধ দৈনিকপত্র লইয়া উপস্থিত হইলেন। একে একে প্রায় সকলেই আসিয়া পৌঁছিলেন এবং প্রাতঃরাশের সময়ে বেশ কলরব দানা বাঁধিয়া উঠিল। বিভিন্ন বক্তা বিভিন্নরূপ আশা ও আকাঙ্খা ব্যক্ত করিলেন। এমডেন আন্দামানে গিয়া ভারতীয় বিপ্লবীগণকে মুক্ত করিলে আমাদের বিপ্লব সহজে জয়যুক্ত হইতে পারে এরূপও কেহ কেহ মন্তব্য করিলেন।

আমরা ব্যারনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনিও "এমডেন" ব্যাপারে খুবই আনন্দিত হইয়াছিলেন কিন্তু তথাপি কোনো প্রকার অসম্ভব প্রত্যাশা করেন না, এইরূপই ব্যক্ত করিলেন। আমরা আমাদের যুগান্তর, অনুশীলন প্রভৃতি দলের বিপ্লবী বীরগণ সম্পর্কে এবং মহারাষ্ট্রের বীরকেশরীগণের মুক্তি সম্পর্কে যে সকল জল্পনা-কল্পনা করিয়াছিলাম, ব্যারন সে সকল সম্পর্কে আমাদিগকে কোন আশ্বাস দিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, প্রথমতঃ "এমডেন" এতই দূরে অবস্থিত যে তথায় ক্যাপ্টেনকে কোনো নির্দেশ দেওয়া প্রায় অসম্ভব। তদুপরি অন্যান্য অসুবিধাও আছে। ডক্টর লুডভিগ ফিশার, হার ব্যাগিন ও অন্যান্য সকলেই বিভিন্ন অসুবিধার কথা বলিলেন। আন্তর্জাতিক

আইনের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত অধ্যাপক কৌলার বলেন যে, বন্দীদিগকে মুক্ত করা হয়ত সহজেই সম্ভব হইতে পারে কিন্তু এমডেন তাঁহাদিগকে কোথায় অবতরণ করাইবে? নিকটবর্তী বন্দর একমাত্র বাটাভিয়া। সেখানে গেলে ডাচ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে বন্দী করিয়া ব্রিটিশের হস্তেই অর্পণ করিবে এবং তাহাতে তাঁহাদের মৃত্যুদণ্ড অনিবার্য, সুতরাং এ চেষ্টা একান্ত অনুচিত হইবে।

নানা দিক চিন্তা করিয়া আমরা স্থির করিলাম যে, আমাদের দুইজন সদস্যকে অচিরে আমেরিকায় প্রেরণ করিব। তাঁহারা ওয়াশিংটনে জার্মেন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ভারতীয় বিপ্লবীগণকে স্বদেশে প্রেরণের ব্যবস্থা করিবেন। আমেরিকা হইতে অস্ত্রশস্ত্র, গুলি-গোলা ও সর্বপ্রকার যুদ্ধসরঞ্জাম ভারত উপকূলে প্রেরণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থাও করিবেন। নিশ্চিতভাবে না হইলেও আমাদের শোনা ছিল যে, আমেরিকার "গদর পার্টি"র নায়কগণ প্রচুর অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। অনেক আলোচনার পর স্থির হইল, ধীরেন সরকার ও এন, এস, মারাঠেকেই আমেরিকায় প্রেরণ করা হইবে। সরকার দুই বৎসর পূর্বে আমেরিকা হইতে গ্র্যাজুয়েট হইয়া বার্লিনে আসিয়াছেন, ভারতীয় বিপ্লবী সুরেন্দ্রনাথ কর, হেরম্বলাল গুপ্ত, তারকনাথ দাশ প্রমুখ অনেকেই তাঁহার পরিচিত।

তাঁহাদের নামে জার্মেনী পরিত্যাগ করিয়া হল্যাণ্ডে যাওয়ার জন্য পররাষ্ট্র দপ্তরের অধিনায়ক হ্যার ফন্ ইয়াগো কর্তৃক দুইখানা পাশ ইস্যু করা হইল। দুইখণ্ড বস্ত্রে কতকগুলি সংখ্যা টাইপ করিয়া দেওয়া হইল। সেগুলি ছিল এরূপ :—

৪৩২	৩৯২	৭৬২	১৩৮
৫২৫	৭৩০	৬৫৩	৫০৯
৩১১	২৬২	৩৭২	৬৮০

তিন লাইনে ৪টি করিয়া ৩ রাশির সংখ্যা, মোট ১২টি। ইহাতে পররাষ্ট্র সচিব ওয়াশিংটনে জার্মেন রাষ্ট্রদূত ফন্ বেয়ার্ণস্টর্ফ (Von Bernstorf)-কে নির্দেশ দিয়াছেন, পত্রবাহককে ২৫০০০ মার্কের সমতুল্য ডলার দিতে ও সর্বপ্রকার সাহায্য করিতে।

২২শে সেপ্টেম্বর তাঁহারা বার্লিন হইতে যাত্রা করেন। নিউইয়র্ক পৌঁছিয়া তাঁহারা ওয়াশিংটনে গিয়া জার্মেন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও নানাস্থানে ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামীগণের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিতে সমর্থ হন।

অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ

কিভাবে ভারত উপকূলে ষ্টীমারবোঝাই অস্ত্রশস্ত্র, গোলা-গুলি প্রেরিত হইতে পারে এ বিষয়ে পররাষ্ট্র সচিব ও এডমিরালটি বিচার-বিবেচনা করিতেছে এইরূপ কথাই আমরা শুনিতেছিলাম। আরও শুনিতেছিলাম যে, সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ জাতির ষ্টীমার চার্টার করিয়া ক্যাপ্টেনগণকে প্রচুর অর্থ দিয়া ভারতের উপকূলে অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণের চেষ্টা চলিতেছে।

আকস্মিকভাবে একদিন, সম্ভবতঃ ২৩শে কিংবা ২৪শে সেপ্টেম্বর, আমাদের পূর্ণ অধিবেশনে ঘোষণা করা হইল যে, অস্ত্রশস্ত্র ভারত উপকূলে পৌছিতেছে এরূপ সংবাদ পাইলে ভারত যাত্রা করিতে হইবে। প্রধানতঃ যাঁহাদের নাম প্রস্তাবিত হইল তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নানা কারণ প্রদর্শন করিয়া যাইতে সম্মত হইলেন না। অবশ্যই যাঁহাদিগকে বার্লিনে রাখার বিশেষ আগ্রহ হ্যার ব্যালিন, ব্যারন ওপেনহাইম প্রভৃতির ছিল, তন্মধ্যে মুকুতাম্বর, পরাঞ্জপে, রাও এবং আমি ভারত যাত্রা কবিতে স্বীকৃত হইলাম।

চ্যান্সেলার সমীপে

"ভারত উদ্ধার উদ্যোগ" পর্বের শুরু হইতেই আমাদের প্রবল আকাঙ্খা ছিল কাইজারের সঙ্গে সাক্ষাৎ কবি। উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র ব্যাপারটা তাঁহার অনুমোদিত কিনা ইহা উপলব্ধি করা। কিন্তু কাইজাব পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তের যুদ্ধ পরিচালনায় বিব্রত ব্যারন পুনঃ পুনঃ এই কথাই আমাদিগকে বলিযাছিলেন। আমি ভারত যাত্রা করিব সম্ভবতঃ এজন্যই তিনি আমাকে এবং চট্টোপাধ্যায়কে চ্যান্সেলার (প্রধানমন্ত্রী) হ্যার ব্যাথম্যান ফন্ হলওয়েগের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনার সুযোগ দিলেন, কিন্তু এই সাক্ষাৎকার ও কথাবার্তায় আমাদের তৃপ্তি হইল না। কারণ, এত বড় একটা শক্তিশালী সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী এরূপ নিষ্প্রভ হইতে পারে তাহা আমাদের কল্পনার অতীত ছিল।

পূর্ব সীমান্তে জেনারেল ফন্ হিণ্ডেনবুর্গ অকল্পিত সাফল্য অর্জন করিতেছেন, পশ্চিমেও জার্মেনীর ক্রাউন প্রিন্স প্রমুখ ব্যক্তিগণের চালনায় জার্মেন সেনা-বাহিনী দিনের পর দিন, দ্রুত অগ্রসর হইতেছে, এই সকল সংবাদ বার্লিনে পৌছিয়া বার্লিন শহর ও সর্বত্র দেশবাসীকে বিজয় উল্লাসে প্রদীপ্ত করিল। আমরাও এবার নিশ্চিত হইলাম যে গ্রেট ব্রিটেন ও তাহার মিত্রশক্তির পরাজয় অবশ্যম্ভাবী সুতরাং "কালনেমীর লঙ্কা ভাগের মত" ভবিষ্যৎ ভারতের শাসন কাঠামো রচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। সহকর্মীগণ "ভারতের সংযুক্ত রাষ্ট্র" (United

States of India) গঠনের বিধি ব্যবস্থায় (Constitution) নিযুক্ত হইলেন। প্রেসিডেণ্ট উড্রো উইলসনের ইউনাইটেড স্টেট্সের গঠনতন্ত্র হইতে বার্লিন স্টেট লাইব্রেরীতে রক্ষিত ম্যাগ্নাটা, পানামা, এমন কি মনাকো এবং স্যান-ম্যারিনো প্রজাতন্ত্রের সংবিধান, শাসনযন্ত্র ও প্রণালীর পুস্তকাদির সাহায্যে একটি গঠনতন্ত্র প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন। নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভারতের প্রেসিডেণ্ট, পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে বালগঙ্গাধর তিলক, শিল্পমন্ত্রীরূপে লালা হরকিষণলাল, আইন সচিব ডক্টর স্যার সুব্রহ্মণ্যম্, অর্থসচিব গোপালকৃষ্ণ গোখলে, বাণিজ্যসচিব স্যার ফিরোজ শা মেহতা, শিক্ষাসচিব স্যার হাসান ইমাম ও আশুতোষ মুখার্জী প্রমুখদের নাম সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী লালা লাজপৎ রায়, ইউ, পি-র প্রধানমন্ত্রী মদনমোহন মালব্য, বাংলার প্রধানমন্ত্রী অশ্বিনীকুমার দত্ত এবং আরও বহু নাম প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইল।

আমাদের প্রস্তাবসমূহের অনুলিপি ব্যারন ওপেনহাইমকে পাঠান হইল।

বজবজে কামাগাটামারু বিদ্রোহ

"কামাগাটামারু" স্টীমারে যাত্রী পাঞ্জাবীগণ আমেরিকার ইমিগ্রেশন বিধানের কড়াকড়িতে আমেরিকায় অবতরণ করিতে না পারিয়া এবং মামলা করিয়াও সুবিচার না পাইয়া কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন। সর্দার গুরুদিত সিং কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া এই ব্যাপারে বিশেষ উত্তেজিত ছিলেন। যাত্রীগণ কলিকাতায় অবতরণ করিয়া যুদ্ধকালে অসন্তুষ্ট বাঙ্গালীগণের সাহায্যে একটা আন্দোলনের সৃষ্টি করিতে পারেন এই আশঙ্কায় গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে বজবজ হইতে ট্রেনে চাপাইয়া সরাসরি পাঞ্জাবে পাঠাইবার উদ্যোগ করে। ইহাতে যাত্রীগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কিছু সংখ্যক পুলিশ ও বহু বিদ্রোহী যাত্রী হতাহত হন।

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসলেখকগণের মধ্যে কেহ কেহ এই ব্যাপারে এবং এম্ডেনের ভারতসমুদ্রে বিজয় অভিযানের কৃতিত্ব "বার্লিন কমিটির" উপর আরোপ করিয়াছেন কিন্তু ইহা সঠিক নহে। উপরোক্ত দুইটি ব্যাপারেই বার্লিন কমিটির প্রত্যক্ষ দায়িত্ব ছিল না। "কামাগাটামারু" ব্যাপারে আমেরিকার গদর পার্টির নির্দেশ বা সহযোগিতাও ছিল না। সর্দার গুরুদিত সিংহের নেতৃত্বে এই ঘটনা সংঘটিত হয়।

৩০শে সেপ্টেম্বর অতি প্রত্যুষেই স্যার আলবার্ট ব্যালিন টেলিফোনে সংবাদ

দিলেন, আমাদের বাড়ীর সম্মুখে একখানা মোটর যাইতেছে, চট্টোপাধ্যায় এবং আমি যেন তাহাতে চাপিয়া তাঁহার বাটীতে চলিয়া যাই। সঙ্গে সঙ্গেই একজন কুরিয়ার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নীচে নামিয়া দেখিলাম, একখানা নূতন "বেন্থস" (Benz) গাড়ী অপেক্ষমান। আমরা হ্যার ব্যালিনের বাটীতে পৌছিলে তিনিও আমাদের সঙ্গে সহযাত্রী হইলেন। গাড়ীতে বসিয়া তিনি বলিলেন, কাইজারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রিন্স হাইনরিখের (Henry) সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হইবে, কাইজার সাক্ষাৎ করিতে পারিলেন না বলিয়াই এই ব্যবস্থা।

আমরা প্রিন্সের প্যালেসে উপস্থিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই প্রুশিয়ার স্বরাষ্ট্রসচিব হ্যার ক্লেমেন্স ফন্ ডেলব্রুক উপস্থিত হইলেন। তিনিই ছিলেন সংযোগ স্থাপনের উদ্যোক্তা, আমাদিগকে লইয়া তিনি প্রিন্স হাইনরিখের কক্ষে উপস্থিত হইলেন। গ্র্যাণ্ড এডমিরালের পোশাক পরিহিত প্রিন্স সহাস্তে আমাদিগকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন কিন্তু করমর্দন করিলেন না। চট্টোপাধ্যায় জার্মেন ভাষাতেই বক্তব্য বর্ণনা করিতে শুরু করিলেন, চট্টোপাধ্যায় বলিলেন, "কাইজারের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ না পাওয়ায়" দূরদর্শী রাজনীতিবিদ বলিয়া খ্যাত প্রিন্সের নিকট আমাদের কার্যে সাহায্য এবং সহযোগিতা পাওয়ার নিশ্চয়তা লাভ করিতে আসিয়াছেন। প্রিন্স ছিলেন একজন তেজস্বী পুরুষ ও অতিশয় সদালাপী। অর্ধঘণ্টাকাল আমাদের সঙ্গে আলোচনা করিলেন ও পুনঃ পুনঃ আমাদের উভয়কে স্নেহপূর্ণ ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদের আরও কিছু বলিবার আছে কি না। ব্যারন ওপেনহাইম, হ্যার ব্যালিন, ব্যাথম্যান হলওয়েল প্রমুখ ব্যক্তিগণ যেরূপ আশা ভরসা ও প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন প্রিন্স সে সকলই দিলেন। কিন্তু তাঁহার বক্তব্যে নিশ্চয়তা রূপায়িত হইয়া উঠিল।

পরবর্তী ডিসেম্বর মাসে শ্রীরামপুরের শ্রীজিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী M. Sc. আমেরিকা হইতে আসিয়া বার্লিন কমিটিতে যোগদান করিলেন। তিনিও কয়েকমাস পরে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯১৫ সালের মে মাসে বিখ্যাত বিপ্লবী শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত আমেরিকা হইতে আসিয়া বার্লিন কমিটির একজন উৎসাহী সদস্যরূপে ভারত-উদ্ধার কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার বিবৃত তথ্যে আমরা অবগত হইয়াছি যে তদবধি বার্লিন কমিটির বিধিব্যবস্থা আমূল পরিবর্তিত হইয়াছিল। সেই সব সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগতভাবে কোন অভিজ্ঞতা নাই, সুতরাং সে সকল ও অন্যান্য বিপ্লবীদের কার্যকলাপ, উদ্যোগ আয়োজন ইত্যাদি বিবরণ পরবর্তী অপর এক গ্রন্থে প্রকাশ করার আকাঙ্খা রহিল।

বিদায়

৩০শে সেপ্টেম্বর ব্যারন ভবনে সান্ধ্য সম্মেলন আজ বিষাদভারাক্রান্ত। স্বয়ং ব্যারন আমাদিগকে বিদায় দেওয়ার কালে অশ্রু বিসর্জন করিলেন। তিনি আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। তাঁহার অভিপ্রায় ছিল বাংলায় অন্য একজন কর্মীকে পাঠাইবেন এবং আমাকে বীর বীরেন্দ্রনাথের সহযোগী হিসাবে বার্লিনেই রাখিবেন। তাহা সম্ভব হয় নাই, এজন্য তিনি বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিলেন। তাঁহার নির্দেশে শ্রীসতীশচন্দ্র রায়, সদাশিব রাও এবং আমাকে নির্দিষ্ট সংখ্যক মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতিমূর্তি সম্বলিত গিনি দেওয়া হইল। জার্মেন সীমা অতিক্রম করার জন্য পররাষ্ট্রসচিব হার ফন্ ইয়াগোর স্বাক্ষরযুক্ত তিনখানা পাশ ডক্টর হারবার্ট মূলার প্রদান করিলেন। আমরা বিদায় লইলাম।

পূর্ববর্তী এমনি এক সন্ধ্যায় এমনইভাবে বোম্বাই-এর ডক্টর যোশী, বাংলার অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র সেন এবং আরও তিনজন বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

পরদিন ১লা অক্টোবর আমাদের যাত্রা করিতে হইবে।